পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক
৩১
বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1553, Saturday, 25 November 2023 *FREE* www.parichoy.com

বাংলাদেশের বিদেশি পরামর্শের দরকার নেই - ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি

বিস্তারিত ০৫ পাতায়

আরো আছে...

- বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাব কেন বাড়ছে?-৫ম পাতায়
- ভারতের উত্তর প্রদেশে হালাল পণ্য নিষিদ্ধ - ৫ম পাতায়
- নায়াগ্রায় গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনা সন্ত্রাসবাদ সংশ্লিষ্ট নয়-৬ষ্ঠ পাতায়
- গাজায় গণহত্যার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে নিবন্ধ বাদ দিয়ে সমালোচিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়-৬ষ্ঠ পাতায়
- কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ২০ বছরে ৪ লাখ ৬০ হাজার মানুষের মৃত্যু-৭ম পাতায়
- আরবদের বয়কটে মার্কিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ধস-৭ম পাতায়
- বিশ্বের ফ্রিল্যান্সারের ১৪ শতাংশই বাংলাদেশে, সুযোগ হাজারের বেশি বিষয়ে-৮ম পাতায়
- পিটার হাসকে হত্যার হুমকি, আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে করা মামলা খারিজ-৮ম পাতায়
- সহযোগিতা আরো গভীর করার ওপর জোর দিয়েছে বাংলাদেশ-ভারত : ৯ম পাতায়
- ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছল বাংলাদেশের বিদেশী ঋণ-১০ম পাতায়
- জনশক্তি রপ্তানিতে আরেকটি রেকর্ড বছরের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ-১০ম পাতায়
- বাংলাদেশে রেমিট্যান্স নিয়ে ‘হ-য-ব-র-ল’-১১ পাতায়

৪৮ দিন পর নির্ভয়ে রাতে ঘুমালো গাজাবাসী

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

ইসলাম-বিদ্বেষী মন্তব্যের জেরে ওবামার সাবেক উপদেষ্টা গ্রেপ্তার

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC Buildings MASTER ELECTRICIAN
FREE ESTIMATES
FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
CONTACT : 718-445-2740

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge-Offs - Inquiries - Collections
- Garnishment - Bankruptcy - Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MH Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
REBNY
MOINUL ISLAM (LICENSED REAL ESTATE AGENT)

IATA APPROVED
অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেল্স এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam, President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

গাজায় যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর বাস্তবসম্মত সুযোগ আছে বললেন বাইডেন

৪৮ দিন পর নির্ভয়ে রাতে ঘুমালো গাজাবাসী

পরিচয় ডেস্ক: গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হয় ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের সশস্ত্র সংগঠন হামাসের মধ্যে যুদ্ধ। দীর্ঘ সময় পর ফিলিস্তিনের গাজায় এখন চার দিনের যুদ্ধবিরতি চলছে। এরই মধ্যে চলছে বন্দি বিনিময়। গাজা উপত্যকায় হামলা বন্ধ রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৪৮ দিন পর গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে নির্ভয়ে ঘুমাতে পেরেছে গাজাবাসী। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

শনিবার (২৫ নভেম্বর) প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চল খান ইউনিসে অবস্থান করছেন আল-জাজিরার সাংবাদিক হানি মাহমুদ। তিনি বলেছেন, 'সাময়িক যুদ্ধবিরতি কিছুটা স্বস্তি এনেছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনিরা সাত সপ্তাহের মধ্যে প্রথ মবারের মতো মৃত্যুর ভয় ছাড়া রাত কাটিয়েছে বা ঘুমিয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'ঘুমের মধ্যে ইসরায়েলি বোমার আঘাতে প্রাণ হারানোর ভয় তাদের তাড়া করে ফেরেনি।'

হানি মাহমুদ বলেন, 'কিন্তু গাজাবাসী এখনো মনে করছে, এই যুদ্ধবিরতি পূর্ণাঙ্গ নয়। সাময়িক বিরতির পর ইসরায়েলি বাহিনী আবারো তাদের ওপর হামলা চালাবে। আমরা সেই ১৭ লাখ মানুষের কথা বলছি যারা কিনা গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে কেন্দ্রীয় বা দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিস ও রাফা শহরে চলে এসেছে। জীবন বাঁচাতে অবরুদ্ধ উপত্যকায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছে তারা। কেউই নিজ বাড়িতে ফিরতে পারছে না।'

তিনি আরও বলেন, গাজাবাসীর মাঝে একটি হতাশা ও ক্ষোভ কাজ করছে। তাদের মনে প্রশ্ন, নিরাপদে বাড়ি ফেরার সুযোগ দেওয়ার শর্তটি কেন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে যুক্ত করা হয়নি? এ জন্য তারা হতাশ। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

আমি খুব গর্বিত, ইসরায়েলের দুঃসময়ে তাদের পাশে বন্ধু হিসেবে দাঁড়াতে পেরেছি। আমরা ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে সংহতি জানাচ্ছি, আমরা তোমাদের জনগণের সাথে রয়েছি। আমরা চাই যে ইসরায়েল যুদ্ধে জয়ী হোক।-ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক

গাজায় যে মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে তা বিশ্বের কাছ থেকে আড়াল করতে চাইছে ইসরায়েল - তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান

অনুগ্রহ করে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের জন্য, জীবিতদের স্বার্থে এবং মৃতদের নামে, ইসরায়েলের কারাপ্রকোষ্ঠে পুরে রাখা থাকা ফিলিস্তিনিদের কথা ভেবে, হামাসের হাতে জিম্মিদের কথা মনে রেখেঃমানবতার দোহাই, সমস্ত মানুষের দোহাই, এখনই যুদ্ধবিরতি কার্যকর করুন।- বুকারজয়ী ঔপন্যাসিক ও ভারতের নাগরিক অধিকারকর্মী অরুন্ধতী রায়

৩ কর্মদিবসের সপ্তাহ সম্ভব, জীবনের উদ্দেশ্য কেবল কাজ করা নয় - মাইক্রোসফট এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস

THE TIMES OF INDIA

বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাব কেন বাড়ছে?

পরিচয় ডেস্ক: গত এক মাস বা তারও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ বিরোধীদের একাধিক বিক্ষোভের সাক্ষী থেকেছে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এর ফলে বিএনপি'র বহু নেতাকর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এমনকি মার্কিন *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ইসলাম-বিদ্বেষী মন্তব্যের জেরে ওবামার সাবেক উপদেষ্টা গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির একটি হালাল খাবারের দোকানের বিক্রেতাকে হামাস-ইসরায়েল ইস্যুতে ইসলাম-বিদ্বেষী মন্তব্য করায় তাকে গ্রেপ্তার করে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ। ইসলাম-বিদ্বেষী মন্তব্যের জেরে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার এক উপদেষ্টাকে গ্রেপ্তার করেছে নিউইয়র্ক পুলিশ।

নিউইয়র্ক সিটির একটি হালাল খাবারের দোকানের বিক্রেতার সঙ্গে হামাস-ইসরায়েল ইস্যুতে ইসলামফোবিক আচরণ করেন সাবেক ওবামা প্রশাসনের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের কর্মকর্তা স্টুয়ার্ট সেলডোভিটজ (৬৪)। এ সময় তার করা মন্তব্যের একাধিক ভিডিওক্লিপ ধারণ করা হয়। পরে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এর জের ধরেই তাকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। ঘটনাটির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচুর *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ভারতের উত্তর প্রদেশে হালাল পণ্য নিষিদ্ধ

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের উত্তর প্রদেশে রাজ্য সরকার 'হালাল' লেখাযুক্ত পণ্য নিষিদ্ধ করেছে। এখন থেকে প্রদেশটিতে কোনো সংস্থা পণ্যের হালাল সনদ দিতে পারবে না। তবে রপ্তানির জন্য উৎপাদিত পণ্য নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না।

সরকারি আদেশে বলা হয়েছে, উত্তর প্রদেশের মধ্যে হালাল-প্রত্যয়িত ওষুধ, চিকিৎসাসামগ্রী ও *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের বিদেশি পরামর্শের দরকার নেই - ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা তুলে ধরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধি দলের প্রধান চার্লস হোয়াইটলি বলেছেন, এ ক্ষেত্রে দেশটি নিজেই ভালো করছে। তাদের বিদেশি পরামর্শের দরকার নেই। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ ডিসাইডস্ : দ্য ইয়ুথ স্পিকস (বিডিওয়াইএস)' শীর্ষক সংলাপের প্রথম পর্বে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশে ইইউ দূতাবাস ও হারনেট ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. নিজামুল হক ভূঁইয়া। উপস্থিত ছিলেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ব্যারিস্টার সমীর সাত্তার, মেঘনা ব্যাংকের এমডি মো. সোহেল হোসেন, রোটারির গভর্নর ব্যারিস্টার মুতাসিম বিল্লাহ ফারুকী, আইটোর প্রেসিডেন্ট গোলাম মোস্তফা, হারনেট গ্রুপের উপদেষ্টা মনির প্রধান, জোন্টা ইন্টারন্যাশনালের গভর্নর *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

গমের ব্লাস্ট রুখতে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার হবে বৈশ্বিকভাবে

শাহাদাত বিপ্লব: বাংলাদেশে ধানের পরই প্রধান খাদ্যশস্য গম। বর্তমানে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি গমের তৈরি। বাঙালিদের মধ্যে রুটি-পরোটা খাওয়ার চলও বেড়েছে আগের চেয়ে। তাই গত এক দশকে দেশে গমের চাহিদা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে বলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যে উঠে এসছে। তবে ২০১৬ সালে দেশে ব্লাস্ট রোগ দেখা দেয়ায় ওই বছর গম উৎপাদন কমে যায় প্রায় ৩৩ শতাংশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশেও ছত্রাকজনিত রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। মহামারী আকার ধারণ করার আগেই তা চিহ্নিত করতে ২০২০ সালে একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মো. তোফাজ্জল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের একদল গবেষক। প্রযুক্তিটি এখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (সিআইএমএমওয়াইটি)। জানা গেছে, গমের ব্লাস্ট ও রাস্ট রোগ নির্ণয়ে আগাম সতর্কীকরণ পদ্ধতির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে অর্থায়ন করবে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন ও যুক্তরাজ্যের সংস্থা ফরেন, কমওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এফসিডিও)। ব্লাস্ট রোগ ছাড়াও গমের রাস্ট রোগের আগাম সতর্কীকরণ পদ্ধতিগুলোর উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে কাজ করবে দক্ষিণ এশিয়া, ইউরোপ, সাব সাহারা আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

নায়াগ্রায় গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনা সন্ত্রাসবাদ সংশ্লিষ্ট নয়

পরিচয় ডেস্ক: নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কাছে অবস্থিত একটি সেতু এলাকায় বুধবার একটি গাড়ি বিস্ফোরিত হয়েছে। এরপর সেতুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে এর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই-এর কর্মকর্তারা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, তারা একটি গাড়িকে খুব দ্রুতবেগে ছুটতে দেখেছেন। একসময় সেটি কিছুটা উড়ে গিয়ে একটি বেড়ার সঙ্গে ধাক্কা খায়। তারপর অগ্নিগোলকের মতো দৃশ্য তৈরি হয়। এই ঘটনায় গাড়ির দুই আরোহী নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হকুল।

নিউইয়র্ক শহর থেকে প্রায় ৬৪০ কিলোমিটার দূরে নায়াগ্রা জলপ্রপাত অবস্থিত। তার পাশে নায়াগ্রা নদীর উপর রেইনবো ব্রিজ অবস্থিত। এই সেতুটি যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডাকে যুক্ত করেছে। ফলে সেতুর দুই পাশে নিরাপত্তা ফাঁড়ি রয়েছে। ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ফাঁড়ির দিকে ঘটেছে। ঘটনার পর রেইনবো সেতু বন্ধ রাখা হয়েছিল। এছাড়া নিরাপত্তার খাতিরে দুই দেশের সীমান্তে অবস্থিত আরও কিছু পথও বন্ধ রাখা হয়।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। আর ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব সংক্ষিপ্ত করে নিরাপত্তা ব্রিফিংয়ের জন্য সংসদ থেকে বের হয়ে যান। এফবিআইয়ের স্থানীয় এজেন্টরা প্রাথমিক তদন্ত শেষে জানিয়েছেন, ঘটনাটির সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

‘কয়েন টস’ করে মেয়র নির্বাচন হলো নর্থ ক্যারোলিনার একটি শহরে

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতার জন্য কত যুদ্ধ-দাঙ্গাই না ঘটে। তবে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে সুখকর এক ঘটনাই ঘটেছে। একে রীতিমতো উন্মাদ কাণ্ডও বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনার একটি শহরে কয়েন টসের মাধ্যমে মেয়র নির্বাচন হয়েছে। যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে। কয়েন টসের মাধ্যমে নর্থ ক্যারোলিনার শহর মনরোর নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন রবার্ট বার্নস এবং রানার আপ হয়েছেন বব ইয়ানাসেক। গত ৭ নভেম্বরের একটি নির্বাচনে অন্য তিন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তবে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। ভোট গণনা শেষে দেখা যায়, বার্নস এবং ইয়ানাসেক প্রত্যেকেই একই সংখ্যক (৯৭০ টি) ভোট পেয়েছেন।

উভয় ব্যক্তি গত শুক্রবার (১৭ নভেম্বর স্থানীয় নির্বাচন বোর্ডের একটি সভায় যান এবং ভোট পুনঃগণনা বাতিল করেন। এরপর মেয়র নির্বাচনে আইনানুযায়ী টাই-ব্রেকার ডাকা হয়। এই টাই-ব্রেকার ছিল কয়েন টস। এতে বার্নস এবং ইয়ানাসেকের মধ্যে যিনি জিতবেন তিনি নর্থ ক্যারোলিনার বৃহত্তম শার্লটের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বের ৩৫ হাজার বসতির মনোরো শহরের মেয়র হবেন।

বার্নস কয়েন টসের *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

গাজায় গণহত্যার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে নিবন্ধ বাদ দিয়ে সমালোচিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান গণহত্যায় ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করে লেখা একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ বাদ দেওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েছে হার্ভার্ড ল স্কুলের খ্যাতনামা জার্নাল দ্য হার্ভার্ড ল রিভিউ। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, জার্নালটির সম্পাদকমণ্ডলী সমালোচনার ভয়েই নিবন্ধটি প্রকাশ করেননি।

দ্য হার্ভার্ড ল রিভিউ পরিচালনায় থাকেন শিক্ষার্থীরাই। জার্নালটির জন্য ‘দ্য অনগোয়িং নাকবা: টুওয়ার্ডস আ লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর প্যালেস্টাইন’ নামে ২ হাজার শব্দের একটি নিবন্ধ লেখেন ফিলিস্তিনের ডক্টরাল প্রত্যাশী রাবেয়া এগবারিয়াহ। সম্পাদনা ও ফ্যাক্ট চেকের পর প্রকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে অনুমোদিতও হয়েছিল লেখাটি। কিন্তু এরপর লেখাটি আর প্রকাশিত হয়নি। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের আক্রমণের পর গাজায় ইসরায়েলের হামলার ঘটনা নিয়ে এই নিবন্ধই ছিল হার্ভার্ড ল রিভিউর জন্য ফিলিস্তিনি কোনো স্কলারের প্রথম লেখা।

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে এ পর্যন্ত ১৪ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। নিবন্ধটিতে যুক্তি দিয়ে দেখানো হয় যে, জাতিসংঘের কনভেনশন দ্বারা সংজ্ঞায়িত গণহত্যার সব শর্তই গাজায় ইসরায়েলি হামলায় পূরণ হয়েছে। ১৯৪৮ সালের মতো নাকবা সংগঠিত হচ্ছে বলেও দাবি জানানো হয় এই নিবন্ধে। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার সময় ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমি থেকে জোরপূর্বক অপসারণকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয় আরবি শব্দ নাকবা।

শতাধিক সম্পাদকের এক সংকটকালীন বৈঠকে আটকে যায় ব্লগপোস্ট হিসেবে নিবন্ধটি প্রকাশের প্রক্রিয়া। নিবন্ধটির প্রকাশ অনুমোদন করলে সম্পাদকদের যে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে, তাতে তাদের ক্যারিয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়। সম্পাদকদের প্রকাশ্যে সমালোচিত হওয়ার ভয়ও নিবন্ধটির প্রকাশ আটকে দেওয়ার পেছনে কাজ করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নিবন্ধটি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন ২৫ জন সম্পাদক। তাঁরা বলেছেন, ভয়ের কারণে কোনো নিবন্ধ প্রকাশ না করার ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। তাঁ লিখেছেন, ‘প্রকাশ্য সমালোচনার ভয়ে ল রিভিউর সম্পাদকেরা নিবন্ধটি প্রকাশ করা বন্ধ রেখেছেন। সম্পাদকমণ্ডলীর কেউই ফিলিস্তিনি নন এবং তারা নিবন্ধটি অপ্রকাশিত রাখার সিদ্ধান্তের পক্ষেই ভোট দিয়েছেন। এভাবে কোনো নিবন্ধের প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঘটনা আগে ঘটেছিল বলে আমরা অবগত নই।’

হার্ভার্ড ল রিভিউর সম্পাদক আপসারা আইয়ার নিবন্ধটির লেখক এগবারিয়াহকে একটি ই-মেইল দিয়ে বলেছেন, সিদ্ধান্তটি নেওয়ার পেছনে লেখকের পরিচয় বা দৃষ্টিভঙ্গি কোনো প্রভাব ফেলেনি।

রাবেয়া এগবারিয়াহকে আরেকটি ই-মেইল করেছেন হার্ভার্ড ল রিভিউর সম্পাদক তাসা শাহরিয়ারি-পারসা। সেখানে পারসা লেখেন, ‘সম্পাদকদের আলোচনায় নিবন্ধটির মৌলিক কিছু নিয়ে আলোচনা হয়নি। বরং আলোচনা হয়েছে সম্পাদকদের নিবন্ধটির বিরোধিতা করা, নিবন্ধটি প্রকাশিত হলে আমাদের সম্পাদকমণ্ডলী ও কর্মকর্তাদের ভয়ভীতি দেখানো হতে পারে কি নাড়ুসেসব নিয়ে।’

ই-মেইলটির জবাবে মানবাধিকারবিষয়ক আইনজীবী ও নিবন্ধটির লেখক রাবেয়া এগবারিয়াহ বৈষম্যমূলক আচরণ ও সেন্সরশিপের অভিযোগ তোলেন। ‘গাজায় গণহত্যা সম্পর্কে নিবন্ধটি প্রকাশে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল দ্য হার্ভার্ড ল স্কুল’ শিরোনামে শুরুতে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল দ্য নেশনে। এতে এগবারিয়াহ বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা সেখানে যুক্তি দেন যে, গাজায় ইসরায়েলি কার্যকলাপ গণহত্যার আইনি মানদণ্ড পূরণ করেছে।

এসব উদ্ধৃতি দেওয়ার *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ক্যালিফোর্নিয়ার একটি শহরে সুইমিংপুলের ওপর দিয়ে উড়ে বাড়ি ভেঙে ঢুকল টেসলা গাড়ি

পরিচয় ডেস্ক: ক্যালিফোর্নিয়ার একটি শহরে টেসলা গাড়ির এক চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাঁধে ধাক্কা দিয়ে সুইমিংপুলের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে একটি বাড়ি ভেঙে ঢুকে পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের মারফি এবং অ্যাশউড ড্রাইভস এলাকায় ভয়ংকর এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৭০ বছর বয়সী এক নারী চালক টেসলার মডেল এক্স গাড়ি নিয়ে বাড়ি ভেঙে ঢুকে পড়েন। পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পরে স্থানীয় সান মাতেও পুলিশও আবাসিক এলাকাটি পরিদর্শন করে। অবিশ্বাস্যভাবে, এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে সান মাতেও পুলিশ বিভাগ দুর্ঘটনার একাধিক ছবি শেয়ার করেছে। ক্যাপশনে পুলিশ লিখেছে, ‘আজ সকালে একজন চালক তাঁর গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাড়ি ভেঙে ঢুকে পড়েন। তবে সৌভাগ্যবশত, এই সংঘর্ষে কেউ হতাহত হয়নি।’

পুলিশের পোস্ট অনুসারে, চালক নারী এবং যাত্রীর আসনে থাকা তাঁর ৪০ বছর বয়সী মেয়ে দুর্ঘটনার পরে ঘটনাস্থলেই ছিলেন। তাঁদের কেউই আহত হননি এবং দুর্ঘটনার সময় বাড়িতেও কেউ ছিল না।

পুলিশ বিভাগের একজন মুখপাত্র সংবাদমাধ্যম পিপলকে বলেন, ‘চালক যখন গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, তখন গাড়িটি একটি প্রতিবেশীর বাড়ির উঠানের ওপর দিয়ে যায়। তারপরে দুই বাড়ির সীমানাপ্রাচীর ভেঙে ঢুকে পড়ে। বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে পড়ার আগে একটি সুইমিংপুলের ওপর দিয়ে ৪০ থেকে ৫০ ফুট শূন্যে উড়েছিল গাড়িটি।’

পুলিশের মতে, টেসলা গাড়িটি ডাউনহিলের দিকে যাচ্ছিল এবং ঘটনার সময় স্ব-চালনা মোডে ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাড়িটি থামানোর জন্য দ্রুত ব্রেক করা হয়েছিল। কিন্তু ঠিক কী হয়েছিল, তা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ইলন মাস্কের ‘এক্সে’ বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করল অ্যাপলসহ অসংখ্যা কোম্পানি

পরিচয় ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করেছে বিখ্যাত প্রযুক্তি কোম্পানি অ্যাপল, সনি পিকসার্স, আইবিএম এবং বিনোদন মোগল ডিজনিসহ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অসংখ্যা বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এক্স ইহুদিবিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এমন অভিযোগ থেকে এসব কোম্পানি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে।

জানা গেছে, এক ব্যবহারকারী এক্সে অভিযোগ করেন, ইহুদিরা শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। বুধবার (১৫ নভেম্বর) এক পোস্টে এক্সের কর্ণধার মাস্ক ওই ব্যক্তির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। মাস্ক লিখেন, এটাই আসল সত্য। হোয়াইট হাউস শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) মাস্কের টুইটের সমালোচনা করে জানায়, তাদের এসব কাজ ঘৃণ্য।

মাস্কের টুইটের পর ইহুদি ধর্মপণ্ডিতদের ১৫০ জনের একটি দল *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ২০ বছরে ৪ লাখ ৬০ হাজার মানুষের মৃত্যু

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বিগত দুই দশক অর্থাৎ ২০ বছরে কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে অন্তত ৪ লাখ ৬০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সম্প্রতি নতুন এক গবেষণা থেকে এ তথ্য উঠে এসেছে। এর আগে, কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে যে পরিমাণ মানুষের মৃত্যু হয় বলে অনুমান করা হয়েছিল এই সংখ্যা তার দ্বিগুণ।

সাধারণত গাড়ি, বিভিন্ন কারখানা, ধোঁয়া ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে বিপুল পরিমাণে ফাইন পার্টিকুলেট ম্যাটার বা সূক্ষ্ম কণা নির্গত হয়। পিএম ২.৫ নামে (এসব কণার ব্যস মাত্র ২.৫ মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন) পরিচিত এসব অতিক্ষুদ্র বিষাক্ত বায়ু দূষণকারী কণা হাঁপানি, হৃদ্রোগ, কম জন্ম ওজন এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারসহ বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগের আশঙ্কা বাড়ায়।

গবেষকেরা ১৯৯৯ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত চিকিৎসা রেকর্ড ও কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত দূষক কণার হারের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রথমবারের মতো দেখতে পেয়েছেন যে, কয়লা থেকে যে পিএম ২.৫ অন্যান্য উৎস থেকে নির্গত দূষক কণার চেয়ে দ্বিগুণ মারাত্মক। এর আগের গবেষণায় গবেষকেরা ধরে নিয়েছিলেন যে, সব উৎস থেকে নির্গত পিএম ২.৫ একই রকম ক্ষতিকারক।

সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সরকারি নিয়ম বিগত

দশকগুলোতে বিপুল পরিমাণ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে। কারণ পরিবেশ দূষণ রোধে সরকারি নিয়মকানুন চালুর আগে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিপুল পরিমাণ দূষক নির্গত হয়। বিশেষ করে, নিয়মকানুন চালুর আগে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পিএম ২.৫ দূষক নির্গত হয়েছে।

এই গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবকাঠামো প্রকৌশল বিভাগের সিভিল, এনভায়রনমেন্টাল বিভাগের সিড অ্যান্ড রেভা ডিউবেরি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক লুকাস হেনেম্যান বলেন, 'কয়লা থেকে যে পরিমাণ বায়ু দূষণ হয় তা আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকারক এবং আমরা এটিকে অন্যতম প্রধান বায়ু দূষণকারী হিসেবে বিবেচনা করছি।'

লুকাস হেনেম্যান ও তাঁর দল ১৯৯৯ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৪৮০টি মার্কিন কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বায়ু দূষণ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব জানতে গবেষণা শুরু করেন। প্রতিটি বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে যে পরিমাণ বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয়েছে তার কারণে সৃষ্ট রোগের কারণে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষ বছরে অন্তত ৬৫ কোটি বার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছেন। মূলত ৬৫ বছরের বেশি বয়সী মানুষই এই দূষণের প্রধান শিকার।

গবেষণায় দেখা যায়, বায়ু দূষণের কারণে বেশির ভাগ *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

আরবদের বয়কটে মার্কিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ধস

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পশ্চিমা পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক সাড়া দিয়েছে মিশর, জর্ডান, কুয়েত ও মরক্কোর সাধারণ জনগণ। ফলে এসব দেশে ব্যবসা করা কেএফসি ও ম্যাকডোনাল্ডসের মতো বেশ কয়েকটি পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানের বিক্রিতে ধস নেমেছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বড় পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলো এখন আপাতত মিশর ও জর্ডানে বয়কটের বড় প্রভাব টের পাচ্ছে। ধীরে ধীরে বয়কটের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে কুয়েত এবং মরক্কোতেও। তবে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও তুরস্কে তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে মিশরে ম্যাকডোনাল্ডসের করপোরেট অফিসের এক কর্মকর্তা বলেছেন, গত বছরের তুলনায় এ বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে তাদের বিক্রির পরিমাণ ৭০ শতাংশ কমেছে। এখন নিজেদের খরচ মেটাতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে।

রয়টার্সের একজন প্রতিনিধি মিশরের রাজধানী কায়রোর ম্যাকডোনাল্ডসে গিয়ে দেখতে পান, একজন কর্মী ক্রেতাশূন্য রেস্টুরেন্টটি পরিষ্কার করছেন। ম্যাকডোনাল্ডস ছাড়াও কায়রোর অন্যান্য পশ্চিমা ফাস্টফুড চেইনের শাখাগুলোও এখন খালি পড়ে থাকছে বলে জানান এই প্রতিনিধি।

কুয়েতে গত মঙ্গলবার (২১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় স্টারবাকস, ম্যাকডোনাল্ডস ও কেএফসির সাতটি শাখায় গিয়েছিলেন রয়টার্সের আরেকজন প্রতিনিধি। তিনি সব শাখাই প্রায় খালি পেয়েছেন। মরক্কোর রাজধানী রাবাতে অবস্থিত স্টারবাকসের এক কর্মী রয়টার্সকে জানিয়েছেন, এ সপ্তাহে তাদের কাস্টমারের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে গেছে। জর্ডানের রাজধানী আম্মানের একটি বড় সুপারশপের ক্যাশিয়ার আহমাদ আল-জারো বলেছেন, কেউ এখন পশ্চিমা পণ্য কিনছেন না। এগুলোর বদলে সবাই স্থানীয় পণ্য কিনছেন।

যেসব ব্র্যান্ডের পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়েছে, সেগুলো মূলত ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি ব্র্যান্ডের সঙ্গে ইসরায়েলের অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ফিলিস্তিনিদের পক্ষে পোস্ট দেওয়ায় নিজেদের ইউনিয়ন কর্মীদের শোকজ করেছিল স্টারবাকস। অন্যদিকে, ইসরায়েলি সেনাদের বিনামূল্যে খাবার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল ম্যাকডোনাল্ডসের ইসরায়েলি শাখা।

তবে বিক্রি কমে যাওয়ায় ম্যাকডোনাল্ডস ও স্টারবাকস আলাদা বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের অবস্থান নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। ইসরায়েলি সরকার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই।

এদিকে পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে এই বয়কট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে আরব বিশ্বের বাইরেও। মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়ায় ম্যাকডোনাল্ডসের বিক্রি ২০ শতাংশ কমেছে বলে জানা গেছে। এমন পরিস্থিতিতে মালয়েশিয়ার ম্যাকডোনাল্ডস বলেছে, তারা ফিলিস্তিনিদের জন্য সাহায্য পাঠাবে। তবে এ তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে পারেনি রয়টার্স।

আমেরিকার পথে দারিয়েন গ্যাপে স্বর্গরাজ্য গড়েছে ধর্ষকেরা, শিকার অভিবাসন প্রত্যাশীরা

পরিচয় ডেস্ক: উন্নত জীবনের আশায় স্বপ্নের দেশ আমেরিকা পৌঁছাতে অনেকেই অবৈধ পথে দারিয়েন গ্যাপ পাড়ি দেন। ভয়ংকর এবং বিপদসংকুল এই পথ পাড়ি দিয়েই দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকে আমেরিকার পার্শ্ববর্তী দেশ মেক্সিকো পৌঁছায় অভিবাসনপ্রত্যাশীরা। মূলত কলম্বিয়া ও পানামার মধ্যবর্তী প্রায় ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জলাবদ্ধ জঙ্গলের একটি অঞ্চলকে দারিয়েন গ্যাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

গত বুধবার (২২ নভেম্বর) দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দারিয়েন গ্যাপে ওত পেতে থাকা ধর্ষক ও অপহরণকারীদের কর্মকাণ্ড অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেড়ে গেছে। 'ডক্টরস উইদাউট বর্ডার'-এর শাখা মেডেসিনস স্যানস ফ্রন্টিয়েরস (এমএসএফ) জানিয়েছে, দারিয়েন গ্যাপে ধর্ষকদের হাত থেকে উদ্ধার করা মানুষের সংখ্যা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও সামলাতেন প্রয়াত সাবেক মার্কিন ফার্স্ট লেডি রোজালিন কার্টার

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের স্ত্রী রোজালিন কার্টার ৯৬ বছর বয়সে মারা গেছেন। গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বিভিন্ন দেশে মানবিক নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

দ্য কার্টার সেন্টারের বরাতে ভয়েস অব আমেরিকা জানিয়েছে, বহুদিন ধরেই তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছিল রোজালিনের। তিনি ডিমেনশিয়াতে ভুগছিলেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, জিমি কার্টারের সঙ্গে রোজালিনের বিবাহিত জীবন ৭৭ বছরের বেশি দীর্ঘ। ফার্স্ট লেডি থাকা অবস্থায় তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকগুলোতে বসতেন। বিতর্কিত বিভিন্ন বিষয়েও তিনি মতামত দিতেন। আর প্রেসিডেন্ট বিদেশ সফরে গেলে হোয়াইট হাউসে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতেন।

জিমি কার্টার প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় তাঁর সহযোগিদের বলেছিলেনড্রোজালিন তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং সম্ভবত তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রাখা মানুষ। জিমি কার্টার রোজালিনের ওপর এতটাই আস্থা রাখতেন যেড়১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি রোজালিনকে দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন স্বৈরাচারী নেতাদের হুমকি দিয়ে আসার জন্য। সে সময় তিনি এই নেতাদের বলে দিয়েছিলেন, মানবাধিকার ভঙ্গ করলে সাহায্য বন্ধ করে দেবে কার্টার প্রশাসন। প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষে ওয়াশিংটন ছাড়ার পর জিমি এবং রোজালিন মিলে আটলান্টায় দ্য কার্টার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের মানবিক কাজ অব্যাহত রাখেন। মানসিক রোগী এবং গৃহহীনদের নিয়েও কাজ করেছেন রোজালিন।

বিশ্বের ফ্রিল্যান্সারের ১৪ শতাংশই বাংলাদেশে, সুযোগ হাজারের বেশি বিষয়ে

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের ১৫৭ কোটি মানুষ ফ্রিল্যান্সিং করেন। তাঁদের মধ্যে ৭০ শতাংশের বয়স ৩৫ বছর বা তার নিচে। বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশের পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সদের নীরব বিপ্লব হয়েছে। শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত এলাকার তরুণ-তরুণীরা ফ্রিল্যান্সিং করে মাসে কয়েক হাজার ডলার উপার্জন করছেন। বর্তমানে বিশ্বের মোট ফ্রিল্যান্সারের মধ্যে ১৪ শতাংশই বাংলাদেশে। তাঁরা দেশে বসে অনলাইনে বিভিন্ন কাজ করেন।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড রিপোর্ট ২০২৩' শীর্ষক প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। এই প্রতিবেদনের 'বিশ্ববাণিজ্যের নতুন আকার' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক নানা সংকটের মধ্যেও ব্যবসা-বাণিজ্যকে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার চেষ্টা চলছে। তার জন্য ডিজিটাল মাধ্যমই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়েই বাংলাদেশের ডিজিটাল সেবা খাতের উত্থানের বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য-উপাত্ত দেওয়া হয়েছে।

ফ্রিল্যান্সিংয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতি : ফ্রিল্যান্সিংয়ের বাংলা 'মুক্ত পেশাজীবী'। এ পেশায় নয়টা-পাঁচটা চাকরির বাধ্যবাধকতা নেই। অফিস, বাসা বা যেকোনো স্থানে বসেই কাজ করতে পারেন ফিল্যান্সাররা। এ জন্য লাগবে নিজের দক্ষতা, বিদ্যুৎ আর গতিশীল ইন্টারনেট-সংযোগ।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠান স্থানীয় কর্মীর মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কিছু কাজ করালে তাতে খরচ বেশি হয়। আবার অনেক সময় চাহিদামতো কর্মীও পাওয়া যায় না। তারা তখন বাইরে থেকে (আউটসোর্সিং) নির্দিষ্ট কাজটি করিয়ে নেন। এতে ওই প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির যেমন অর্থ সাশ্রয় হয়, তেমনি যেকোনো স্থান থেকে কাজটি করে ওই ব্যক্তিও আয় করেন।

বেশির ভাগ কাজ মেলে নির্দিষ্ট কিছু ওয়েবসাইটে। তথ্যপ্রযুক্তির ভাষায় এগুলো 'অনলাইন মার্কেটপ্লেস' (অনলাইন কাজের বাজার)। দেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ও সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগে ফ্রিল্যান্সিংয়ের প্রতি তরুণদের আগ্রহ বাড়ছে। দেশে কত ফ্রিল্যান্সার আছেন, তার সঠিক কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। ডব্লিউটিওর প্রতিবেদনেও এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য নেই। তবে বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান তানজিবা রহমান জানালেন, বাংলাদেশ থেকে ১৫৩টি মার্কেটপ্লেসে কাজ করা হয়। সেগুলো হিসাব করলে ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ।

উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে সহায়তা প্রদানকারী যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান এক্সপ্লোডিং টপিকসের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের ১৫৭ কোটি মানুষ ফ্রিল্যান্সিংয়ের সঙ্গে জড়িত। আর তাঁদের মধ্যে ৭০ শতাংশের বয়স ৩৫ বছর বা তার কম।

এক্সপ্লোডিং টপিকসের তথ্য জানাচ্ছে, ওয়েব ডিজাইনে ফ্রিল্যান্সিংয়ের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। প্রতি ঘণ্টায় তারা গড়ে ২১ মার্কিন ডলার আয় করেন। যদিও পেওনার ফ্রিল্যান্স ইনকাম সার্ভে রিপোর্ট ২০২৩ অনুযায়ী, এখন প্রতি ঘণ্টায় ফ্রিল্যান্সাররা গড়ে ২৮ ডলার আয় করছেন।

তানজিবা রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'আমাদের অধিকাংশ ফ্রিল্যান্সার খুবই কম মজুরির কাজ করছেন। আমাদের এখন বেশি মজুরির কাজের দিকে যেতে হবে। সে জন্য যিনি যে বিষয়ে পড়াশোনা করবেন, তিনি সে বিষয়েই ফ্রিল্যান্সিং করবেন। বাংলাদেশ থেকে আমরা মাত্র ১১টি বিষয়ে ফ্রিল্যান্সিং করি। অথচ ১ হাজার ২৩টি বিষয়ে ফ্রিল্যান্সিং করার সুযোগ রয়েছে।'

ঘরে বসে প্রতিদিন আধা ঘণ্টা করে অনলাইনে প্রযুক্তি শিখেই ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য নিজেকে যোগ্য *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*
করে গড়ে তোলা সম্ভব বলে মন্তব্য
করেন তিনি।

ডিজিটাল সেবা রপ্তানি : ডব্লিউটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিজিটাল সেবা খাতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এখনো পরিমাণে কম হলেও ডিজিটাল সেবা রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি বেশ। ২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানিতে গড়ে ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তার বিপরীতে ডিজিটাল সেবা রপ্তানিতে গড় প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশ। ই-কমার্স ব্যবসায় প্রতিবছর গড়ে ১৮ শতাংশের মতো বড় হচ্ছে। ২০২১ সালেই ১ কোটি ১০ লাখ মানুষ দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিলেন। প্রত্যন্ত এলাকায় ৮ হাজার ২৮০টি ডিজিটাল *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচন নিয়ে রাশিয়ার অভিযোগ, বিএনপির অস্বীকার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে বলে দাবি রাশিয়ার। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূত সরকারবিরোধী সমাবেশ আয়োজনের বিষয়ে বিরোধী এক নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। এ বিষয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের বক্তব্য জানা যায়নি। তবে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মাহবুব উদ্দিন খোকন এ ধরনের বৈঠকের সত্যতা অস্বীকার করেছেন।

গত বুধবার (২২ নভেম্বর) রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা এক ব্রিফিংয়ে বলেন, বিদেশি কারো সহায়তা ছাড়াই বাংলাদেশের 'বৈধ নির্বাচনের' সক্ষমতা আছে বলে মনে করে রাশিয়া। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র, যা ভিয়েনা কনভেনশনের বিরোধী।

রাশিয়ায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ''আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ছদ্মাবরণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের প্রচেষ্টার বিষয় আমরা অব্যাহতভাবে তুলে ধরে আসছি। আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে, বিদেশি শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহায়তা ছাড়াই সংবিধানের বিধানমতো ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি সংসদ নির্বাচন স্বাধীনভাবে আয়োজনের সক্ষমতা বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের আছে।''

মারিয়া জাখারোভার দাবি, ''অক্টোবরের শেষে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সরকারবিরোধী বিক্ষোভের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিরোধীদলীয় এক সদস্যের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।''

তিনি পিটার হাসের এই তৎপরতাকে ভিয়েনা কনভেনশন না মেনে সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে চরম হস্তক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেন। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভার এই বক্তব্য মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ তুলে ধরা হয়। বুধবার (২২ নভেম্বর) ঢাকায় রাশিয়ার দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজেও তার বক্তব্য পোস্ট করা হয়।

পিটার হাসের ওই কথিত বৈঠকের ব্যাপারে জানতে চাইলে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, ''পিটার হাসের সঙ্গে আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা অন্য দলের নেতাদের সঙ্গে প্রকাশ্যেই একাধিক বৈঠক হয়েছে। ডোনাল্ড লু সংলাপের জন্য বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিকে চিঠি দিয়েছেন। এগুলো সবার জানা। রুশ পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র যে বৈঠকের কথা বলছেন এ ধরনের কোনো বৈঠক আমাদের কোনো নেতার সঙ্গে পিটার হাসের হয়নি। এ ধরনের কোনো বৈঠকের অস্তিত্ব নেই, প্রশ্নই ওঠে না।''

তার কথা, ''সমাবেশ নিয়ে পিটার হাসের সঙ্গে আমাদের বৈঠক করতে হবে কেন? তিনি কি বিএনপির জনসভায় লোক এনে দেবেন? বিএনপি জনগণকে নিয়ে কাজ করে। জনগণের শক্তিতে কাজ করে।''

রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের দাবি সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন বলেন, ''ওটা ওনাকেই জিজ্ঞেস করেন। ওগুলো যারা বলেছে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন। আমাদের জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই।''

বিষয়টি সম্পর্কে জানতে ঢাকায় মার্কিন দূতবাসের মুখপাত্র স্টিফেন ইবেলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তবে তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি। এক ক্ষুদে বার্তায় তিনি বলেন, কোনো প্রতিক্রিয়া থাকলে পরে জানানো হবে।

তবে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) এম শহীদুল হক বলেন, ''রাশিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের কথা কতটুকু অথেনটিক তা তিনি এবং পিটার হাস বলতে পারবেন। পিটার হাস অনেক রাজনৈকি নেতার সঙ্গে দেখা করেছেন, কথা বলেছেন। কিন্তু যে বৈঠকের কথা বলা হচ্ছে, সেটা হয়েছে কিনা? হয়তো হয়েছে বা হয়নি। হয়ে থাকলে বৈঠকের বিষয় কী ছিল? এসব পিটার হাসই বলতে পারবেন। তিনি কথা না বলা পর্যন্ত কোনো কিছুই স্পষ্ট হবে না।''

তবে তিনি বলেন, ''বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে, নির্বাচন নিয়ে অনেক দেশই কথা বলছে। সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলছে। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমারা একদিকে, আর চীন, ভারত ও রাশিয়া আরেকদিকে। আমাদের স্বার্থ আমাদের *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

পিটার হাস ঢাকায় সরকারবিরোধী সমাবেশের পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করেছেন দাবী রাশিয়ার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস অক্টোবরের শেষের দিকে সরকারবিরোধী সমাবেশ আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে বিরোধী দলের একজন সদস্যের সাথে দেখা করেন বলে দাবি করেছেন রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা। এই ধরনের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্থূল হস্তক্ষেপের চেয়ে কম কিছু নয় বলেও মনে করেন তিনি।

মস্কোতে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের এক্স ও ফেসবুক অ্যাকাউন্টে জাখারোভার *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

পিটার হাসকে হত্যার হুমকি, আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে করা মামলা খারিজ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতা ফরিদুল আলমের বিরুদ্ধে করা মামলাটি খারিজ করে দিয়েছেন আদালত।বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা শাকিলা সুমু চৌধুরীর আদালতে এই মামলা দায়ের করেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি এম এ হাশেম রাজু। পরে ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা শাকিলা সুমু চৌধুরী বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে মামলা খারিজের আদেশ দেন।

ফরিদুল আলম কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এবং হোয়ানক ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান।

গত ১৩ নভেম্বর একই আদালতে পিটার হাসকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর চাম্বল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মুজিবুল হক চৌধুরীসহ সাত *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বিশ্ব বাঁচাতে যুদ্ধকে না বলুন - বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মানব জাতি ও মানবতা রক্ষায় সব ধরনের যুদ্ধ ও সংঘাতকে বিশ্বের দৃঢ়ভাবে না বলতে হবে। তিনি বলেন, "আজকের বিশ্বায়নের পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন ও মানবতাকে বাঁচাতে সকল যুদ্ধ ও সংঘাতকে দৃঢ়ভাবে 'না' বলা অবশ্যই সহজ হবে।"

প্রধানমন্ত্রী বুধবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গণভবন থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'জি২০ লিডারস সামিট ২০২৩'-এ বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ' আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুরক্ষিত ও সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে সকলকে অনুপ্রাণিত করবে। তিনি বলেন, ইউরোপের বর্তমান যুদ্ধজনিত নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার ফলে বিশ্বব্যাপী মানবিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে 'আমরা ফিলিস্তিনে ১০ হাজারের বেশি নিরপরাধ-নিষ্পাপ শিশুসহ হাজার হাজার নারী-পুরুষকে নির্মম হত্যা ও মর্মান্তিকভাবে গণহত্যা করতে দেখছি।'

শেখ হাসিনা আরও বলেন, এসব জঘন্য হত্যাযজ্ঞ গোটা বিশ্বকে হতবাক করেছে এবং বিশ্বব্যাপী দুর্দশাকে আরও তীব্র এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে মন্থর করেছে।

তিনি বলেন, 'আমি আজকের শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত সকল সম্মানিত বিশ্বনেতার প্রতি গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির এক সুরে আওয়াজ তুলতে এবং এ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অবিলম্বে নির্বিঘ্নে মানবিক ত্রাণ পাঠাতে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সৎ প্রতিবেশী-সুলভ সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও বিশ্বব্যাপী এর প্রসার একটি ভালো সূচনা হতে পারে।' এ লক্ষ্যে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী ভারতের চমৎকার সম্পর্কের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা 'প্রতিবেশী কূটনীতির রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

তিনি বলেন, 'প্রতিবেশীরা অবশ্যই বন্ধুত্বপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। আমরা আমাদের সমুদ্রসীমা ও স্থলসীমানা মীমাংসার মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছি। বাংলাদেশ একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বিশ্বের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি আনন্দিত যে গত এক বছরের জি২০ প্ল্যাটফর্মে আমাদের আন্তরিক আলোচনা, বিশেষ করে নেতৃবৃন্দের এ শীর্ষ সম্মেলন আমাদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও দায়িত্ববোধের সঞ্চার করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের বিশ্ব-পরিবারের সবার সুস্থতা নিশ্চিত করা সবার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বলেন, 'সেই চেতনায় আমি বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে ১ মিলিয়নেরও বেশি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিককে (রোহিঙ্গা) প্রত্যাবাসনে আপনাদের আন্তরিক সমর্থন চাই।'

তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ফলপ্রসূ হবে এবং এটি বাস্তব পদক্ষেপে রূপান্তরিত হবে। শেখ হাসিনা জি২০ প্রেসিডেন্সির সফল পরিচালনার জন্য নরেন্দ্র মোদি ও ভারতকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

গত সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফলকে এগিয়ে নিতে আজকের শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জি২০ নয়াদিল্লি নেতাদের ঘোষণা গ্লোবাল সাউথের প্রকৃত উদ্বেগ ও সমস্যাকে প্রতিফলিত করে।

তিনি বলেন, 'আমি আনন্দিত যে নেতারা নয়াদিল্লিতে নিম্ন ও মধ্যম-আয়ের দেশগুলোকে বিশেষ করে যেগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, প্রযুক্তি রূপান্তর, ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো ও নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত, উন্নয়নের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংকগুলোকে শক্তিশালী করতে সম্মত হয়েছেন, একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য এটি অপরিহার্য।'

শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও নারীর ক্ষমতায়নে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি 'স্মার্ট বাংলাদেশে' রূপান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন, যা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'-এর অনুরণন।

তিনি আরও বলেন, প্রায় ১৫ বছর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য ২০০৬ সালে ২৫.১ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ৫.৬ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে মাথাপিছু আয় পাঁচগুণ বেড়েছে।' সূত্র: বাসস

সহযোগিতা আরো গভীর করার ওপর জোর দিয়েছে বাংলাদেশ-ভারত

পরিচয় ডেস্ক: নয়া দিল্লিতে গত শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ভারত ফরেন অফিস কনসাল্টেশন (এফওসি)। সেখানে বৃহত্তর সমৃদ্ধির জন্য সহযোগিতা আরো গভীর করার ওপর জোর দিয়েছে দুই দেশ। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর জোর দিয়েছেন। এফওসি পরবর্তী সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কোয়াত্রা আজ বিকেলে নয়াদিল্লির ঐতিহাসিক হায়দ্রাবাদ হাউসে অনুষ্ঠিত ফরেন অফিস কনসালটেশনে (এফওসি) নিজ নিজ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, এফওসি বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয় পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে বিস্তৃত আলোচনার জন্য মূল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে এবং দুই জনগণের বৃহত্তর সুবিধার জন্য পারস্পরিক স্বার্থের নতুন উপায়গুলি অন্বেষণ করে।

এফওসিতে ভারতের প্রেসিডেন্সির অধীনে জি২০তে একমাত্র দক্ষিণ এশিয়ার নেতা হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে 'জি২০ লিডারস সামিটে' যোগদানের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব।

উভয় পররাষ্ট্র সচিব বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং ২০২৩ সালের অগ্রগতির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সংযোগ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি দুই প্রধানমন্ত্রীর কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধনের কথা উল্লেখ করে তারা বলেন, এই ধরণের সহযোগিতা শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বাস্তব ফলাফল প্রতিফলিত করে।

দুই পররাষ্ট্র সচিব উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, আঞ্চলিক সংযোগ, আঞ্চলিক প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত গ্লোবাল সাউথ এবং জি-২০ এর ভার্চুয়াল বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণের প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরো জোরদার করতে নেতৃত্বের অঙ্গীকারের আশ্বাস দেন। তিনি এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন। ফরেন অফিস কনসালটেশনের আগামী রাউন্ড ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

পাওয়ার গ্রিড সংযোগ, নিরাপত্তা ও পানি সংক্রান্ত সমস্যা, কনস্যুলার ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদারের ওপর জোর দেন। তারা গ্রাজুয়েশন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার বিষয়েও আলোচনা করেন। সীমান্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেছে উভয় পক্ষ।

পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেন। যার মধ্যে রয়েছে, তিস্তা চুক্তি এবং অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তির প্রাথমিক সমাপ্তি, বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যে বাণিজ্য বাধা দূর করা ও দুই দেশের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব জনগণের মধ্যে যোগাযোগ আরো গভীর ও প্রসারিত করতে ভারতকে অনুরোধ জানান। তিনি রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে ভারতের সহায়তাও চেয়েছেন।

ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কোয়াত্রা বাংলাদেশকে বিশ্বস্ত প্রতিবেশী হিসেবে অভিহিত করেন। দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের

আমেরিকা বাস্তববাদী, অতীতের মতো এবারও সমর্থন দিবে-সিলেটে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন বলেছেন, 'আমেরিকা খুব বাস্তববাদী দেশ। ১৯৭১ সালে আমেরিকা আমাদের সঙ্গে ছিল না। কিন্তু বিজয় অর্জনের পর জাতিসংঘের সদস্য পদের জন্য আমেরিকা আমাদের সমর্থন দিয়েছে। অতীতের মতো সরকার গঠনের পর এবারও তারা বাংলাদেশকে সমর্থন দিবে, আমরা সেই আশাই করছি।'

গত শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সিলেটে হযরত শাহজালাল (র.) মাজারে জুমার নামাজ আদায় শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

বিদেশিরা ভালো উপদেশ দিলে গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'তারা যদি আমাদের ওপর খড়্গ হয়ে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনে সহিংস ঘটনা মূল্যায়নে বাংলাদেশে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ দল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সহিংস ঘটনা মূল্যায়নে পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা বাংলাদেশে ছয় থেকে আট সপ্তাহ অবস্থান করবেন বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর বিষয়টি উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের দুই গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ে চিঠি পাঠিয়েছে।

ঠিতে জানানো হয়, বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে চারজন বিশেষজ্ঞ এবং একজন সমন্বয়কারী পাঠানো হবে। তারা বাংলাদেশে ছয় থেকে আট সপ্তাহ কাজ করবেন। তারা নির্বাচনের সপ্তাহ দুয়েক আগে ঢাকা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছল বাংলাদেশের বিদেশী ঋণ

হাছান আদনান : ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি) ডলারে পৌঁছেছে বাংলাদেশের বিদেশী ঋণ। এর মধ্যে সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদেশী ঋণের পরিমাণ ৭৯ বিলিয়ন ডলার। বাকি ২১ বিলিয়ন ডলার বিদেশী ঋণ নিয়েছে দেশের বেসরকারি খাত। বিদেশী বিভিন্ন উৎস থেকে নেয়া ঋণের প্রায় ৮৪ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদি। বাকি ১৬ শতাংশ বা ১৬ বিলিয়ন ডলারের ঋণ স্বল্পমেয়াদি। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হালনাগাদকৃত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদেশী ঋণের পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশের মোট বিদেশী ঋণের প্রায় ৭০ শতাংশই নেয়া হয়েছে গত ১০ বছরে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষেও বিদেশী উৎস থেকে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মোট ঋণ স্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৩৪ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার ছিল দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। বাকি ৬ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলার ঋণ ছিল স্বল্পমেয়াদি। ওই সময় বিদেশী ঋণ ছিল দেশের মোট জিডিপির ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ। এর পর থেকে বিদেশী ঋণ ক্রমাগত বেড়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে বিদেশী ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৪৫ দশমিক ৮১ বিলিয়ন ডলারে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে এ ঋণের স্থিতি ৫৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে বিদেশী ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৬২ দশমিক ৬৩ বিলিয়ন ডলারে। বিদেশী ঋণ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ২০১৮ সালের পর। ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে বিদেশী ঋণের স্থিতি ৬৮ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধি ১৯ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। ওই অর্থবছর শেষে বিদেশী ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৮১ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলারে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদেশী ঋণের প্রবৃদ্ধি হয় ১৬ দশমিক ৯ শতাংশ। অর্থবছর শেষে এ ঋণের স্থিতি ৯৫ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। এরপর আন্তর্জাতিক বাজারে

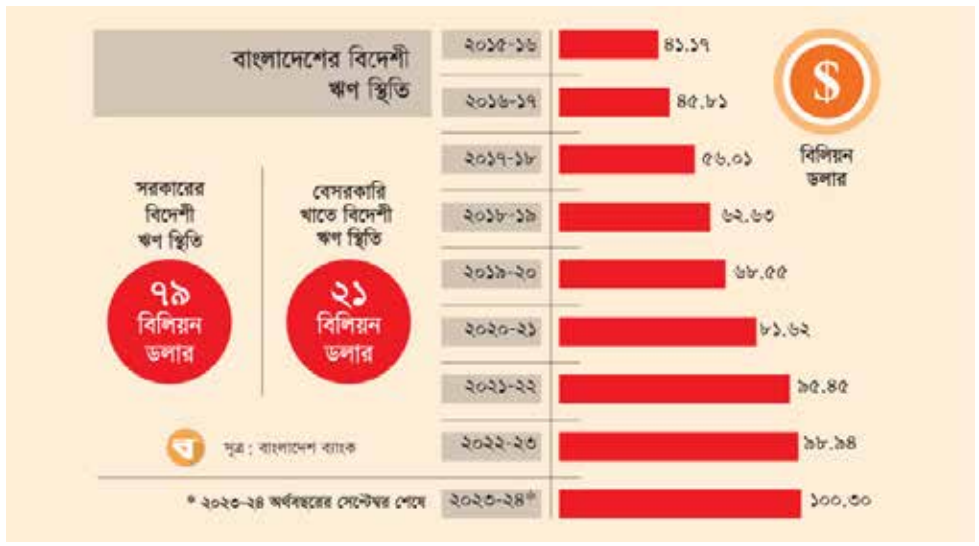

সুদহার বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ থেকে বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রত্যাহার করে নেয়। এতে বিদেশী ঋণপ্রবাহের প্রবৃদ্ধিও কমে যায়। ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে বিদেশী ঋণের স্থিতি ৯৮ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে তথা সেপ্টেম্বরে এসে বিদেশী ঋণের স্থিতি ১০০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে বিদেশী ঋণসংক্রান্ত প্রতিবেদন গভর্নরের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন এরই মধ্যে গভর্নরের দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। এখনো অনুমোদন না হওয়ায় ঋণের তথ্য প্রকাশ করা যাচ্ছে না। তবে সেপ্টেম্বরে বিদেশী ঋণ ১০০ বিলিয়ন ডলারের ঘর অতিক্রম করেছে। গত এক বছরে দেশের বেসরকারি খাতে কমলেও সরকারের বিদেশী ঋণ বেড়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবায়ন অনুযায়ী, দেশের সরকারি-বেসরকারি বিদেশী ঋণ স্থিতি মোট জিডিপির প্রায় ২২ শতাংশ। ঋণের এ অনুপাতকে অর্থনীতির জন্য মোটেই উদ্বেগজনক নয় বলে মনে করে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক বলেন, 'বিদেশী ঋণ ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালেও দেশের জিডিপির আকারের তুলনায় এটি খুব বেশি নয়। এখনো অনেক বিদেশী ঋণ নেয়ার সক্ষমতা আমাদের রয়েছে। বিশ্ববাজারে সুদহার বাড়ায় দেশের বেসরকারি খাতের স্বল্পমেয়াদি প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ কমে গেছে। এটি না হলে বিদেশী ঋণের স্থিতি অনেক আগেই ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেত।'

তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের এ বক্তব্যের সঙ্গে মোটেও একমত নন অর্থনীতিবিদ ড. আহসান এইচ মনসুর। বাংলাদেশের মতো দেশে বিদেশী ঋণ-জিডিপির অনুপাত হিসাব করাই অর্থহীন বলে মনে করেন তিনি। বণিক বার্তাকে এ অর্থনীতিবিদ বলেন, 'বাংলাদেশের কর-জিডিপির অনুপাত মাত্র ৮ শতাংশ। এর অর্থ হলো সরকার নিজস্ব আয় দিয়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম না। এজন্য এখানে জিডিপির সঙ্গে ঋণের অনুপাত হিসাব করে কোনো লাভ নেই। বাংলাদেশে ঋণের অনুপাত তুলনা করতে হবে সরকারের রাজস্ব আয়ের সঙ্গে। কোনো দেশের ঋণ-রাজস্ব অনুপাত ২০০-২৫০ শতাংশ পর্যন্ত মেনে নেয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশে ঋণ-রাজস্ব অনুপাত ৪০০ শতাংশের বেশি। সে হিসাবে সরকারের ঋণ বিপজ্জনক মাত্রা অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে।'

আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার নিট রিজার্ভ এখন ১৫ বিলিয়ন ডলারের ঘরে। বিপরীতে স্বল্পমেয়াদি বিদেশী ঋণ রিজার্ভের চেয়ে বেশি। এদিক থেকেও বিদেশী ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ঝুঁকিপূর্ণ। আগামী বছর থেকে বিদেশী ঋণের কিস্তি পরিশোধের চাপ বাড়তে থাকবে। ডলারের জোগান না বাড়লে পরিস্থিতি খুবই খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে।'

সরকারি বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের পাশাপাশি গত এক দশকে বিদ্যুৎ খাতেও বিপুল পরিমাণ বিদেশী ঋণ এসেছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ এসেছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য ১১ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলারের ঋণ দিয়েছে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

জনশক্তি রপ্তানিতে আরেকটি রেকর্ড বছরের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: চলতি ২০২৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ১০ লাখ ৯৯ হাজার বাংলাদেশী কর্মী প্রবাসে চাকরি নিয়ে গেছেন। গত বছরের রেকর্ডসংখ্যক ১১ লাখ ৩৫ হাজার কর্মী রপ্তানির ধারাবাহিকতা, এ বছরেও দেখা যাচ্ছে। শ্রম অভিবাসনে বড় এক মাইলফলক অর্জন করেছে বাংলাদেশ, এনিয়ে টানা দুই বছর ১০ লাখের ঘর ছাড়িয়েছে জনশক্তি রপ্তানি। চলতি ২০২৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ১০ লাখ ৯৯ হাজার বাংলাদেশী কর্মী প্রবাসে চাকরি নিয়ে গেছেন। গত বছরের রেকর্ডসংখ্যক ১১ লাখ ৩৫ হাজার কর্মী রপ্তানির ধারাবাহিকতা, এ বছরেও দেখা যাচ্ছে।

রিক্রুটিং এজন্সিগুলো বলছে, মহামারির কারণে দুই বছর বিদেশে যেতে না পারা অনেক শ্রমিকই ২০২২ ও ২০২৩ সালে গেছেন, এ সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলতে থাকায় তাদের চাকরির বাজারও উন্মুক্ত হয়। পাশাপাশি সব ধরনের সৌদি প্রতিষ্ঠানে অভিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য নির্ধারিত কোটা ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করার ঘটনাও ড অবদান রেখেছে রেকর্ড এই প্রবৃদ্ধিতে।

বাংলাদেশী শ্রমিকদের শীর্ষ গন্তব্য সৌদি আরব, এবছরের অক্টোবর পর্যন্ত মোট বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ৩৭ শতাংশই হয়েছে উপসাগরীয় এ দেশটিতে। তারপরেই রয়েছে মালয়েশিয়া, ওমান, সিঙ্গাপুর, কাতার, কুয়েত ও জর্ডান।

জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা) সভাপতি আবুল বাশার টিবিএস্থকে বলেন, ওমধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া বেশিভাগ শ্রমিক পরিচ্ছন্নতা কর্মী, নির্মাণকাজ ও অন্যান্য গৃহস্থালী কাজ পেয়েছেন, তাঁদের মাসিক বেতন ২৫ থেকে ০ হাজার টাকা। আবার, সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনেকে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি পেয়েছেন, যেখানে বেতন ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা। এ ছাড়া, কিছুসংখ্যক দক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিক বিভিন্ন দেশে প্লাম্বার এবং এসি ও ফ্রিজের ইলেক্ট্রিশিয়ান বা টেকনিশিয়ান হিসেবে গেছে, - যোগ করেন তিনি।

জনশক্তি রপ্তানির প্রতিফলন নেই রেমিট্যান্সে : জনশক্তি রপ্তানি খাত চমৎকার প্রবৃদ্ধির মুখ দেখলেও তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাড়েনি দেশে আসা প্রবাসী আয়ের প্রবাহ (রেমিট্যান্স)। গত দুই অর্থবছর ধরেই রেমিট্যান্সে স্থিতাবস্থা বিরাজ করছে। দুই অর্থবছরেই এটি রয়েছে ২২ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পর্যায়ে। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

জুলাই-অক্টোবরে বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ পরিশোধ বেড়েছে ৫২%, অর্থছাড় কমেছে ১৭.৪৭%

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সরকারেরর ইআরডির কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা ছাড়া অর্থছাড় কমার অন্যতম কারণ হলো বাজেট সহায়তা। এর আগের বছরে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা পেয়েছিল বাংলাদেশ সরকার। কিন্তু চলতি অর্থবছরে এখনও কোনো বাজেট সহায়তা আসেনি। যদিও সরকার এডিবি, বিশ্বব্যাংক, এআইআইবির কাছ থেকে বাজেট সহায়তা নেওয়ার প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু করেছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ে দেশের বৈদেশিক ঋণের অর্থছাড় ১.৯৭ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ১.৬ বিলিয়ন ডলার হয়েছে।

সরকারী সংস্থাগুলোর ব্যয় করার সীমিত সক্ষমতা এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলমান হরতাল-অবরোধ পরিস্থিতির কারণে অর্থছাড়ের পরিমাণ ১৭.৪৭ শতাংশ কমেছে। এতে করে দেশের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

অন্যদিকে, একই সময়ে দেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ৫২ শতাংশ বেড়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সর্বশেষ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এসব তথ্য।

ইআরডির কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা ছাড়া অর্থছাড় কমার অন্যতম কারণ হলো বাজেট সহায়তা। এর আগের বছরে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা পেয়েছিল সরকার, যার মধ্যে কিছু বাজেট সহায়তার অর্থছাড় হয়েছিল অর্থবছরের শুরুর দিকে। কারণ বাজেট সহায়তার অর্থচুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাড় হয়ে যায়। কিন্তু চলতি অর্থবছরে এখনও কোনো বাজেট সহায়তা আসেনি। যদিও সরকার এডিবি, বিশ্বব্যাংক, এআইআইবির কাছ থেকে বাজেট সহায়তা নেওয়ার প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু করেছে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তাদের মতে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল প্রকল্পের মতো উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের ঋণের মূল পরিশোধ শুরু হয় গ্রেস পিরিয়ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, যা এই বৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ।

অর্থনৈতিক জটিলতার পাশাপাশি সরকারের বাজার-ভিত্তিক ঋণ বেড়েছে; একই সঙ্গে বেড়েছে ফ্লোটিং ইন্টারেস্ট রেট। দুই বছর আগে, বাজার-ভিত্তিক ঋণে সিকিউরড ওভারনাইট ফাইন্যান্সিং *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

৫ প্রকল্পে বাংলাদেশের সাথে ১.১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থায়নের চুক্তি করেছে বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক:মানব উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের সহনশীলতা তৈরির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের সাথে ১. ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থায়নের পাঁচটি চুক্তি করেছে বিশ্বব্যাংক। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-র সিনিয়র সচিব শরীফা খান ও বিশ্বব্যাংকের পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুলায়ে সেক বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) এসব চুক্তিতে সই করেন। সই হওয়া এসব ঋণচুক্তির মোট অংকের মধ্যে ১ হাজার ২২ মিলিয়ন (১০২ কোটি ২০ লাখ) ডলার আইডিএর রেয়াতি ঋণ বাবদ দেবে বিশ্বব্যাংক। ঋণের বাকি অংশটা হচ্ছে তাদেরও রেগুলার স্কেল আপ উইন্ডো বা এসইউডব্লিউ, যা অরেয়াতি।

পাঁচ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ আইডিএর রেয়াতি ঋণের মেয়াদ হচ্ছে ৩০ বছর। এতে সুদের হার ১.২৫ এবং সার্ভিস চার্জ শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ। এসইউডব্লিউ এর ক্ষেত্রে সুদ হার- রেফারেন্স রেটের সাথে যোগ হবে ভ্যারিয়েবল স্প্রেড; কমিটমেন্ট চার্জ ও এন্ড ফি উভয়েই আরও শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ হারে।

বাংলাদেশ ও ভুটানের জন্য বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুলায়ে সেক বলেন, ওবাসযোগ্য একটি পৃথিবীতে দারিদ্র্যমুক্ত করার বিশ্বব্যাংকের রূপকল্পে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বাংলাদেশ। দেশটির স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বিশ্বব্যাংকের সাথে অর্থপূর্ণ অংশীদারত্ব গড়েছে, যার মাধ্যমে দারিদ্র মুক্ত হয়েছে লাখ লাখ বাংলাদেশী। এসব প্রকল্প *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে রেমিট্যান্স নিয়ে ‘হ-য-ব-র-ল’

পরিচয় ডেস্ক: সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাফেদা-এবিবির বেঁধে দেওয়া বিনিময় হারের তুলনায় যেসব ব্যাংক বেশি টাকা দিচ্ছে সেসব ব্যাংক বেশি পরিমাণে রেমিট্যান্স পাচ্ছে। বাংলাদেশের কয়েকটি ব্যাংক ডলারপ্রতি সরকারি হারের চেয়ে অন্তত চার টাকা বেশি দিয়ে প্রবাসীদের কাছ থেকে রেমিট্যান্স আনার ক্ষেত্রে “অসাধারণ” প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে।

বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাফেডা) ও অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনানুষ্ঠানিক নির্দেশনা অনুযায়ী রেমিট্যান্স সংগ্রহের জন্য ডলারপ্রতি সর্বোচ্চ ১১৬ টাকা দেওয়ার শর্ত দিয়েছে।

তবে কয়েকটি ব্যাংক ডলারপ্রতি ১২০ থেকে ১২৫ টাকা দিয়ে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করছে।সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাফেদা-এবিবির বেঁধে দেওয়া বিনিময় হারের তুলনায় যেসব ব্যাংক বেশি টাকা দিচ্ছে সেসব ব্যাংক বেশি পরিমাণে রেমিট্যান্স পাচ্ছে।

গত ১ থেকে ১৭ নভেম্বরের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক সর্বোচ্চ ২০ কোটি ৬০ লাখ ডলার, পূবালী ব্যাংক ১২ কোটি ২০ লাখ ডলার, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ছয় কোটি ৬০ লাখ ডলার, ব্র্যাক ব্যাংক পাঁচ কোটি ২০ লাখ ডলার ও ইস্টার্ন ব্যাংক চার কোটি ৮০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এনেছে। পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী রেমিট্যান্স সংগ্রহে কোনো অনিয়মের কথা অস্বীকার করেছেন।

ব্যাংকটির নিয়মিত গ্রাহকদের “উপহার” দেওয়ায় রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবৃদ্ধি এসেছে জানিয়ে তিনি বলেন, “তারপরও ডলারের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকেই গেছে।”

এ সময় রেমিট্যান্স হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যে জনতা ব্যাংক পেয়েছে দুই কোটি ৯০ লাখ ২০ হাজার ডলার, সোনালী ব্যাংক পেয়েছে এক কোটি ৯৮ লাখ ৫০ হাজার ডলার, অগ্রণী ব্যাংক দুই কোটি ৬২ লাখ ৭০ হাজার ডলার ও রূপালী ব্যাংক পেয়েছে ৩৩ লাখ ৪০ হাজার ডলার।

জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী আব্দুল জব্বার বলেন, “যেসব ব্যাংক ডলারপ্রতি জন্য বেশি টাকা দিচ্ছে, সেসব ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। কিন্তু বাফেদা-এবিবির বেঁধে দেওয়া হার মেনে চলায় আমরা তা করতে পারছি না,” যোগ করেন তিনি।

চলতি মাসের প্রথম ১৭ দিনে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক রেমিট্যান্স পেয়েছে দুই কোটি নয় লাখ ৮০ হাজার ডলার, সিটি ব্যাংক পেয়েছে দুই কোটি ৫১ লাখ ৩০ হাজার ডলার ও প্রাইম ব্যাংক পেয়েছে ৩০ লাখ ৬০ হাজার ডলার।

তবে এই তিন ব্যাংকের কর্মকর্তারা ডেইলি স্টারকে জানিয়েছেন, আগের মাসগুলোর তুলনায় এ মাসে রেমিট্যান্স সংগ্রহ অনেক কম।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, “ডলারের বাজারে এখন কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।” সংশ্লিষ্টরা বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে এমন হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দায়ী করেছেন। তাদের মতে, এমন পরিস্থিতি হুন্ডির ব্যবহার বাড়াতে সহায়তা করছে।

গত আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা ডলারের দাম নিয়ে কারচুপির অভিযোগে কয়েকটি ব্যাংক পরিদর্শন করে।

গত অক্টোবরে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশি দামে ডলার বিক্রির দায়ে ১০ ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধানকে জরিমানা করে।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই কঠোর উদ্যোগ ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স আসা কমিয়ে দিতে অবদান রেখেছে।

যেমন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করায় গত মাসে রেমিট্যান্স বেড়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, “ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণে বাফেদা-এবিবি মডেল বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে অস্থিরতা কমাতে ব্যর্থ হয়েছে।” তিনি মনে করেন, “আমাদের মুদ্রা বাজারের জন্য এই মুহূর্তে ভাসমান বিনিময় হার খুবই প্রয়োজন। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচিত একটি নিয়ন্ত্রিত ভাসমান বিনিময় হার চালু করা।”-মো. মেহেদী হাসান, ডেইলি স্টার

যুক্তরাজ্য, জার্মানিকে পেছনে ফেলে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৯ম বৃহত্তম বাজার হবে বাংলাদেশ-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: আগামি ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে নবম বৃহত্তম ভোক্তা বাজারে পরিণত হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, বিশ্বের অনেক প্রতিষ্ঠিত বাজারকে ছাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমানে কাজ করছে সরকার।

তিনি আরো বলেন, “যুক্তরাজ্য ও জার্মানির মতো প্রতিষ্ঠিত বাজার এবং বর্তমান উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশ ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডকে যেন বাংলাদেশ ছাড়িয়ে যেতে পারে, সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। আমাদের সেই প্রচেষ্টা রয়েছে।”

গত রোববার (১৯ নভেম্বর) ঢাকার হোটেল র‍্যাডিসন ব্লুতে ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ফিকি) ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন ও বিনিয়োগ মেলা ২০২৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, “আমাদের দেশে প্রায় ১৭ কোটি মানুষ রয়েছে। পাশাপাশি আমরা প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ জোরদার করেছি। আমরা মনে করি, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের নবম বৃহত্তম ভোক্তা বাজারে পরিণত হবে।” বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিশাল উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, সরকার তাদের (জনসংখ্যা) উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো বলেন, বাংলাদেশে ২০২৫ সালের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধনী মানুষের সংখ্যা হবে ৩ কোটি ৪০ লাখ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে মাথাপিছু আনুমানিক জিডিপি হবে ৫ হাজার ৮৮০ মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ সরকার এই অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ জোরদার করার পদক্ষেপ নিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, “কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ হতে পারে ৩০০ কোটি মানুষের আঞ্চলিক বাজারের কেন্দ্রবিন্দু।” এ সময় ফিকি প্রকাশিত “ক্যাটালাইজিং গ্রেটার এফডিআই ফর ভিশন ২০৪১” শীর্ষক একটি গবেষণা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী।-সুত্র ইউএনবি

স্মার্ট বাংলাদেশ: প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিকের আয় বাড়ানোতে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার

পরিচয় ডেস্ক: নাগরিকদের ‘স্মার্ট সিটিজেন’ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা উদ্যোক্তা সৃষ্টি কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। আর স্মার্ট কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে জাতীয় উদ্যোক্তা ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা।

স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনায় নাগরিকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক সংগতি বাড়াতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। এজন্য অর্থনীতি, সমাজ ও সরকার ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন “স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স”।

টাস্কফোর্সের প্রথম সভায় স্মার্ট বাংলাদেশের প্রধান চার স্তম্ভ- স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট সরকার গঠনের জন্য মোটা দাগে ২১টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রাগুলো প্রধানত দক্ষতা উন্নয়ন, ক্যাশলেস ও উদ্যোক্তামুখী অর্থনীতি, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থা এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই সমাজ গঠনকে কেন্দ্র করে।

টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন বলেন, “পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে অ্যাকশন প্লান তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে। ১৫ জন মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৫টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই এসব কমিটির সদস্য সচিব বা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি সভা করা হবে। যেখানে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া হবে। পাশাপাশি সকল মন্ত্রণালয়ের কাছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ে তাদের পকিল্পনা ও চাহিদা জানতে চাওয়া হয়েছে। বেসরকারি খাত থেকেও পরামর্শ চাওয়া

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

অ্যান্টি-মানিলন্ডারিং সূচকে বাংলাদেশের ৫ ধাপ উন্নতি

পরিচয় ডেস্ক: ব্যাসেল অ্যান্টি মানিলন্ডারিং (এএমএল) সূচকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ পাঁচ ধাপ উন্নতি করে ৪৬তম স্থানে উঠে এসেছে।

ব্যাসেল অ্যান্টি মানিলন্ডারিং অ্যান্ড কাউন্টার-টেররিজম ফাইন্যান্সিং (এএমএল/সিটিএফ) ইনডেক্স-২০২৩ রিপোর্টের ঝুঁকি মূল্যায়নে এই তথ্য উঠে এসেছে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০২২ সালে এ র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৪১তম।

এতে বলা হয়, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ পাঁচটি দেশকে পেছনে ফেলে র‍্যাংকিংয়ের ৪১তম অবস্থান থেকে ৪৬তম অবস্থানে জায়গা করে নিয়েছে। ওই সূচক অনুযায়ী, বর্তমানে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে রয়েছে হাইতি (১ম), চাদ (২য়), মিয়ানমার (৩য়), কঙ্গো (৪র্থ)। আর সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হলো আইসল্যান্ড (১৫২তম)।

এ তালিকায় চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য যথাক্রমে ২৭তম, ১১৯তম ও ১৪০তম অবস্থানে রয়েছে।

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক দ্য ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অভ গভর্নেন্স বিশ্বের ১৫২টি দেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি নিরূপণ করে গত ১৩ নভেম্বর এই সূচক প্রকাশ করে। ২০২২ সালের তথ্যের ওপর এটি তৈরি করা হয়েছে।

রিপোর্টে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সূচকে উন্নয়নের কারণ হিসেবে আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কাঠামোর মানোন্নয়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, আন্তঃসংস্থার কাজের সমন্বয়, আর্থিক খাতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের পর্যাপ্ত লোকবল ও অর্থের সংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

যুদ্ধবিরতি শেষে গাজায় আবার হামলা হবে ঘোষণা ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় চার দিনের যুদ্ধবিরতি শুরু হচ্ছে আজ শুক্রবার। সাময়িক এ বিরতি শেষে আবারও হামলা জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট। গতকাল বৃহস্পতিবার নৌবাহিনীর বিশেষ অভিযান ইউনিটের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার সময় তিনি বলেন, স্বল্প সময়ের বিরতি শেষ হলে আরও অন্তত দুই মাস হামাসের বিরুদ্ধে তীব্রতর লড়াই চালিয়ে যাবে ইসরায়েলের বাহিনী।ইয়োভ গ্যালান্ট বলেন, 'সামনের দিনগুলোয় আপনারা যেটা দেখবেনর্জিজম্মিদের মুক্তি। তবে এটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হবে।' সেনাদের উদ্দেশে ইয়োভ গ্যালান্ট বলেন, বিরতির সময় সংঘটিত হতে হবে। এ সময় প্রস্তুতি নিতে, তদন্ত করতে, আরও অস্ত্র সরবরাহ করতে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ইয়োভ গ্যালান্ট বলেন, 'এটা (যুদ্ধ) একটি চলমান প্রক্রিয়া। কারণ, আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে চাই। জিম্মিদের পরবর্তী দলগুলোর জন্য উদ্দীপনা

তৈরি করতে চাই। কেননা, শুধু চাপ প্রয়োগের জেরেই জিম্মিরা আমাদের মাঝে ফিরে আসবে।' আশা করা হচ্ছে, আরও অন্তত দুই মাস এ লড়াই চলতে পারেড়এমনটাই বলেন ইয়োভ গ্যালান্ট। ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার প্রায় দেড় মাস পর আজ ফিলিস্তিনের গাজায় সাময়িক যুদ্ধবিরতি কার্যকর হচ্ছে। যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতাকারী কাতার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। তারা বলেছে, চুক্তি অনুযায়ী জিম্মি ১৩ নাগরিককে আজ মুক্তি দেবে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী থাকা ৫০ ফিলিস্তিনিকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

এর আগে গত বুধবার (২২ নভেম্বর) ইসরায়েল সরকার ও হামাস যুদ্ধবিরতির চুক্তির বিষয়ে একমত হয়। সে অনুযায়ী, গতকাল থেকে গাজায় চার দিন ইসরায়েলি হামলা বন্ধ রাখার কথা ছিল। কিন্তু ইসরায়েল জানায়, শুক্রবারের আগে হামলা বন্ধ করবে না তারা। তাই এর আগে জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেয় হামাস।- দ্য গার্ডিয়ান

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধ, যা বলল জার্মানি

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচারে বেসামরিক হত্যা নিয়ে কথা বলেছে জার্মানি। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক জানিয়েছেন, গাজার বেসামরিক মানুষদের পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন। তবে একইসঙ্গে ইসরায়েলের প্রতি জার্মানির দায়বদ্ধতার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

৭ অক্টোবর ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামলা চালায় মুক্তিকামী ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। এতে ১৪০০ ইসরায়েলি নাগরিক প্রাণ হারায়। জবাবে গাজা উপত্যকায় নির্বিচারে হামলা শুরু করে ইসরায়েল। বিমান হামলা ও স্থল অভিযানে ১৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ২৫ হাজারেরও বেশি। তাদের বেশিরভাগই বেসামরিক।

জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ শক্তিগুলিকে একত্রে এই সংঘাতের মীমাংসা করতে হবে। আন্তর্জাতিক মীমাংসা সূত্র তৈরি না হলে ইসরায়েল-গাজা সংঘাত শেষ হবে না।'

বেয়ারবক বলেন, দ্বিরাষ্ট্র নীতি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। একমাত্র এই তত্ত্বই গাজায় স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে। তবে একইসঙ্গে বেয়ারবক মনে করেন, ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। যেভাবে হামাস ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছিল, তার প্রত্যুত্তর দেওয়ার অধিকার ইসরায়েলের আছে। এবং সে কারণেই দীর্ঘ যুদ্ধবিরতি সমর্থন *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে শিখ নেতাকে হত্যার চেষ্টা, ভারতকে নিয়ে প্রশ্ন

পরিচয় ডেস্ক: এক খালিস্তানি নেতাকে অ্যামেরিকায় হত্যা করার চেষ্টা বানচাল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানেও ভারতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ক্যানাডার পর এবার অ্যামেরিকা। ক্যানাডায়প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর অভিযোগ ছিল, খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরকে হত্যার সঙ্গে ভারত যুক্ত ছিল বলে তাদের কাছে তথ্যপ্রমাণ আছে।

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের ফিনান্সিয়াল টাইমস খবর প্রকাশ করে যে, অ্যামেরিকায় খালিস্তানপন্থি নেতা গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুনকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। মার্কিন কর্মকর্তারা তা হতে দেননি। এর সঙ্গেও ভারত জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

মার্কিন তদন্তকারীরা সিলবন্ধ খামে এই বিষয়ে রিপোর্ট দিয়েছেন। সেই রিপোর্ট জনসমক্ষে আনা হবে কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

হোয়াইট হাউসের বক্তব্য : হোইট হাউসের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র ওয়াটসন জানিয়েছেন,ুআমরা এই বিষয়টির উপর খুবই গুরুত্ব দিচ্ছি। মার্কিন সরকার ভারতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিষয়টি তুলেছিল। যখন বিষয়টি তোলা হয়, তখন ভারতীয় প্রতিনিধিরা আশ্চর্য হয়ে যান। তারা বারবার বলেন, ভারত কখনোই এই ধরনের নীতি নিয়ে

চলে না।

হোয়াইট হাউসের আশা,ুআগামী দিনে ভারত এই বিষয়ে আরো কথা বলবে এবং বিষয়টির তদন্ত করবে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য : এই বিষয়ে মিডিয়া ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচীর কাছে জানতে চেয়েছিল। অরিন্দম বাগচী জানিয়েছেন, ুভারত-মার্কিন সুরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনায় অ্যামেরিকার তরফ থেকে কিছু সংগঠিত অপরাধী, বন্দুকবাজ, জঙ্গি ও অন্যদের সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করা হয়। দুই দেশের কাছেই এই তথ্য চিন্তার বিষয়। দুই দেশই বিষয়টি নিয়ে ফলোআপ করবে বলে ঠিক হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আরো জানিয়েছেন, ুভারত এই তথ্যগুলিকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে, কারণ, তা আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাও ক্ষুণ্ন করছে। বিভিন্ন বিভাগ এই তথ্যগুলি খতিয়ে দেখছে।

কে এই পান্নুন?

পান্নুন হলেন অ্যামেরিকার মধ্য চল্লিশের এক শিখ নেতা। তিনিজাস্টিস ফর শিখ্স বলে একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা।

গত মাসে তিনি একটি *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

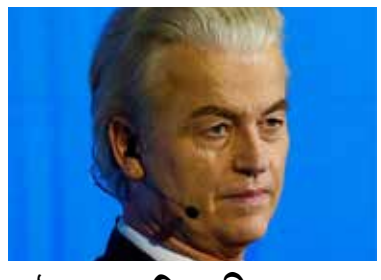

ইসলাম-বিরোধী নেতার জয়, নেদারল্যান্ডসে আতঙ্কে মুসলিমরা

পরিচয় ডেস্ক: নেদারল্যান্ডসের সাধারণ নির্বাচনে জয় পেয়েছেন ইসলাম-বিরোধী নেতা গার্ট উইল্ডার্স। গতকাল বুধবার (২২ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে উইল্ডার্সের রাজনৈতিক দল পার্টি ফর ফ্রিডম (পিভিভি) ৩৭ আসন পেয়ে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। তবে গার্ট উইল্ডার্সের এ জয় নেদারল্যান্ডসের মুসলিমদের মনে তৈরি করেছে আতঙ্ক। মুসলিম অধিকার সংস্থাড় কন্টাক্ট বডি ফর মুসলিম অ্যান্ড গভার্নমেন্টের নেতা মুহসিন কোকটাস বলেছেন, 'ডাচ মুসলিমদের জন্য এ নির্বাচনের ফলাফল উদ্বেগজনক। আমরা *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ইমরান খানের 'পরকীয়ার' চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানের কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রীও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) চেয়ারম্যান ইমরান খানকে নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন খাওয়ার মানেকা। ইমরান খানের বর্তমান স্ত্রী বুশরা বিবির সাবেক স্বামীর অভিযোগ করেছেন যে, পিটিআই চেয়ারম্যান তার সুখের সংসার তছনছ করে দিয়েছেন। গতকাল জিও নিউজের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

গত ২০ নভেম্বর সোমবার জিও নিউজের 'আজ শাহজেব খানজাদা' শোতে মানেকা বলেন, ''আমাদের সাংসারিক জীবন ২৮ বছর ধরে ছিল এবং এবং আমরা অনেক সুখী ছিলাম। ইমরান খান সেই সংসার পীর-মুরিদির ছদ্মবেশে তা নষ্ট করে দিয়েছেন।''

মানেকা জানান, ২০১৭ সালের নভেম্বরে বুশরা বিবির সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় তার। এরপর দেড় মাসের মধ্যে বুশরা বিবি *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

খরচ কমাতে বিছানার অর্ধেক ভাড়া দিতে চান টরন্টোর এক নারী

পরিচয় ডেস্ক: কানাডার টরন্টোয় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে বাসা ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে বহুগুণে। এই ব্যয় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন মানুষ। এ অবস্থায় একজন নারী সংসারে খরচ কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে আনতে তাঁর বিছানার অর্ধেক ভাড়া দেওয়ার (বেডমেট) প্রস্তাব দিয়েছেন। গত মাসে টরন্টো-ভিত্তিক রিয়েলটর আনিয়া ইটিঙ্গার ফেসবুকে এ সংক্রান্ত এক নারীর একটি পোস্ট সবার সামনে তুলে ধরেছেন। ফেসবুকের মার্কেটপ্লেসে দেওয়া ওই পোস্ট ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে।

ফেসবুক পোস্টে দেখা গেছে, ওই নারী তাঁর বিছানার অর্ধেক অংশ ভাড়া দিতে চান। এ জন্য প্রতি মাসে তিনি প্রায় ৭২ হাজার ৯৮৯ টাকা (৯০০ কানাডিয়ান ডলার) ভাড়া বাবদ নিতে চান। অবশ্য ওই পোস্ট এখন ফেসবুক থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। শেয়ারড বেডরুম ইন আ লেক-ফেসিং ডাউনটাউন *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

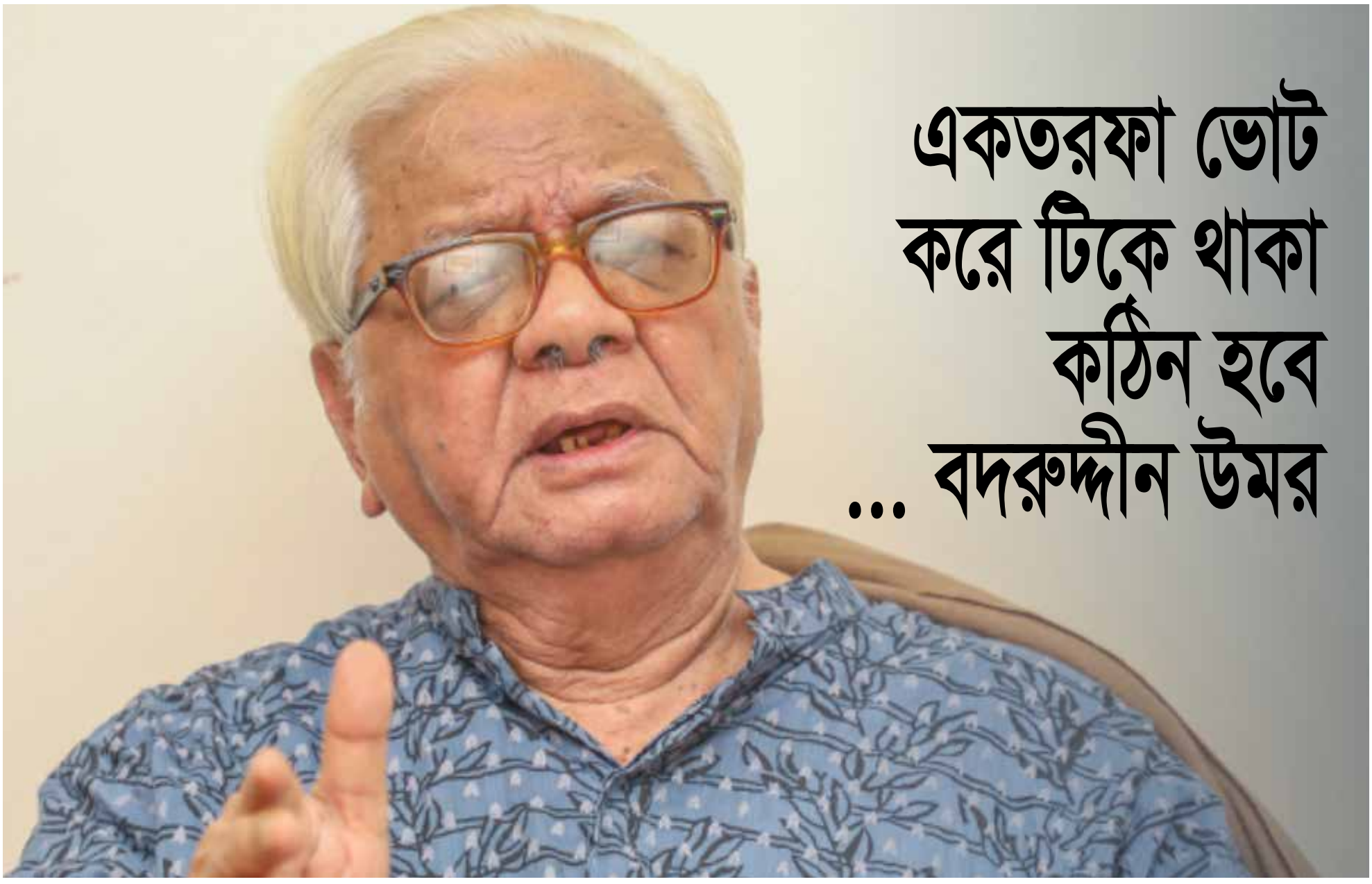

একতরফা ভোট করে টিকে থাকা কঠিন হবে ... বদরুদ্দীন উমর

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ, তাত্ত্বিক ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে বদরুদ্দীন উমরের অবস্থান সামনের সারিতে। পিতা আবুল হাশিম ছিলেন উপমহাদেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ নেতা। পারিবারিকভাবেই রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বহনকারী বদরুদ্দীন উমর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন ৫৩ বছর ধরে। দেশের রাজনীতি ও আসন্ন নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন বণিক বার্তার সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আনিকা মাহজাবিন

প্রশ্ন: দেশের রাজনীতির বর্তমান সংকট নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ বলুন।

বদরুদ্দীন উমর: দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব নাজুক। রাজনৈতিক কারণে তা আরো খারাপ হওয়ার পথে। এমন একটি পরিস্থিতিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। তফসিল যে এভাবে ঘোষণা করা হবে, তা সবারই জানা ছিল। এ নিয়ে বিরোধী দল যত কথাই বলুক না কেন, সবাই জানে নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করবে ক্ষমতাসীনদের চাওয়া অনুযায়ী। সেই সঙ্গে এটিও জানা যে বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা নির্বাচন করবেই।

এভাবে নির্বাচন করার কারণ হলো গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর আওয়ামী লীগ তার নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। এখন আওয়ামী লীগ মানেই সরকার আর সরকার মানে হলো রাষ্ট্র। আর আওয়ামী লীগ যেহেতু নিজেকে রাষ্ট্র মনে করে, সেজন্য সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। সে সবকিছুই অগ্রাহ্য করতে পারে; যেটা সে করে আসছে। আমলাদের বেতন বাড়িয়ে, পদোন্নতি দিয়ে, বাড়িঘর করার জন্য ঋণের ব্যবস্থা করাসহ নানা কৌশলে আমলাতন্ত্রকে সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করেছে।

পাশাপাশি বিরোধী দলের নেতাদের আটক করা হচ্ছে। অন্যদিকে বলা হচ্ছে কার সঙ্গে সংলাপ করব? সংলাপ করতে চাইলে তাদের গ্রেফতারের দরকার ছিল না। তারা সংলাপ চায় না। কারণ সংলাপ করার মানেই হলো তাদের গদি ছাড়তে হবে। একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো আগে যা হয়নি; সিপিবির মতো সংগঠন কোনোদিন এভাবে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করেনি। কিন্তু এবার তারা তা করছে।

বিএনপি নির্বাচনে আসুক সেটি আওয়ামী লীগ চায় না। একতরফা ভোটে জিতে যেতে চায় দলটি। তারা যেসব কাজ করছে সেগুলো দ্বারাই এটি প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন: নির্বাচন কেমন হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

বদরুদ্দীন উমর: ঘোষিত তফসিল অনুযায়ীই নির্বাচন হবে। এতে আওয়ামী লীগ জিতেও যাবে। সরকার গঠন করবে। তবে তার অর্থ এই নয় যে সরকার টিকে থাকতে পারবে। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিএনপিও নির্বাচন করেছিল। সরকারও গঠন করেছিল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সেই সরকারকে পদত্যাগ করে পুনরায় নির্বাচন দিতে হয়েছিল। আওয়ামী লীগও এবারে নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। এর পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নানা রকম দ্বন্দ্ব রয়েছে। দেশের অর্থনীতির অবস্থার আরো অবনতি হবে। কাজেই অর্থনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ কারণে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে।

এর সঙ্গে রয়েছে বিদেশীদের চাপ। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা হলো রফতানির প্রধান গন্তব্য। এদের ওপর বাংলাদেশের অর্থনীতি নির্ভর করছে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আছে। তারা এখন মোচড় দিলে এখানকার অর্থনীতির কী অবস্থা হবে? যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা নির্বাচন হয়ে গেলেই শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। যুক্তরাষ্ট্র একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চাচ্ছে। আর নির্বাচন হলেও তারা ক্ষমতাসীন সরকারকে ছেড়ে দেবে না। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যাস এমন না।

আবার নির্বাচন হয়ে গেলে বিএনপিও ছেড়ে দেবে না। তারা আন্দোলন চালাতে গেলে এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক পতনও ঘটবে। এ নির্বাচনের ছয় মাস, এক বছর বা দুই বছর পর আরেকটি নির্বাচন হতে পারে। এ সরকারকে যেতে হবে।

প্রশ্ন: বিদেশী পর্যবেক্ষকদের অংশগ্রহণ নির্বাচনে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করেন?

বদরুদ্দীন উমর: নির্বাচনে বিদেশী পর্যবেক্ষক যতই আসুক; তারা কেউ কিছু করতে পারবে না। পর্যবেক্ষক থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন সরকার আগে যেভাবে নির্বাচন করেছে এবারো সেভাবেই করবে। ২০১৮ ও ২০১৪ সালেও এখানে অনেক পর্যবেক্ষক ছিল। তাদের উপস্থিতিতেই সবকিছু হয়েছে। এখন যদি হাজার খানেক পর্যবেক্ষক আসে, তাও তা আগের মতোই হবে। পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনে কোনো হেরফের ঘটাতে পারবে না।

প্রশ্ন: বিএনপির রাজনীতি নিয়ে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই।

বদরুদ্দীন উমর: বিএনপি কর্মীদের নানা রকম জোর-জুলুম করে আটক করেছে। তারা বলছে, ১০ হাজার লোককে আটক করেছে। ২০১৪ সালে চিন্তার দারিদ্র্য ও দেউলিয়াত্বের কারণে বিএনপি নানা রকম জ্বালাও-পোড়াও করেছিল। এভাবে জ্বালাও-পোড়াও করে তো কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। এমনকি হয়ওনি।

তবে এখন তারা যে অবরোধ দিচ্ছে সেটি ২০১৪ সালের চেয়ে আলাদা। অসুবিধা সত্ত্বেও তাদের অবরোধে জনগণের ব্যাপক সমর্থন আছে। জনগণের সমর্থন ছাড়া সেটি সম্ভব হতো না। এখন গাড়িতে আগুন দেয়ার জন্য বিএনপিকে দায়ী করছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু বিশ্লেষকরা বলছে, কারা এটি করেছে সেটি নির্দিষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না। তাহলে কারা এটি করছে? এটা যে বিএনপি করছে এমন কোনো প্রমাণ কিন্তু নেই।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যে শুধু নির্বাচনের দিন জাল ভোট ঠেকালেই হবে তা নয়; এর জন্য একটি পরিবেশও দরকার। নইলে নির্বাচন কীভাবে হবে? এখানে নির্বাচনের কোনো পরিবেশ নেই। বিরোধী দলের লোকেরা বাড়িঘরে থাকতে পারছে না।

ক্ষমতাসীনরা এখানে যা করছে তা কোনোদিন কেউ করেনি। পাকিস্তান আমলেও না, এমনকি ব্রিটিশরাও করেনি। কর্মীকে না পেলে তার বাপ-মা-ভাই-বোনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এটা তো চরম অস্বাভাবিক একটি অবস্থা। কোনো গোপন বিষয়ও না। এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হচ্ছে। এখানে জনগণের খাদ্য থেকে আরম্ভ করে জীবনের নিরাপত্তা পর্যন্ত নেই।

তবে বিএনপির আন্দোলনটি আরো শক্তিশালী হতে পারত যদি তারা এক দফার পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধি ও গার্মেন্ট শ্রমিকদের বিষয় নিয়ে আসত। প্রথম দিকে তারা মূল্যবৃদ্ধির কথা বলেছিল বলেই জনগণ তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু এখনো তারা এক দফার কথাই বলছে। জনগণের দুরবস্থার কথা তো বলতে হবে, শুধু নির্বাচনের কথা বললেই হবে না। জনগণের কথা বলে এর সঙ্গে যদি নির্বাচনের কথা বলত, তাহলে কিন্তু আন্দোলন আরো জোরদার হতো।

প্রশ্ন: চলমান রাজনীতিতে বহিঃশক্তিগুলো কীভাবে প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করেন?

বদরুদ্দীন উমর: এখানে ভারত, রাশিয়া ও চীন ক্ষমতাসীনদের সমর্থন করছে। তারা বলছে, আমরা তাদেরকেই আবার চাই। এটা তো আগে কেউ এমনভাবে বলেনি। তারা সবাই নিজের দেশের স্বার্থের জন্য সমর্থন করছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র উদ্ধারের কোনো চিন্তা রাশিয়া বা চীনের নেই। সেটি থাকলে তো ক্ষমতাসীনদের তারা সমর্থন দিত না। এখানে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে তো জনগণের কোনো সম্পর্কই নেই।

রাশিয়া-চীন ক্ষমতাসীনদের সমর্থন করছে বলেই এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। সেই দ্বন্দ্ব থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এখানে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়। এর সঙ্গে গণতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের কথা বলায় এখানে বিএনপির আন্দোলন আন্তর্জাতিক সমর্থন পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ইইউ কাকে চায় তা বলছে না। কিন্তু কাকে চায় না তা-ও বলছে না। তারা জানে যে এখানে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগের থাকা সম্ভব হবে না। এমন একটি অবস্থায় ভারত যেভাবে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে থাকার কথা বলছে তা ভোটের দিক থেকে আওয়ামী লীগের জন্য সহায়ক হবে বলে আমার মনে হয় না।

প্রশ্ন: দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ বলুন।

বদরুদ্দীন উমর: অর্থনৈতিক সংকটের সবচেয়ে বড় বিষয় হলো বাজারের ওপর কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বৈদেশিক মুদ্রা নেই, রফতানি কমে যাচ্ছে। সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটি একটি সংকট। জনগণের জন্য সবচেয়ে বড় সংকট হলো ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি। জনগণের প্রকৃত আয় বাড়ছে না। মজুর বা মধ্যবিত্তের আয় বাড়ছে না। অনিয়ন্ত্রিতভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। বাড়ছে মানে কী? ডিমের দাম লাফ দিয়ে ৪০ থেকে ৫০ তারপর ৬০ টাকা হয়ে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই এত বৃদ্ধি!

দেশে এখন ব্যবসায়ীদের রাজত্ব। জাতীয় সংসদের ৭০-৮০ শতাংশ সদস্য সরাসরি ব্যবসায়ী। বাকি ২০ শতাংশও নানাভাবে ব্যবসায় যুক্ত। আওয়ামী লীগের শাসন মানেই ব্যবসায়ীদের শাসন। শ্রেণীগতভাবেই তারা ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি। ব্যবসায়ীরাই এখন পুরো দেশ নিয়ন্ত্রণ করছে। বর্তমানের মূল্যবৃদ্ধির কারণও তাই। এসব কিছুর সঙ্গে নানা মেগা প্রজেক্ট করতে গিয়ে যে ঋণ হয়েছে, তাতে আগামী দিনে সর্বনাশ হবে। পরিশোধের সময় আরম্ভ হচ্ছে। এ ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে সংকট দেখা দেবে। পুঁজির ক্ষেত্রেও অভ্যন্তরীণ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেবে।

প্রশ্ন: বিরাজমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলবে?

বদরুদ্দীন উমর: জনগণের মধ্যে আওয়ামী লীগবিরোধী একটা মনোভাব তৈরি হয়েছে। এটা শুধু আজকেই নয়; ২০০৯ সাল থেকেই শুরু হয়েছে। ওই সময়ের পর থেকেই তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তারা জানত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে তারা পরের নির্বাচন জিততে পারবে না। এজন্যই তারা ২০১২ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার খারিজ করে সংসদে আইন করেছে; যেটির জন্য তারা নিজেরাই ১৯৯৬ সালে আন্দোলন করেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারণে ১৯৯৬ সালে যেমন বিএনপির থাকা সম্ভব হয়নি, তেমনটি আওয়ামী লীগের বেলায়ও হতো না।

জনগণের সঙ্গে নানাভাবে অন্যায় হয়েছে। এখানে গার্মেন্টে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বড় দুই দল দুই দিকে, জনগণ মাঝখানে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ক্ষমতা ও শক্তি এ দুটি এক নয়, চরিত্রগতভাবেই আলাদা। ক্ষমতা আমরা অন্যের ওপর প্রয়োগ করতে পছন্দ করে থাকি, কিন্তু শক্তি থাকে ভেতরে। শক্তি থাকলে ক্ষমতা পাওয়া সহজ হয়, কিন্তু ক্ষমতা থাকলেই যে শক্তি থাকবে কিংবা যত ক্ষমতা তত শক্তি এমন অবস্থা ঘটবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমাদের জীবনে ক্ষমতার অভাবের ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট। এই অভাবের তালিকা তৈরির আবশ্যকতা দেখি না; কিন্তু তার জীবনে শক্তি কিছুটা রয়েছে বইকি, যেজন্য টিকে রয়েছে, যদিও কতটা যে বেঁচে আছে সে নিয়ে জিজ্ঞাসাদি প্রায়ই করা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের জন্য শক্তির জায়গাটা কোথায়? সেটা হলো প্রধানত তার ইহজাগতিকতায়। বলাই বাহুল্য, এ ইহজাগতিকতার একটা বড় উপাদান হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। এ প্রসঙ্গে আবার আসব। তার আগে স্মরণ করা যাক, জনগণের শক্তি খর্বের চেষ্টা বহুভাবে বহুবার করা হয়েছে, এখনও যে করা হচ্ছে না তা নয়। খুবই করা হচ্ছে। কিন্তু করছে কে?

করছে কায়েমি স্বার্থ। এ কায়েমি স্বার্থের ব্যাপারটা খুব শোনা যায়। আমরা বলিও, কিন্তু এ বিষয়টা কী, তা সব সময় বোঝা যায় না। ছাত্রজীবনে এক বুদ্ধিমান বন্ধু বলেছিল আমাকে, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো। কায়েমি স্বার্থ কথাটা আমিই বলেছিলাম তাই আমারই দায়িত্ব তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার, ঘটনাটা দাঁড়িয়েছিল এ রকমের। কী কী বলেছিলাম মনে নেই, তবে ব্যাখ্যা শুনে সে বলেছিল বুঝেছে। বুঝেছে যে ওই বিষয়টা অন্য কিছু নয়, বিদ্যমান ব্যবস্থা বটে। তা সে ভুল বুঝেছিল তা বলা যাবে না। বিষয়টা ওই রকমেরই। বিদ্যমান ব্যবস্থাটা হচ্ছে ক্ষমতাবানদের রক্ষীবাহিনী। এ ব্যবস্থা যারা ক্ষমতাধর তাদের স্বার্থেই তৈরি হয়েছে এবং ওই স্বার্থই রক্ষা করতে সর্বদা সতর্ক ও ব্যস্ত থাকে। বলা যায়, ওই কায়েমি স্বার্থই বাঙালির শক্তি খর্ব করার চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। যে ব্যবস্থার ভেতরে আমাদের বসবাস সেটা প্রধানত অর্থনৈতিক, তার পরে সামাজিক। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে সেটা পরিমাণগত, গুণগত নয়। কেননা সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়েই বিস্তর ক্ষমতা রাখে। আমরা সমাজে বসবাস করি, কিন্তু সেখান রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিদ্যমান এবং রাষ্ট্র নিজেকে তো বটেই, সমাজকেও রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে।

সমাজ ও রাষ্ট্র কেউই সাধারণের মিত্র নয়। আগে ছিল না, এখনও হয়নি। অথচ এই মৈত্রীর জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি, দুবার রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাধীনও হয়েছি। সমাজেও ধাক্কা লেগেছে, সে নড়বড়ে হয়েছে কিছুটা; কিন্তু মৌলিক পরিবর্তন না এসেছে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায়, না সামাজিক বিন্যাসে। তারা উভয়েই কায়েমি স্বার্থের তাঁবেদারি করছে, যে স্বার্থ মানুষের শক্তি খর্ব করার কাজে নিযুক্ত। মানুষের অধিকার কেড়ে নেয় ক্ষমতা, আবার তা ফিরিয়েও দিতে পারে ক্ষমতাই। ক্ষমতা প্রয়োগের নানাবিধ দৃষ্টান্ত রয়েছে। বাঙালী যে বাঙালি তা কোন কারণে? প্রধান কারণ এই যে, সে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। হিসাব নিলে দেখা যাবে, এ ভাষার ওপর বহুবিধ আক্রমণ হয়েছে, সামাজিক আক্রমণ ও রাষ্ট্রীয় আক্রমণ। তার আগে বংলা অভিজাতদের ভাষাও ছিল না, রাষ্ট্রভাষাও ছিল না। ক্ষমতাবানদের ভাষা ছিল সংস্কৃত, ফারসি, ইংরেজি; বাংলা ছিল সাধারণ মানুষের ভাষা। এ ভাষা কেউ চেষ্টা করেছেন সংস্কৃতবহুল করতে, কারও উদ্যোগ ছিল আরবি-ফারসি দিয়ে ভারাক্রান্ত করবার। অনেক সংগ্রামের পর বাংলা ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হয়েছে; কিন্তু পুরোপুরি যে হয়েছে তা নয়। উচ্চশিক্ষা এবং উচ্চ আদালতে সে বেশ কোণঠাসা, ধনীগৃহে খুব যে পাঙক্তেয় তাও নয়। বিশ্বায়ন আজ তাকে জব্দ করছে আগে যেমন ওই কাজটি করত ঔপনিবেশিকরা।

এ হচ্ছে বাইরের হস্তক্ষেপ। হস্তক্ষেপ ভেতর থেকেও ঘটেছে বইকি! শব্দ বাদ দাও, হরফ বদলাও, বর্ণ বিসর্জন দাও, বানান সোজা করো এসব নির্দেশ থেকে থেকে এসেছে। এসব উৎপাত পাকিস্তানি আমলে বেশ দেখা যেত। স্বাধীন বাংলাদেশেও যে তেমনটা ঘটবে এ ছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত, বলা চলে অকল্পনীয়। কিন্তু সেটাই তো ঘটে গেছে। এখন বাঙালিকে আপনি আর বাঙালী হিসেবে ডাকতে পারছেন? 'দীর্ঘ ঈ'-কারের জায়গায় 'হ্রস্ব ই'-কার এসেছে গেছে। আজব ব্যাপার, কিন্তু এ দেশে তো আজব ব্যাপার হামেশাই ঘটে। কী জন্য দরকার হলো? আমরা জানি না। শুনলাম হস্তক্ষেপ ঘটিয়েছেন কয়েকজন অভিধানপ্রণেতা, তারা ক্ষমতা পেয়েছিলেন একটি তথাকথিত প্রমিত বানানের অভিধান তৈরির। ব্যস, ক্ষমতাবুভুক্ষুদের এ দেশে যা ঘটে এরাও তা-ই ঘটিয়েছেন, অযথা ও অন্যায়ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। 'চীন' কে তারা নাকি 'চিন' করতে চান! প্রথম প্রশ্ন, কেন দরকার পড়ল? জানি যথার্থ জবাব পাব না। হয়তো বলবেন প্রমিতকরণ ঘটিয়েছেন। তা প্রমিতকরণটা কেন আবশ্যক হলো? প্রমিত বানানই চালু রয়েছে। তাহলে? জবাব আছে : সেটা হলো ক্ষমতা। 'দীর্ঘ ঈ-কার' বর্জনের তাগুবে হস্ত যোগ করে কেউ কেউ আবার বলছেন, 'ণ'-এর আবার দরকার কী, 'ন'ই তো আছে।

কারা করল এ কাজ? এ চাপিয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস কেন? করলেন প্রমিত বানানের অভিধানপ্রণেতারা। এ ক্ষেত্রে তারা ক্ষমতাধর। কিন্তু ক্ষমতার উৎস কী, পেলেন কোথায়? পেয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। একটি প্রতিষ্ঠান তাদের অভিধান প্রণয়নের কর্তৃত্ব দিয়েছে, আর যায় কোথায়? অমনি তারা নিজেদের ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছেন, সামরিক শাসকদের মতো, ছেঁটে ফেলেছেন বাঙালীর দীর্ঘত্ব। ভাষা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, জনগণের সম্পত্তি; কেবল আজকের

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

পরবর্তী রাজনৈতিক ধাপ কী

এম এম খালেকুজ্জামান

সবুজ বন চিরে চলে গেছে সভ্যতার চিহ্নবাহী রাস্তা। যখন হর্ন বা হুইসিল বাজিয়ে আর হেডলাইট জ্বালিয়ে 'সৃষ্টির সেরা জীব' মানুষ ঘরে ফিরতে থাকে, তখন হয়তো কোনো খরগোশ রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ধন্দে পড়ে যায়। সে ভুলে যায় মুহূর্তের মধ্যে তাকে সরে যেতে হবে; না হলে অনিবার্য গন্তব্যে এখনই যেতে হবে। দিকশূন্য সেই বিহ্বল খরগোশের জায়গায় আওয়ামী লীগ দেখতে চায় বিএনপিকে আর বিএনপি দেখতে চায় আওয়ামী লীগকে। পারস্পরিক অনিষ্ট (ধ্বংসসাধনও বলা যায় সমাবেশে গ্রেনেড হামলা মনে রেখে) উভয় দলের রাজনৈতিক অবস্থান।

প্রকৃত প্রস্তাবে, জনতার আলাদা কোনো মুখ নেই, সম্মিলিতভাবে যখন দাঁড়ায় তখন তা রূপ পরিগ্রহ করে, সবচেয়ে ভালোভাবে করে যখন প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদী ভূমিকাতেই যুগে যুগে সাধারণ জনগণ ইতিহাসের নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। যে শাসিত এত দিন শাসন স্বীকার করে সমাজের শাসকের হুকুম নামক জোয়ালের ভার বহন করছিল, তারাই যখন মাথা তুলে দাঁড়ায়, তখন শাসনকর্তারা বিপন্ন বোধ করে। শাসকদের অভিধানে উত্তেজক মুহূর্তগুলোর পরিচয় পাওয়া যায় অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি নামে।

আর শাসিত সেই উত্তুঙ্গ পরিস্থিতিকে বিপ্লব, গণবিদ্রোহ এমন নামের অভিধা দিয়ে থাকে। নামকরণের মধ্য দিয়ে শাসক শাসিতের অবস্থানগত বৈপরীত্য পরিষ্কার হয়। তীব্রতা ও বিস্তারের মাত্রা বিবেচনায় নামে পার্থক্য থাকতে পারে, তবে এতে শাসকদের অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠা লুকিয়ে রাখা যায় না। এমন সংকটের পরিস্থিতিতে সমাধান, স্বৈরতন্ত্রে বেশ সোজাসাপটা। বাহুবল দিয়ে সমাধান করতে চায় সরকার। আইন নামের প্রত্যয় সরকারকে বৈধভাবে এই বাহুবল প্রয়োগ করতে ক্ষমতায়িত করে। একে রাষ্ট্রের বৈধ সহিংসতা বলা যায়।

কম গণতন্ত্রের দেশে বাহুবলই ক্ষমতার নির্ণায়ক। সাবঅল্টার্ন তাত্ত্বিক রণজিৎ গুহ এই পরিস্থিতিতে শক্তি প্রয়োগ বিষয়ে বলেন, 'শক্তি গণতন্ত্রে তার প্রয়োগ শাসিতের সম্মতিসাপেক্ষ। এখানেই স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য। সে জন্যই আইন কী হবে এবং কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা নিয়ে রাজনীতিতে নানা মতের ও নানা পথের এত জটিলতা।' এই জটিলতার পঙ্কে এখনো নিমজ্জিত আমাদের রাজনীতি। অপেক্ষা ও উপেক্ষা যে সইতে জানে না; প্রেম, রাজনীতি, যুদ্ধ তাদের জন্য নয়। পেতে পেতে না পাওয়া আর পেয়ে হারানোর সবচেয়ে বড় নজিরের ক্ষেত্র রাজনীতি। এর সবচেয়ে বড় সাক্ষী তো আওয়ামী লীগ।

দলটি পঁচাত্তরের পর দুই দশকের বেশি সময় ছিল ক্ষমতার বাইরে। তেমনই দীর্ঘদিন ক্ষমতাহীন বিএনপি। এখনো দলটি যে খুব প্রস্তুত, তা মনে হচ্ছে না। অথচ ক্ষমতায় না থাকার সময়টায় দলটি প্রস্তুতি নিতে পারত।

অক্টোবর মাস প্রাক্-নির্বাচনী পরিস্থিতির বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হচ্ছিল। ধারাবাহিক অহিংস কর্মসূচি পালন করে বিএনপি ভালোই যাচ্ছিল, কিন্তু শেষটা আর অহিংস থাকল না। পুলিশ আর নিজেদের এক কর্মী নিহতের ঘটনায় মৃত্যু চিহ্নিত হয়ে থাকল অক্টোবর। রাজপথের সংঘাত এড়ানো গেল না। তবে সহিংসতা এড়ানোর বিষয়টি শুধু বিরোধী দলের ওপর নির্ভর করে না, প্রশাসনের পেশাদারির ওপরও নির্ভর করে।

অবরোধ, হরতাল, পিকেটিং, কাঁদানে গ্যাসের শেল প্রতিরোধ-সংক্রান্ত অভিধানের অংশ। শিশুরা জিজ্ঞাসা করছে, অবরোধ মানে কী? কারণ, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে অনলাইনে ক্লাস করার পরিস্থিতি আবার ফিরে এসেছে। নব্বইয়ের দশকের আগে ও পরে ব্যাপক গণ-আন্দোলন পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের। নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সহযোগী ছিল বিএনপি ও অন্যান্য বাম দল। আর পরের দফায় বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলনে জামায়াত ছিল আওয়ামী লীগের সহযোগী।

সরকারবিরোধী সেই আন্দোলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির প্রধান খালেদা জিয়ার অবস্থান ছিল অনমনীয়। সরকারের নিদান ছিল, নির্বাচন বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোতেই হবে, যেখানে তত্ত্বাবধায়ক

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্পফুল্লী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

ইসরায়েলের ‘আত্মরক্ষার অধিকার’ ও ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর নিয়তি

মাহফুজ আনাম

আমরা কি এমন এক যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, যেখানে সভ্যতার মূল্যবোধ নয়, বরং বন্দুকের নলই সবকিছু নির্ধারণ করবে?

হামাসের নির্মম হামলায় এক হাজার ২০০ ইসরায়েলি নাগরিক নিহত হওয়ার পর ওইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে, এই যুক্তিতে বুধবার পর্যন্ত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ১১ হাজার ৩২০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা চার হাজার ৬৫০। গড়ে প্রতি ১০ মিনিটে একটি শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ ও ধুলার মাঝে অন্তঃসত্ত্বা নারীরা সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য হচ্ছেন। গর্ভাবস্থার শেষ সময়ে থাকা নারীরা বাস্তুচ্যুত হয়ে পথে পথে ঘুরছেন। তাদের মাথার ওপর নেই কোনো ছাদ, পান করার জন্য নেই এক চুমুক পানি। সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন কার্পেট বোমাবর্ষণে গাজা নামের উন্মুক্ত কারাগারটি এখন মৃত্যুপুরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। কারণ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া এর বাসিন্দাদের আর কিছুই করার নেই।

কিন্তু ইসরায়েলের তো অবশ্যই আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে!

গাজার প্রায় ২১ লাখ বাসিন্দার মধ্যে ১০ লাখ ইতোমধ্যে উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ ইসরায়েল হামাসকে নির্মূল করার জন্য ওই এলাকায় হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব মানুষ এখন গৃহহীন, সহায়সম্বলহীন, আশ্রয়হীন এবং অবশ্যই, তাদের কাছে কোনো খাবার নেই। পরাধীনতার মধ্যে থাকা অসম্মানজনক এক জীবন থেকে হঠাৎ করে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত শরণার্থীতে রূপান্তরিত হয়েছেন গাজাবাসী। তাদেরকে এখন রাস্তা, পার্কে, এমনকি খোলা আকাশের নিচে হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। কেননা, ইসরায়েলের ওআত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে।

উত্তর গাজা নিরন্তর বোমাবর্ষণের শিকার হয়েছে। সেখানে বেশিরভাগ বাড়ি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে হাজারো মানুষ বাধ্য হয়ে গাজার প্রধান হাসপাতাল আল-শিফায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই হাসপাতালে এখন ইসরায়েল সামরিক অভিযান চালাচ্ছে। জাতিসংঘ বলছে সেখানে দুই হাজার ৩০০ মানুষ আটকে আছেন।

সেখানে দুর্বল ও অসুস্থ মানুষদের মৃত্যুর জন্য ফেলে রাখা হয়েছে। ইনকিউবেটরে শিশুরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে। কারণ বিদ্যুৎ না থাকায় অক্সিজেন ফুরিয়ে গেছে। কেন এই শিশুগুলোকে গাজায় জন্ম নিতে হলো? জন্মই যেন তাদের আজন্ম পাপ। হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা উপকরণ না থাকায় গুরুতর অসুস্থ রোগীরা একে একে মারা যাচ্ছেন।

৯ অক্টোবর গাজা অবরুদ্ধ করার ঘোষণা দেয় ইসরায়েল। গাজায় পানি ও খাবার প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। দুই দিন পর গাজার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ১০ নভেম্বর খাবার ও পানি প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার এক মাস পূর্ণ হয়েছে। একজন মানুষ সর্বোচ্চ তিন থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত পানি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং যারা পানির সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে, তারা কি চেয়েছিল গাজার ২১ লাখ মানুষ মরে যাক? আমরা এটা বিশ্বাস করতে চাই না, কিন্তু অন্য কোনো উত্তর কি আছে? গাজার বাসিন্দাদের জন্য টিউবওয়েল বসানো একটি বিকল্প হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের একটি ভৌগলিক অবস্থানেভূমধ্যসাগর থেকে এতটা কাছেএরকম একটি জায়গায় মাটির তলায় সুপেয় পানি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যার ফলে, সমুদ্রের পানি পান করা তাদের হাতে থাকা অল্প কয়েকটি বিকল্পের অন্যতম।

ন্যাচারাল হিস্টোরি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ফরাসি নৌবাহিনীর এক নিরীক্ষা মতে, শুধু সমুদ্রের পানি পান করে মানুষ মাত্র ছয় দিন বেঁচে থাকতে পারে। নিঃসন্দেহে ইসরায়েলিরা এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত নয় যে, কতজন মানুষ পানিশূন্যতায় মারা গেছেন আর যারা এখনো বেঁচে আছেন, তার হয়তো অচিরেই কিডনি ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে মারা যাবেন। তারপর শিশু, নবজাত ও বৃদ্ধদের কী হবে? কিন্তু এসব বিষয় ধর্তব্যে নেওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। কারণ যেহেতু এখনো ইসরায়েলেরও আত্মরক্ষার অধিকারের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি, তাই গাজাবাসীদের পানি দেওয়া যাবে না। ঠিক কি না?

ইসরায়েলের কার্পেট বোমায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়া গাজার (জায়গাটা মাত্র ৬৫০ বর্গকিলোমিটার দীর্ঘ, প্রায় ঢাকা শহরের সমান) ভবনগুলোর ভিডিও দেখতে দেখতে মানুষের অনুভূতি ভোতা হয়ে গেছে। প্রতিদিন আমরা দেখছি বেঁচে যাওয়া মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া জীবিতদের বের করে আনার চেষ্টা করছেন। সামান্য সহায়তা পেলেও, হাজারো না হলেও শত শত মানুষকে জীবিত বের করে আনা সম্ভব হতো। কল্পনা করুন, যেসব বাবা, মা, ভাই, বোন, এমনকি শিশুরা তাদের স্বজনদের অসহায়ভাবে চোখের সামনে মারা যেতে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বিএনপি নির্বাচনে যাবে কি?

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

রাজনীতি সম্পর্কে মহৎ শব্দাবলির সাথে তির্যকভাবেই উচ্চারিত হয়, রাষ্ট্রচিন্তক স্যামুয়েল জনসনের সেই বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত উক্তি- ‘চড়ষরঃরপং রং ঃযব ষধংঃ ৎবভঁমব ড়ভ ঃযব ংপড়ঁহফৎবষং’। উক্তিটির রকমফের আছে। তবে বার্তাটি একই রকম। রাজনীতির মতো ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জনসেবার মতো বিষয়কে ‘বদমাশদের শেষ আশ্রয়স্থল’ ভাবার কারণ কী?

দর্শনে এর উত্তরটি এরকম- ‘অস্তি, নাস্তি ও স্বস্তি’। সহজ করে বললে বলতে হয়- হ্যাঁ এর মধ্যে না আছে, আবার না এর মধ্যে হ্যাঁ আছে। অবশেষে হ্যাঁ-না মিলে মিলন মোহনা আছে। প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই ভালো ও মন্দ আছে। একই ফুল থেকে মৌমাছি মধু আহরণ করে। আর বোলতা ও ভিমরুল গ্রহণ করে বিষ। আরেকটি পদ্য এরকম- ‘সুজনে সুজস গাহে কুজস নাশিয়া, কুজনে কুজস গাহে সুজস নাশিয়া।’ বঙ্কিমের ভাষায়- ‘গন্ধে বিষ আছে, লতায় কণ্টক আছে, কুসমে কীট আছে, স্ত্রী জাতি বঞ্চনা জানে’ অর্থাৎ- সব ক্ষেত্রেই নেতিবাচক কিছুর সন্ধান।

রাজনীতি সম্পর্কেও এসব কথা যে প্রচলিত তা রাষ্ট্র-দার্শনিকদের কথায়ও প্রকাশিত। সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, প্লেটো, অগাস্টিন ও একুইনাস রাজনীতিকে দেখেছেন নৈতিক বিষয় হিসেবে। অপর দিকে, ম্যাকিয়াভেলি ও চাণক্য রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করেছেন ছল-চাতুরী ও অন্যায়-অপকর্মের বাহন হিসেবে। কে না জানে! ম্যাকিয়াভেলির সে উক্তি- ‘শাসক হবে শেয়ালের মতো ধূর্ত ও সিংহের মতো সাহসী।’ খুব সঙ্গতভাবেই বাংলাদেশের আজকের রাজনীতি দেখেশুনে এসব কথা বলতে হয়।

যারা নেতিবাচক রাজনীতি করেন তারা ইতিবাচক কথা বলেন। এই কলামের অতীতের একটি শিরোনাম ছিল- ‘ভালো ভালো কথা, মন্দ মন্দ কাজ’। ইহা কত প্রকার ও কি কি, আওয়ামী লীগের গত ১৫ বছরে তার প্রকাশ্য প্রদর্শনী হয়েছে। গ্রাম-বাংলার লোকেরা মজা করে বলে- রাজনীতির মধ্যে পলিটিক্স ঢুকছে। আবার কেউ কেউ ভিলেজ পলিটিক্সের উদাহরণ দেন। ভিলেজ পলিটিক্স মানে মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যা বানানো। মামলা-মোকদ্দমা, অন্যায়-অত্যাচার ও প্রতারণা-প্রচারণা, এসবই সিদ্ধ ভিলেজ পলিটিক্সে। আওয়ামী লীগ ন্যাশনাল পলিটিক্সকে ভিলেজ পলিটিক্সে রূপান্তরিত করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গ্রামীণ পর্যায়ের নির্বাচনেও এরা ‘পলিটিক্স’ ঢুকিয়েছে।

এর আগে কখনো ইউনিয়ন কাউন্সিলর নির্বাচন দলীয় প্রতীকে হয়নি। ২০১৫ সালের পর থেকে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন- ইউনিয়ন কাউন্সিল, উপজেলা পরিষদ ও জেলা কাউন্সিলের নির্বাচন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। তাই তো ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনের সময় স্লোগান শোনা গেছে- ‘চেয়ারম্যান ওপেনে মেম্বার গোপনে।’ অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনের মতো চেয়ারম্যানের ভোটও প্রকাশ্যে নৌকায় দিতে হবে। আমার গ্রামের একজন সহজ-সরল মানুষ আমাকে বলেছিল, ‘আপনি কি আমাগো চেয়ারম্যানডা অইতে পারেন না?’ নিজেই উত্তর দিচ্ছে ‘না, আপনে অইতে পারবেন না, আওয়ামী লীগ যে ভোট দিতে দেয় না। তবে আপনে মেম্বার অইতে পারবেন। অইলে মোগো উপকার অয় আরকি!’

রবীন্দ্রনাথের ‘ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড়, ছোট ছোট গ্রামগুলো’কে আওয়ামী লীগ বড় বড় অশান্তির জায়গায় পরিণত করেছে। যেখানে তারা ‘আমগাছ, জামগাছ, বাঁশঝাড় যেন ছিল তারা আত্মীয় হেন’ এখন তারা মারামারি, কাটাকাটি ও রাজনৈতিক ঝগড়াঝাঁটিতে গ্রামকে শত্রুতার ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই, যেখানে নগর থেকে, রাজধানী থেকে লোকেরা রাজনীতি শিখবে, সেখানে উল্টো গ্রামের লোকদের ‘ভিলেজ পলিটিক্স’ ঢুকে গেছে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে। পৃথিবীর কোনো দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে এরকম লাখ লাখ মামলার কোনো উদাহরণ নেই। মিথ্যা মামলা, গায়েবি মামলা, সন্ত্রাসী মামলা, আজব মামলা, গজব মামলা- আরো কত কী! এখন এই বাংলাদেশে নির্বাচনের আগ মুহূর্তে অন্তত ৫০ লাখ লোক মামলার বেড়াজালে আটকে আছে।

পুলিশ গ্রামে গ্রামে গিয়েও তাদের গ্রেফতার করছে। প্রধান বিরোধী শক্তি বিএনপি-জামায়াতের এমন কোনো সক্রিয় নেতাকর্মী নেই সে আতঙ্কে বসবাস করছে না। গোটা বাংলাদেশকে তারা জেল বানিয়েছে। গ্রামের লোকেরা নিজ সন্তানকে হত্যা করে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে- এরকম উদাহরণ অনেক। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের আওয়ামী বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করার জন্য তারা প্রকাশ্যে আদেশ দিচ্ছেন। সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে উচ্চারণ অযোগ্য শব্দ প্রয়োগ করা হচ্ছে। পদ্মা সেতু কিংবা বিরোধী নেত্রী সম্পর্কে উক্তিগুলো একত্র করলে ভিলেজ পলিটিক্সের সন্ধান পাওয়া যায়।

বিরোধী শক্তিকে বা ব্যক্তিগত বিরোধী নেতাকে নিঃশেষ করার ইতিহাস এ দেশে নতুন নয়। এদের নীতি হচ্ছে- ‘মারি অরি পারি যে কৌশলে’। সেখানে নীতি-নৈতিকতা, সভ্যতা-ভব্যতা, রীতি-রেওয়াজ, আইন-কানুন ও ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বালাই নেই। খুব স্বাভাবিকভাবেই যারা নীতি-নৈতিকতায় বিশ্বাস করেন তাদের পক্ষে কল্পনাও করা কঠিন তারা কত নিচে নামতে পারে। ২০১৪ সালে যখন ভোটবিহীন নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চাপ এলো, তিনি আশ্বস্ত করলেন ‘এটি নিয়ম রক্ষার নির্বাচন, শিগগিরই একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’ সে নির্বাচন কখনোই অনুষ্ঠিত হয়নি।

২০১৮ সালে তিনি বলেছিলেন- ‘আমায় বিশ্বাস করুন’। দিনের ভোট রাতে করে তিনি সে বিশ্বাসের জবাব দিয়েছিলেন। ২০২৪ সালের সমাগত নির্বাচন নিয়ে তারা নানা ধরনের খেলা খেলেছেন। তাদের ওবায়দুল কাদের আসলেই খেলা শব্দটিকে খেলায় পরিণত করেছেন। আমাদের সময়ে একটি জনপ্রিয় অনুবাদ ছিল এরকম- ‘পুকুর পাড়ে শিশুরা খেলার ছলে ব্যাঙের দিকে ঢিল নিক্ষেপ করছে। এই ঢিলগুলো শিশুদের কাছে খেলা হলেও ব্যাঙের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।’ ওবায়দুল কাদেরদের খেলা এ দেশের মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এরা তা বুঝেও না বুঝার ভান করছেন। কারণ, ‘তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।’ ক্ষমতাকে তারা চিরস্থায়ী করতে চায়। তাতে জনগণের আপত্তি নেই। কিন্তু তা হতে হবে তাদের সম্মতির ভিত্তিতে। তারা হাজার বছর ধরে ক্ষমতায় থাক। তারা ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত তক’ ক্ষমতায় থাকুক। আপত্তি নেই। কিন্তু তা নিশ্চিতভাবেই হতে হবে ভোটের মাধ্যমে। আর সেখানেই তাদের আপত্তি। তারা জানে জনগণের ভোটের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায় আরোহণের কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই তারা নিজেদের আন্দোলনে তৈরি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করেছে। ২০২৪ সালের ভোটটি যদি সত্যিকার অর্থে ভোট হয় তাহলে তাদের ভরাডুবি হবে। তাই তাদের এত ছলা-বলা-কলাকৌশল।

টেস্ট কেস হিসেবে ২৮ অক্টোবরের ঘটনাবলি লক্ষ করা যায়। দীর্ঘ সময়কাল ধরে পরম ধৈর্যসহকারে বিএনপি নেতৃত্ব জনগণের রাগ, দুঃখ, কষ্ট, ক্ষোভ ও ক্রোধকে প্রশমিত করে কুশলতার সাথে আন্দোলনকে সফলতার প্রান্তসীমায় নিয়ে এসেছিল। তারা এর আগে স্ব-ইচ্ছায় নয়, পরের ইচ্ছায় কিছুটা নমনীয়তা দেখিয়েছে। এখন যখন বিএনপি ও বিরোধী শক্তির বিজয়ের সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে উঠেছে তখন তারা তা নস্যাৎ করে দিয়েছে। সেই পুরনো কৌশল- ম্যাকিয়াভেলিয়ান স্ট্র্যাটেজি অব পলিটিক্স। এখন ২৮ অক্টোবরের আগের ও পরের দৃশ্যাবলি ধারণ করলে স্পষ্টই বোঝা যাবে- এটি ছিল একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। তারা খেলেছে অনেক দূর থেকে। তাদের লোকেদের পোশাক-আশাক ও আচরণ ধারণ হয়ে আছে ফুটেজে।

বোঝা যায়, আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য তারা পুলিশ, হাসপাতাল ও প্রধান বিচারপতির বাসভবনের মতো সংবেদনশীল বিষয়কে বেছে নিয়েছে। এটি কোনো স্বাভাবিক আচরণ নয়। অস্বাভাবিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও উসকানিসঞ্জাত। প্রকাশ হয়ে যাওয়া অডিওতে শোনা যায়, কাকরাইলের গির্জা ও ফকিরাপুলের মন্দির আক্রান্ত হয়েছে কি না! তার মানে পরিকল্পিতভাবে একটি নীলনকশা এঁটে রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা এখন সেই পুরনো বুলি- আগুন, সহিংসতা ও সন্ত্রাসের বুলি আউড়িয়ে যাচ্ছে। এই অজুহাতে বিএনপি তথা বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, নির্মম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দল তাদের জন্য একটি সুবিধাজনক ব্যাসার্ধ নির্ণয় করেছে। ২৮ অক্টোবরের আগে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশনা দ্বারা পরিচালনার পরিবেশ ছিল না। একই সাথে প্রশাসন ও পুলিশে দোলাচল সৃষ্টি হয়েছিল। বিচার বিভাগ সুপারসনিক গতিতে বিএনপি নেতাদের শাস্তি দিয়ে মহাপারঙ্গমতার পরিচয় দিচ্ছে। ২৮ অক্টোবরের আগে যে ভারসাম্যের ইঙ্গিত মিলছিল তা এখন নষ্ট হয়েছে। শক্তিমদমত্ততার এই সুযোগ নিচ্ছে আওয়ামী লীগ। এখন তারা একটি নতুন কারসাজি শুরু করেছে। সেটি হচ্ছে ভোট পেছানো। রাজনৈতিক সমঝোতা হলে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
• 100% •
BEST PRICE
Guaranteed
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Party hall is available
for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER
AVAILABLE
We do catering for any occasion
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

পুতিন ও হামাস প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে চায়

জো বাইডেন

এ সময় আমরা যে বিকল্প বেছে নেব, তার ওপরই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ। এই যুদ্ধবিগ্রহের উল্টো দিকের বিশ্ব আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আমরা কি হামাসের নির্ভেজাল শয়তানি দেখতে থাকব? ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনড়এই দুই জাতি কি একদিন পাশাপাশি দুটি দেশে শান্তিতে বাস করবে না?

আমরা কি ভ্লাদিমির পুতিনকে তাঁর আগ্রাসী ভূমিকার জন্য জবাবদিহি করব না? আমরা কি চাইব না যে ইউক্রেনের মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচুক? আর ইউরোপ নোঙর হয়েই থাকুক বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার?

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, আমরা কি একটা ইতিবাচক ভবিষ্যতের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাব না? নাকি যারা আমাদের মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয়, তাদের হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেব? আমরা কি চাইব যে তারা টেনেহিঁচড়ে পৃথিবীকে আরও বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাক? আরও বিভক্তি তৈরি করুক?

পুতিন ও হামাস প্রতিবেশী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে যুদ্ধে জড়িয়েছে। পুতিন ও হামাসের আশা বৃহত্তর আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও একত্রকরণের চেষ্টাকে ধসিয়ে দেওয়া। তারা অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিতে চায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তো তা করতে দেবে না, দিতে পারে না। আমাদের নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এবং গোটা দুনিয়ার ভালোর জন্যই এই অবস্থান।

এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র একটি অপরিহার্য দেশ। আমরা মৈত্রী ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক করি তাদের সঙ্গে, যারা দখলদারদের বিরুদ্ধে এক জোট হয়। আমাদের উদ্দেশ্য একটি উজ্জ্বলতর, শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা। পৃথিবী সমসাময়িক এসব সমস্যা সমাধানে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নেতৃত্বের দায় থেকেই যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্ব দিচ্ছে। কারণ, আমরা যদি আজ এই চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে দ্বন্দ্বসংঘাত আরও বাড়বে। আর পাল্লা দিয়ে বাড়বে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ব্যয়। আমরা তা হতে দিতে পারি না।

ইউক্রেনের মানুষের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করার মূলে কাজ করেছে এই বোধ। আমরা চেয়েছি, ইউক্রেন যেন পুতিনের বর্বর যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে যেতে পারেন। গত শতাব্দীর দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ থেকে আমরা জেনেছি, ইউরোপে দখলদারির বিরুদ্ধে সবাই যদি চুপ থাকে, তাহলে সংকট বাড়ে। এই সংকট শুধু ইউরোপে আর সীমাবদ্ধ থাকে না। যুক্তরাষ্ট্রকেও সক্রিয় হতে হয়। সে কারণে ইউক্রেনকে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগ। ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিরোধ মেটাতে ইউক্রেনে আমাদের এই যুক্ততা প্রয়োজন।

আমরা মার্কিন সেনাবাহিনীকে এই যুদ্ধ থেকে দূরে রেখেছি। আমরা ইউক্রেনের সাহসী জনগোষ্ঠীকে অস্ত্র ও আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছি যেন তারা তাদের দেশের মাটিকে মুক্ত রাখতে পারে। আমরা চাই, এই বিরোধ যেন আর না ছড়ায়। পুতিনের এই জয়কে আমরা তাই প্রতিরোধ করতে চাই।

যুক্তরাষ্ট্র একা এসব কাজ করছে না। ৫০টির বেশি দেশ আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি যেন ইউক্রেন নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। আমাদের অংশীদারেরা এই যুদ্ধের অর্থনৈতিক দায়ের বড় অংশ বহন করছে। আমরা আরও শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ন্যাটো গঠন করেছি। আমাদের মিত্রদের শক্তিসামর্থ্য বাড়লে আদতে আমাদেরই নিরাপত্তা জোরদার হবে। একই সঙ্গে এ কথাও জোরালোভাবে বলতে চাই যে রাশিয়ার আগ্রাসন রুখতে আমরা ন্যাটোর প্রতিটি ইঞ্চির সুরক্ষা দেব। এই যুদ্ধে এশিয়ায় আমাদের মিত্ররাও আমাদের সঙ্গে রয়েছে। তারাও ইউক্রেনকে সমর্থন দিচ্ছে এবং পুতিনের কাছ থেকে জবাবদিহি চাইছে। কারণ, তারা জানে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও ইউরোপের স্থিতিশীলতা একই সূত্রে গাঁথা।

হামাসের হামলার প্রতিক্রিয়ায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ভয়াবহ যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে ইসরায়েল। বিমান ও স্থল অভিযান চালিয়ে গাজার একাংশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।

আমরা আরও দেখেছি কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের বিরোধ পুরো বিশ্বে অস্থিরতা ছড়িয়ে দেয়।

আমরা হামাসের খুনে ধ্বংসবাদী আচরণ থেকে ইসরায়েলিদের সুরক্ষার অধিকারের প্রতি জোরালো সমর্থন জানাই। ৭ অক্টোবর হামাস ৩৫ জন মার্কিন নাগরিকসহ ১ হাজার ২০০ মানুষকে খুন করে। হলোকাস্টের পর এক দিনে ইহুদিদের এত মৃত্যুর ঘটনা আর ঘটেনি। নবজাতক, দু-আড়াই বছরের শিশু, মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, হলোকাস্ট থেকে বেঁচে ফেরা মানুষের অঙ্গহানি ও হত্যা করেছে ওরা। পরিবারের সব সদস্য খুন হয়েছেন, এমন নজিরও আছে।

কনসার্টে অংশগ্রহণকারী অল্প বয়সী তরুণ-তরুণীরা খুন হয়েছেন। বুলেটবিদ্ধ ও অগ্নিদগ্ধ কিছু লাশের পরিচয় শনাক্ত করতে হিমশিম খেতে হয়েছে। আর এক মাসের বেশি সময় ধরে দুই শতাধিক মানুষ জিম্মি হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে শিশু ও মার্কিন নাগরিক রয়েছেন। তাঁদের পরিবারগুলো নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে। স্বজনেরা বেঁচে আছেন না মারা গেছেন, জানতে উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছে

যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে পারল ফেডারেল রিজার্ভ?

জেফ্রি ফ্রাংকেল

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো গত ১৪ নভেম্বর জানায়, গত অক্টোবরে ভোক্তা মূল্য সূচকে তেমন পরিবর্তন হয়নি। সিপিআই অপরিবর্তিত থাকার মানে প্রবৃদ্ধি হার কিংবা মূল্যস্ফীতি সব ছিল অনেকটা শূন্যে। যদিও সিদ্ধান্ত আসার জন্য এক মাস যথেষ্ট সময় নয়। কেননা গ্যাসোলিনের দাম তো প্রতি মাসে ৫ শতাংশ হারে কমবে না, যেমনটা কমেছিল সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে। তবে পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন থেকে আরো আশাব্যঞ্জক এবং অর্থবহ ও দীর্ঘমেয়াদি তথ্য পাওয়া গেছে। গত ১২ মাসে সিপিআই ছিল ৩ দশমিক ২ শতাংশ। ২০২২ সালের ৬ দশমিক ৫ শতাংশ মূল্যস্ফীতির চেয়ে যা অনেক কম। ক্ষণিকের জন্য, কেউ হয়তো এটা বলতেই পারেন, মূল্যস্ফীতি যুদ্ধে জয়ী হয়েছে বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতি!

অনেক অর্থনীতিবিদের পূর্বাভাস এবং অনেক মার্কিনের দৃষ্টিভঙ্গি ছাপিয়ে মূল্যস্ফীতি নেমে এসেছে। এক্ষেত্রে দেশটির অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানের ওপর তেমন প্রভাব পড়েনি। প্রকৃতপক্ষে, গত প্রান্তিকে প্রতি মাসে গড়ে ২ লাখ ৪ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। শ্রম খাতের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসের চেয়ে যা বেশি। চাঙ্গা কর্মসংস্থানে দেশটির বেকারত্ব হার কমে ৪ শতাংশের নিচে চলে এসেছে। ১৯৬০-এর দশকের পর যা সর্বনিম্ন মাত্রায় নেমে এসেছে। এদিকে চলতি বছরে এ পর্যন্ত বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ৩ শতাংশ, যা এ শতকের শুরুর বছরগুলোর তুলনায় বেশি।

অন্যান্য উন্নত দেশের অর্থনীতিতেও একই ধাঁচ লক্ষণীয়। ২০২১ ও ২০২২ সালে বিশ্বে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরে তা ধীরে ধীরে কমে এসেছে। যদিও সেসব দেশের প্রবৃদ্ধির গতি মার্কিন অর্থনীতির চেয়ে ধীর ছিল। কানাডা, ইউরো অঞ্চল, জাপান ও যুক্তরাজ্যড়সবার অর্থনীতিই মার্কিন অর্থনীতির চেয়ে ধীরগতিতে সম্প্রসারণ হচ্ছে। আটলান্টিকের এ পারে যেভাবে মূল্যস্ফীতি কমেছে সেভাবে কমেনি অন্য পার ইউরোপে। আরেকটি বৃহৎ অর্থনীতি জাপানের মূল্যস্ফীতিও তুলনামূলকভাবে কম রয়ে গেছে।

রাজনীতির প্রথাগত ফর্মুলা মেনে এ সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। যদিও ডেমোক্র্যাট সরকারের আগের গৃহীত নীতিমালায় মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। এ দায় মাথায় রেখে বর্তমান সাফল্যের জন্য তাদের প্রশংসা করা যায় কি?

বছর দুয়েক আগেও মার্কিন নীতিনির্ধারকরা মূল্যস্ফীতির আসন্ন ঝুঁকিকে পাত্তা দেননি। উপরন্তু সুদের হার বৃদ্ধি করে স্বাভাবিক ভারসাম্য নীতির মাধ্যমে অর্থাৎ উৎপাদন ও কর্মসংস্থান হ্রাস করেও মুদ্রাস্ফীতির উর্ধ্বসূচকে লাগাম দেয়া যায়নি। কিন্তু তার মানে এটাও নয় যে সুদের হার বাড়লে তা অর্থনীতিতে ভিন্ন কোনো প্রভাব ফেলে না। সুদের হার এবং মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে আবাসন খাত, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার এবং দ্রব্যমূল্যসহ অন্যান্য নিয়ামকও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

গত দুই বছরে বন্ধকি সুদের হার তীব্রভাবে বেড়েছে যা আবাসন চাহিদা পূরণের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এর কারণ ফেডারেল ঋণের শর্তগুলো শিথিল না করে বরং আর্থিক নীতিতে কঠোর হয়েছে,। উপরন্তু ২০২২-এর মার্চ থেকে মার্কিন ডলারের কার্যকর বিনিময় মূল্য অন্যান্য প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় ৮ শতাংশের বেশি বেড়েছে স্বীকৃত মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধির ফলস্বরূপ, মার্কিন ফেডারেলের সুদের হার বৃদ্ধির বিপরীতে অন্যান্য দেশের তুলনায় নিজেদের দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমে যায়।

তেল, খনিজ এবং কৃষিজ পণ্যও এ মূল্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মার্চ ২০২২ থেকে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত, সব পণ্যের বৈশ্বিক মূল্যসূচক ডলারের বিপরীতে ৩০ শতাংশের বেশি কমেছিল, যা ছিল অনেকটাই পূর্ব অনুমিত ফলাফল। উচ্চ সুদহারের প্রভাবে দ্রব্যমূল্যের বাজারে নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে।

কিন্তু এককভাবে এ পরিবর্তনগুলোর কোনোটি থেকেই বোঝার উপায় নেই যে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাওয়ার সমান্তরালে অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এত কম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণগুলো কী হতে পারে। ফিলিপ্স রেখা থেকে একে এক রকম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এ তত্ত্বমতে, মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গেলে বেকারত্ব হার হ্রাস পায়। আর যখন কোনো অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকে তখন মুদ্রাস্ফীতি কমতে পারে। মার্কিন অর্থনীতিতে বেকারত্বের হার ৪ শতাংশের নিচে এবং কর্ম ক্ষেত্রে সৃষ্ট শূন্য পদের পরিমাণ ৭ শতাংশের ওপরে থাকায় চাহিদা যে পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে তা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অর্থনৈতিক কার্যকলাপে ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি করর পরিবর্তে মুদ্রাস্ফীতিকে কমিয়ে দিয়েছে।

এর আরো ভালো ব্যাখ্যাও দেয়া যেতে পারে। চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্যহীনতা যা ২০২০-২২ সালে প্রবল ছিল, তা ২০২৩ সালে অনুকূলে এসেছে। কভিড-১৯-এর ফলে সৃষ্ট অচলাবস্থা চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের ঘাটতি, দেশীয় জটিলতা, শ্রম সংকট এবং অন্যান্য সমস্যা তৈরি করেছিল। কিন্তু গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন প্রেসার ইনডেক্স অনুসারে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কের দেয়া তথ্যমতে, এ ধরনের বাধা ২০২১-এর ডিসেম্বরে প্রবল ছিল, যা ২০২২-এর এপ্রিল থেকে ক্রমাগত হ্রাস পায়। সুতরাং বলা চলে, মহামারী চলাকালীন যে প্রবল কর্মসংকট চলছিল তা পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। যার ফলে কর্মী ও কর্মসংস্থানের একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে মসৃণ অর্থনীতির দিকে এগিয়ে গেছে।

চাহিদার তুলনায় ক্রমবৃদ্ধিমান জোগানের যেকোনো অনুকূল পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার যা-ই থাকুক তা মূল্যস্ফীতি কমিয়ে রাখে। প্রশ্ন হলো, কেন এ পরিবর্তনের ফলে জিডিপি বৃদ্ধি না পেয়ে মূল্যস্ফীতি কমেছে। গত বছর থেকে মার্কিন প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। চরম অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেও মুদ্রাস্ফীতির অপরিবর্তিত অবস্থান জনমনে নিঃসন্দেহে স্বস্তি দিয়েছে

পরিশেষে, উত্তরটা হয়তো মুদ্রানীতি কঠোর করার মধ্যেই নিহিত। যদি ২০২২ সালের মার্চের পর ফেড যদি সুদের হার না বাড়িয়ে দিত, তাহলে হয়তো মার্কিন অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করত। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও মার্কিন অর্থনীতিকে হয়তো আজও উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্য দিয়েই যেতে হতো।

যে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তার জন্য প্রশংসা বণ্টনই শ্রেয়। মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সময়ে প্রশংসার যোগ্য দাবিদার।

জেফ্রি ফ্রাংকেল: হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাপিটাল ফর্মেশন অ্যান্ড গ্রোথ বিষয়ের অধ্যাপক। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চের গবেষণা সহযোগী, [স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট] ভাষান্তর: নূশরাত জাহান সিনথিয়া

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

Happy Thanksgiving
PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (Nov 24 - 30, 2023) | Promo Code : PSP47
SALE $15.99/EA SIZE 8/10 HILSHA SHAHJALAL BRAND
SALE $20.99/EA SIZE 10/12 HILSHA CROWN BRAND
SALE 2/$28.99 SIZE 3 KG ROHU
SALE $2.99/LB PANGASH WHOLE
SALE $3.49/LB GOLDEN POMPANO FROZEN
SALE $3.29/LB TILAPIA FILLET
SALE $9.99/EA 31/40 2LB BAG SHELL-ON EZ-PEEL HEADLESS SHRIMP
SALE 3/$5.00 EACH $1.99 250 GM CROWN FARMS GURA BAILA
SALE 3/$5.00 EACH $1.99 250 GM CROWN FARMS KOI BLOCK
SALE 2/$5.00 EACH $2.99 250 GM CROWN FARMS DESHI PUTI BLOCK
SALE 3/$5.00 EACH $1.99 KESKI TRAY (HAOR)
SALE $18.99/EA 20 LB KRISHOK BASMATI RICE
SALE $13.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL
SALE $15.99/EA 5 LTR KIRLANGIC SUNFLOWER OIL
SALE 2/$6.99 1 LITR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE 2/$5.00 560 GM MAGGI MASALA NOODLES
SALE $11.99/EA 56.5 OZ NESTLE COFFEE MATE
SALE 2/$7.00 4 LB DOMINO SUGAR
SALE $18.99/EA 22 LB FIVE ROSES ALL PURPOSE FLOUR
SALE $3.79/EA WITH $75 PURCHASE CREAM-O-LAND MILK GALLON
PREMIUM SUPERMARKET CONTACT WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW
Premium Supermarket
11TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 11TH TO NOV 17TH 2023
BELLEROSE: THARU, TAZ — TEL: 347-657-8911
BRONX: TANEEZA RAZO, BIBI MOURIFF, MD S ALI — TEL: 347-658-0134
JACKSON HEIGHTS: ALAMGIR, SHARIF KHAN — TEL: 347-658-4362
JAMAICA: JAMAL ISLAM, MOHAMMED KHAN, MD HASSAN — TEL: 347-626-8798
OZONE PARK: PRIYA MALEK, MOHAMMAD ROSUL, EMRAN HUSSAIN — TEL: 347-658-0972
10TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE
BELLEROSE: THARU, TAZ
BRONX: RAMEL HUSSAIN, SUMAIYA SWEETY, MAIDUL ISLAM
JACKSON HEIGHTS: MD. TARIF KHAN, MD. LUTFOR RAHMAN MIZANUR RAHMAN
JAMAICA: ANTHONY JONNSON, SHAHANA PARVIN, AFIA BEGUM
OZONE PARK: ISHTIAQUE ALI, MUHAMMAD A, NUSRAT TANZIA
WINNER OF THE WEEK STORE VOUCHER $250
SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY
WE ACCEPT EBT
ADI'S The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
FOOD CERTIFIED 100% HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (November 17 - 30, 2023) | Promo Code : PSP07
আমরা ইবিটি কার্ড গ্রহণ করি WE ACCEPT EBT CARDS
আমরা ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি WE ACCEPT OTC CARDS
FREE ONION 10 LB WITH PURCHASE OF $50.00 UP
SALE $2.99/LB BEEF WITH BONE SINA MIX
SALE $2.99/LB CUBE CUT FROZEN GOAT
NO CUT NO CLEAN SALE 79¢/LB CHICKEN QUARTER LEG
SALE $1.99/LB CHICKEN BREAST
SALE $31.99/EA 50 LB DELTA PARBOILED RICE
SALE $17.99/EA 1 KG HILSHA
SALE $11.99/EA 3 KG ROHU
SALE $2.49/LB 3 KG MRIGEL
SALE $3.29/LB GOLDEN POMPANO FROZEN
SALE $12.99/EA 10 LB FRESH FOOD KALIJEERA
SALE $5.99/EA PER PACK LOOSE BAILA CROWN BRAND
SALE 3/$5.00 200 GM SHAHJALAL TRAY KESKI
SALE $8.99/EA 31/40 2LB BAG SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA HEADLESS RAW SHRIMP
SALE 2/$6.99 2 KG TEER ATTA / MAIDA
SALE $18.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $7.99/EA 25 PCS KAWAN PARATHA
SALE 3/$5.00 300 G OWNER DRY CAKE
SALE 2/$6.99 100 TEA BAG LIPTON TEA SACHET
SALE 3/$3.00 26 OZ RED CROSS SALT
SALE 2/$6.99 4 LB DOMINO SUGAR
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
SHOP TODAY AND BE A WINNER
SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW
ADI'S BRONX
9TH WEEK LUCKY WINNERS 17 NOVEMBER, 2023
SHAMWATTIE BACHU | RUMEL | SHUKUR ALI
9TH WEEK WINNERS PICTURES
10TH WEEK LUCKY WINNERS 18 NOVEMBER, 2023
ABU | SHANKAR KARMAKAR | RAYHAN
7TH WEEK WINNERS PICTURES
ADI'S SUPERMARKET WINNER OF THE WEEK STORE VOUCHER $250
আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT OTC Network EBT CARDS
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY

NYPD Traffic Enforcement Agent দের ইউনিয়ন CWA Local 1182 এর নির্বাচনে কমিউনিটির পরীক্ষিত সৈনিক এবং জব সেমিনারের সফল উদ্যোক্তা খান শওকত এর প্যানেল কে নির্বাচিত করে মূলধারায় আমাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন ।

Election-2023

VOTE TO STOP CORRUPTION & BETTER DIRECTION.

Better Union, Better Representation

Khan Showkat
President

Ahmad Mumtaz
Vice President

Chandan Das
Secretary Treasurer

Deb Dipal
Bx/Qns Delegate

Md Khan
Bx/Qns Delegate

Hock Ling Ding
Manhattan Delegate

Frank Fraser
Manhattan Delegate

Denia Cesar
Bkln/SI Delegate

Ballots will be mailed out on 11/29/2023 & will be counted on 12/20/2023.

a member since 2001

OUR AGENDAS

1. Members welfare fund. Max salary according to joining date. Forensic Audit & take legal steps to recover unauthorized spent money. File class action lawsuits to recover $744,000 & reimburse back to members.

2. Membership ID card, Reduce Union dues & operating costs, Financial updates regularly. Amend bylaws, top 3 executives restrict to 2 terms. Magazines with members' thoughts. Active all sub committees & empowered them. Official Facebook & Activity Logbook for Union Leaders.

3. Better training for Delegates and command Delegates and standard CD hearings to insure members' rights. Monthly Virtual meetings with members.

4. Introduce information seminars: Retirement Planning/ NYCERS benefits/ promotions exam coaching/ Medical/Dental/Vision & Prescription benefits/ Insurance Benefits/ Social Security benefits/ Housing benefits/ Labor rules/ OSHA regulations, etc.

5. Demand the file grievances: Stop Unfair management practices, Title change to TSO/TEO, Resolve Squad average, Resolve CD procedures, Active Local law 56, More Permits, Extend self enforcement areas, protection and safety, Adequate upgrade department vehicles, Adequate command floor space as per OSHA and labor regulations, Fair Promotions and upgrades opportunities, Better coverage and benefits etc.

6. Voting will be in front of every command, not by mail anymore.

> "Corruption and greedy leadership are destroying all the dreams and expectations of our members and our family members. Those Leaders are using this union as a vending machine for their own interests. They don't care members' opinions and any accountability. In order to save this union, it is very important to throw them out and establish a new leadership."
>
> – ***Khan Showkat***

Political Connections are Important to Achieve Demands

Khan Showkat with Senator Chuck Schumer.

Khan Showkat with Mayor Eric Adams.

Khan Showkat with Attorney Gen. Letitia James.

Khan Showkat with Hillary Rodham Clinton.

Will You Vote for Rahim & Sadik? YES or NO ??

(1). 500 members demanded a Free Annual Picnic. The board said "**NO**".
(2). 661 members demanded the $744,000 be returned from Syed Rahim or his impeachment. The board said "**NO**".
(3). 500 members demanded a forensic audit. The board said "**NO**".
(4). 200 members demanded a new Election Committee. The board said "**NO**".
(5). Hundreds of members demanded to update membership lists. The board said "**NO**".
(6). Hundreds of members demanded of remove the name of the bankrupt precedent from the bank accounts. The board said "**NO**".
(7). Former Office Secretary sued and costing us $744,000. The current Office Secretary takes salary sitting at home, not sitting in the office. Members have repeatedly demanded to hire someone new. The board said "**NO**".
(8). Members have repeatedly demanded to show us vouchers and receipts of the Accounts. The board said "**NO**".
(9). On 6/05/2020 CWA National Presidential meeting identified 37 irregularities and the loss of more than a million dollars about Local-1182. Hundreds of members demanded that for taken actions against the violators. The board said "**NO**".
(10). Hundreds of members have repeatedly demanded to reduce Union dues. The board said "**NO**".

Rahim & Sadik both are on the board. They did not accept any of your demands. Now they want your vote.

What you will say to them? YES or NO?

টমেটো কেন খাবেন?

পরিচয় ডেস্ক: সারা বছরই টমেটো পাওয়া যায়। তারপরও শীতের সময় এই সবজির স্বাদ যেন অনেক গুণ বেড়ে যায়। টমেটো সালাদ হিসেবে যেমন খাওয়া যায় তেমনি রান্না করেও খাওয়া যায়। টমেটোতে ভিটামিন এ, কে, বি ১, বি থ্রি, বি ফাইভ, বি ছিক্স, বি সেভেন ও ভিটামিন সিসহ নানা প্রাকৃতিক ভিটামিন পাওয়া যায়। এছাড়াও এতে ফোলেট, আয়রন, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্রোমিয়াম, কোলিন, কপার এবং ফসফরাসের মতো খনিজও থাকে।

নিয়মিত টমেটো খেলে যেসব স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়:

চুল ও ত্বকের জন্য ভালো : টমেটোতে থাকা লাইকোপিন ত্বকের ক্লিনজার হিসেবে কাজ করে। এটি ত্বক পরিষ্কার এবং সতেজ করে রাখতে সাহায্য করে। এতে থাকা ভিটামিন এ চুলের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে।

হাড়ের জন্য ভালো : টমেটোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন কে এবং ক্যালসিয়াম থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি ১০০ গ্রাম টমেটোতে ১১০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। এ কারণে নিয়মিত টমেটো খেলে হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস : টমেটো ভিটামিন এ এবং ভিটামিন থ্রিয়ের ভালো উৎস। এ দুটি উপাদান ক্ষতিকারক ফ্রি র‍্যাডিক্যাল থেকে শরীরকে মুক্তি দিতে সহায়তা করে। এতে শরীর সুস্থ থাকে।

হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখে : টমেটোতে থাকা ভিটামিন এ, ভিটামিন বি এবং পটাশিয়াম কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। সেই সঙ্গে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। এ কারণে এ সবজিটি হৃৎপিণ্ডের জন্য উপকারী।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে : টমেটোতে ক্রোমিয়াম নামক এক ধরনের খনিজ থাকায় এটি রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এ কারণে এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও উপকারী।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : টমেটোতে থাকা ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়াও ভিটামিন সি স্ট্রেস হরমোন কমাতে ভূমিকা রাখে। এ কারণে নিয়মিত টমেটো খেলে শরীরের শক্তি বাড়ে এবং শরীর সুস্থ থাকে।

রক্তশূন্যতা দূর করে : নিয়মিত দু-একটি করে টমেটো খেলে রক্তের কণিকা বৃদ্ধি পায়, রক্তশূন্যতা রোধ হয়। রক্ত পরিষ্কার থাকে। এছাড়া এটি হজমে সহায়তা করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ভূমিকা রাখে। সূত্র : এনডিটিভি

যাদের টমেটো খাওয়া ঠিক নয়

টমেটো অত্যন্ত পুষ্টিকর সবজি। এটা শীতকালীন সবজি হলেও আজকাল সারাবছরই পাওয়া যায়। টমেটো একাধিক জরুরি ভিটামিন ও খনিজের ভাণ্ডার। শুধু তাই নয়, এতে মজুত রয়েছে অত্যন্ত উপকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তারপরও এই উপকারী সবজিটি সবার জন্য স্বাস্থ্যকর নয়। এমনকী কিছু মানুষ আছে যারা টমেটো খেলে বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় পড়তে পারেন। টমেটো খেলে কাদের শারীরিক জটিলতা দেখা দেয় তা জানা যাক:

জিইআরডি থাকলে: জিইআরডি বা গ্যাস্টোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ থাকলে টমেটোর থেকে কিছুটা হলেও দূরত্ব বজায় উচিত। কারণ এই সবজিতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আপনার পেটের অস্বস্তির কারণ হতে পারে।

ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমে: পেটের একটি জটিল অসুখ হল আইবিএস। এই রোগে ভোগা রোগীদের টমেটো এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ টমেটোতে মজুত থাকা ফাইবার এই রোগীদের অন্ত্রে অস্বস্তি তৈরি করে। এর ফলে পেটে ব্যথা থেকে শুরু করে ডায়রিয়া, বমির মতো সমস্যা হতে পারে।

হিস্টামাইন ইনটলারেন্স থাকলে: টমেটোয় রয়েছে বেশ কিছুটা পরিমাণে হিস্টামাইন। এই উপাদান অনেকেরই সহ্য হয় না। আর এই কারণেই টমেটো খাওয়ার পরপরই অনেকের নাক বন্ধ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে পেটে ব্যথাও শুরু হয়। ত্বকের ব্যাশও দেখা দেয়। এ কারণে টমেটো খাওয়ার পর এই ধরনের কোনও সমস্যা দিলে দ্রুত বাদ দিন।

কিডনি স্টোন থাকলে: এই সবজিতে রয়েছে অক্সালেটের ভাণ্ডার। কিন্তু এই উপাদান কিডনি স্টোনের আকার বাড়াতে পারে। তাই যাদের কিডনি স্টোন আছে তারা টমেটো খাবেন না। এতে সমস্যা আরও বাড়বে।

ইউরিক অ্যাসিড থাকলে : টমেটোর বীজে রয়েছে অত্যধিক পরিমাণে পিউরিন যা রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কয়েকগুণ বাড়াতে পারে।

একাকিত্ব দিনে ১৫টি সিগারেটের সমান প্রাণঘাতী বলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

পরিচয় ডেস্ক: একাকিত্বকে একটি গুরুতর বৈশ্বিক স্বাস্থ্য হুমকি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এই সমস্যা মোকাবিলায় বেশ কয়েকটি উদ্যোগ চালু করেছে সংস্থাটি।

এ বিষয়ে এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একাকিত্ব শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে মারাত্মক পরিণতি নিয়ে আসতে পারে। এর ফলে বিষণ্নতা, উদ্বেগ ও আত্মহত্যার প্রবণতার মতো মানসিক সমস্যা ছাড়াও হৃদ্রোগ, স্ট্রোক, ডিমেনশিয়া এবং অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়তে পারে। পাশাপাশি একাকিত্বের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাও তৈরি হতে পারে মানুষের মধ্যে।

এসব দিক বিবেচনা করেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) একাকিত্বকে একটি গুরুতর বৈশ্বিক স্বাস্থ্য হুমকি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সংস্থাটি একাকিত্ব মোকাবিলায় নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের বিকাশ ও বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বজুড়ে কাজ করছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'আওয়ার অ্যাপিডেমিক অফ লোনলিনেস অ্যান্ড আইসোলেশন' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দাবি করেছে, নিঃসঙ্গতা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এমনকি এটি অকাল মৃত্যুর জন্যও দায়ী।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছেঅকাল মৃত্যুর প্রভাবক হিসেবে একাকিত্ব দিনে ১৫টি সিগারেট খাওয়ার সমান কাজ করে। এমনকি এটি স্থূলতা ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে সিগারেটের চেয়েও বেশি ভূমিকা রাখে। সামাজিক থেকে বিচ্ছিন্নতার ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের স্কুল, কর্মক্ষেত্র এবং নাগরিক সংস্থাগুলোতে অনুভূত হতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মক্ষমতা, উৎপাদনশীলতা এবং ব্যস্ততা হ্রাস পেতে পারে।

ফরচুন ম্যাগাজিনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সামাজিক সংযোগের ওপর একটি কমিশন চালু করবে।

ডায়াবেটিস রোগীর প্রতিদিন কতটা হাঁটা উচিত?

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও খাদ্যাভাস ডায়াবেটিসের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলছে। তাদের ভাষায়, শারীরিক সক্রিয়তা টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। প্রতিদিন ব্যায়াম করলে ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। সেই সঙ্গে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। ব্যায়াম পেশিতে ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে।

ডায়াবেটিস রোগীর প্রতিদিন কত ধাপ হাঁটা উচিত?

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সুস্থ থাকতে কোনো ব্যক্তিকে দিনে কমপক্ষে ১০ হাজার কদম হাঁটার পরামর্শ দেন। তবে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. অশোক কুমার ঝিংগান জানান, বিভিন্ন বয়সের জন্য হাঁটার কদম পরিবর্তিত হতে পারে। তার মতে, প্রতিদিন ১০ হাজার কদম হাঁটা ভালো, তবে সব বয়সীদের জন্য নয়।

তিনি জানান, বয়সের সাথে সাথে মানুষের শরীর পরিবর্তিত হয় এবং এই লক্ষ্য পূরণ করার ক্ষমতা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠতে পারে। তখন দিনে ১০ হাজার কদম যেকোন মূল্যে হাঁটতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে হাঁটলে শরীরে যে উপকারিতা হয় সেটা বোঝানোর জন্যই এই কদম নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে আদর্শ ধাপ গণনা ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ এবং শারীরিক সুস্থতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। ডা. অশোক কুমার ঝিংগানের মতে, মেডিটেশন মানসিক চাপ মোকাবেলা করতে এবং পেশির সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

সকালে কিশমিশ খেলে একাধিক উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: খালি পেটে কিশমিশ খেলে একাধিক উপকারিতা পাওয়া যায়।খাবার থেকে প্রতিদিন জীবনে চলার মতো শক্তি পাই। তবে এমন কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো খালি পেটে খেলে একাধিক উপকারিতা পাওয়া যায়। আর তাই শরীর ঠিক রাখতে চাইলে কী খাওয়া উচিত তা বেছে নিতে হবে নিজেকেই। তবে সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে কিশমিশ ভেজানো পানি যে শরীরের জন্য কতখানি উপকারী তা কি জানেন?

আজকাল ব্যস্ত জীবনযাত্রায় চটজলদি খাবারে ভরসা করেন অনেকেই। সেই তালিকায় থাকে স্যান্ডউইচ, বার্গার, পিৎজার মতো খাবার। দিনের পর দিন ক্যালোরি সমৃদ্ধ এই সব খাবার খেলে পেটের সমস্যা তো হবেই! পেট পরিষ্কার না হলে গ্যাস্ট্রিক, বুকজ্বালা, হজম না হওয়া এসব লেগে থাকবে। তবে এসব সমস্যা সমাধানে দারুণ কাজে আসে কিশমিশ।

কিশমিশে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, ফাইবার এবং আয়রনের মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে। আরব দেশে সকালে উঠেই মুখে কিশমিশ রাখার চল রয়েছে। অনেকেই কিশমিশ ভেজানো পানি খান। এ ছাড়াও প্রতিদিন বাদাম, কিশমিশ, আমন্ড, পেস্তা একমুঠো খেতে পারলেও পাবেন দারুণ উপকার।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং ডায়েটিশিয়ানের মতে, খালি পেটে ভিজিয়ে রাখা কিশমিশ খেলে তা শরীরের নানা উপকার করে। উচ্চরক্তচাপ থেকে শুরু করে কোষ্ঠকাঠিন্যসহ অনেক সমস্যাই দূর হয় কিশমিশের গুণে। চলুন জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত-

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে : কিশমিশের পানি কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য একটি ওষুধ হিসেবে প্রমাণিত। কারণ এতে ফাইবার এবং রেচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এই ঘরোয়া প্রতিকারটি দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্যেও কার্যকর।

গ্যাস্ট্রিকের চিকিৎসা : যারা প্রায়ই গ্যাস্ট্রিক এবং বদহজমের সমস্যায় ভোগেন, তাদের প্রতিদিন খালি পেটে ভেজা কিশমিশ খাওয়া উচিত।

শীতে বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি এড়াতে কী খেতে পারেন

পরিচয় ডেস্ক:আবহাওয়া এখন অনেকটাই ঠান্ডা। বিশেষ করে রাতের দিকে ভালো ঠান্ডা পড়ছে। আর এ কারণে এরই মধ্যে সর্দিকাশি, জ্বরে ভুগছেন অনেকেই।

শীত আসতেই নানা সংক্রমণ জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে শরীরে। আর তাই শীতে বিভিন্ন রোগ থেকে দূরে থাকতে খাওয়া-দাওয়ায় একটু বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। এ সময় সুস্থ থাকতে কোন খাবারগুলো বেশি করে খাবেন জেনে নিন:

সাইট্রাস জাতীয় ফল : কমলালেবু, পাতিলেবু, আঙুর হলো সাইট্রাস জাতীয় ফল। এই ধরনের ফলে ভিটামিন সি'র পরিমাণ অনেক বেশি।

এই ভিটামিন শরীরকে ভেতর থেকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। রোগের সঙ্গে লড়াই করতে চাই প্রতিরোধ ক্ষমতা। এই ফলগুলো খেলে ভেতর থেকে সেই শক্তি পাওয়া যাবে।

দই : দই হলো প্রোবায়োটিক উপাদন সমৃদ্ধ খাবার। প্রোবায়োটিক শরীরের খেয়াল রাখতে পারে। প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। রোগবালাইয়ের সঙ্গে লড়াই করতে শরীরে বাড়তি শক্তি জোগায় দই। শীতে সুস্থ থাকতে টক দই খান বেশি করে।

আদা : রান্নার স্বাদ বৃদ্ধির পাশাপাশি আদা শরীরের খেয়াল রাখতেও সমান উপকারী। বিশেষ করে সর্দি-কাশির ঝুঁকি এড়াতে আদার জুড়ি মেলা ভার।

রান্নায় আদা তো ব্যবহার করবেনই, পাশাপাশি পান করুন আদা চা। এতে খুসখুসে কাশি, গলাব্যথাসহ নানা সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

সবুজ শাকসবজি : শীত আসতেই বাজারে উঠতে শুরু করে রংবেরঙের শাকসবজি। সবুজ শাকসবজিতে আছে মিনারেলস, ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মতো উপাদান। এগুলো শরীরের প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

বেদানা বা ডালিমের উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: টকটকে লাল, রসালো ফল বলতেই মনে আসে বেদানা বা ডালিমের কথা। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমন মিষ্টি। বিভিন্ন পুষ্টিগুণেও ভরপুর এই সুস্বাদু ফল। ভিটামিন, ফোলেট, পটাশিয়াম এবং নানা রকম অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে এই ফলে। সব মিলে স্বাস্থ্যের যত্ন নেয় বেদানা। তবে জানেন কি ডালিমের এর বীজেও রয়েছে নানা স্বাস্থ্যগুণ! হৃদরোগ এবং ক্যানসার-সহ নানা দীর্ঘস্থায়ী রোগভোগের হাত থেকে রক্ষা করে আমাদের। তাই রোজের ডায়েটে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন ডালিম। চলুন জেনে নেয়া যাক ডালিম খাওয়ার উপকারিতা:

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর : সার্বিক সুস্থতার জন্য অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেদানার বীজে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে প্রচুর। এতে রয়েছে পলিফেনলের মতো অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, যা ফ্রি র‍্যাডিকেলের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এছাড়া, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগও প্রতিরোধ করতে পারে।

হজমশক্তি বাড়ায় : ডালিমের বীজ হজম ক্ষমতা বাড়ায়। এই ফলের বীজে ফাইবারের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। অন্ত্র এই ফাইবার থেকেই পুষ্টিগুণ শোষণ করে। যে কারণে ডালিম খেলে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর হয়। তাছাড়া, ডালিমের বীজে ফাইবার এবং প্রদাহ-বিরোধী গুণ থাকার কারণে হজমও ভালো হয়। হজম সংক্রান্ত নানা সমস্যা দ্রুত নিরাময় হয়।

হার্ট সুস্থ থাকে : ডালিমের বীজ কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে, রক্তচাপ কমায় এবং রক্তনালীগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ফলে এই বীজ খেলে হার্ট সুস্থ থাকে। প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে ডালিম কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহ কমায়। ফলে হার্টের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে।

ত্বকের জন্য ভালো : স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী এই ফল। বেদানা ত্বকের বলিরেখা কমায়, ট্যান পড়া আটকায়, ব্রণ কমায়, কোলাজেন উত্পাদন বৃদ্ধি করে এবং ত্বককে ডিটক্সিফাই করে। এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান অকাল বার্ধক্যের ঝুঁকি কমাতেও সহায়ক। তাই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এবং তারুণ্যময় ত্বক পেতে হলে রোজ অবশ্যই খান বেদানা।

ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় : ডালিমের বীজ ক্যানসারও প্রতিরোধ করতে পারে। এর বীজে এমন কিছু যৌগ রয়েছে, যেগুলি শরীরে ক্যানসার কোষের বৃদ্ধিতে বাধা দেয় এবং অ্যাপোপটোসিস প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। অ্যাপোপটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীর স্বাভাবিকভাবে ক্ষতিকারক কোষগুলিকে নির্মূল করতে পারে। যদিও এই বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। তবে ক্যানসারের প্রকোপ থেকে বাঁচতে রোজের ডায়েটে বেদানা রাখতেই পারেন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : বেদানার মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, পটাশিয়াম, ফোলেটের মতো বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ। ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে, ভিটামিন কে হাড় সুস্থ রাখে। অন্যদিকে, পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং ফোলেট কোষ মেরামতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাই প্রতি দিন ডালিমের রস বা বেদানা খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে এবং শরীরও সুস্থ থাকবে। এছাড়া, ডালিমের রয়েছে তিন প্রকার অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট-ট্যানিন, অ্যান্থোসিয়ানিন ও এলাজিক অ্যাসিড। অ্যান্থোসিয়ানিন দেহ কোষ সুস্থ রাখার ফলে ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে পারে।

দই চিকেন

পরিচয় ডেস্ক:খুব সহজ উপায়ে তৈরি করতে পারেন দই চিকেন রেসিপি। আসুন জেনে নেই রেসিপি...

উপকরণ: মুরগি টুকরো করা ১ কেজি, তেল ৪ টেবিল চামচ, লবঙ্গ ৩ টি, এলাচ ২ টি, দারুচিনি ছোট ১ স্টক, তেজপাতা ২ টি, শুকনো লাল মরিচ ৫ টি, পেঁয়াজ কুচি দেড় কাপ, রসুন কুচি ১ চা চামচ, রসুনের কোয়া ১০ টি(একটু সেঁচে নেয়া), ধনে গুঁড়া দেড় টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, মেথি গুঁড়া আধা চা-চামচ, টক দই ১ কাপ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, মধু ১ চা চামচ, লবণ ১ চা চামচ।

প্রস্তুত প্রণালী: প্রথমে বোলে মুরগির টুকরোগুলো নিয়ে তাতে টক দই, লেবুর রস, আদা বাটা, রসুন বাটা, মধু ও লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ফ্রিজে ২ ঘণ্টা রেখে

একটি প্যানে তেল গরম করে তাতে এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা ও শুকনো লাল মরিচ দিয়ে নাড়ুন। এবার পেঁয়াজকুচি ছেড়ে দিয়ে ৫ মিনিট ভাজুন।

এরপর আদা ও রসুন বাটা দিন। ২ মিনিট ভাজুন। ধনে গুড়া, মরিচের গুঁড়া ও মেথি গুঁড়া দিয়ে মেশান

ম্যারিনেটেড মুরগির টুকরাগুলো ছাড়ুন এবং লবণ ছিটিয়ে ভালো করে মেশান। প্যানটি ঢেকে দিয়ে আধাঘন্টা মাঝারি আঁচে রান্না হতে দিন। ঢাকনা খুলে নেড়ে দিন এবং আরো ৩ মিনিট রাধুন গ্রেভিটা আরেকটু ঘন হওয়ার জন্য। রান্না হয়ে গেলে চুলা বন্ধ করুন এবং গরম ভাত, পোলাও, নান বা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন সুস্বাদু স্পাইসি চিকেন।

সরিষার তেলে মুরগির কষা মাংস

পরিচয় ডেস্ক: স্বাদে বদল আনতে মুরগির মাংস রান্না করে ফেলতে পারেন একটু ভিন্ন রেসিপিতে। সরিষার তেলে কীভাবে কষা মুরগির মাংস রান্না করবেন জেনে নিন।

১ কেজি মুরগির মাংসের সঙ্গে ১টি পেঁয়াজ ও টমেটো কুচি মিশিয়ে নিন। ২০০ গ্রাম টক দই, ১ চা চামচ জিরার গুঁড়া, ধনে গগুঁড়া ও হলুদ গুঁড়া মিশিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন মাংস। ব্লেন্ডারে রসুন ও শুকনো মরিচের সঙ্গে ভিনেগার মিশিয়ে ঘন ও মসৃণ পেস্ট বানিয়ে নিন।

কড়াই বসিয়ে দিন চুলায়। সরিষার তেল গরম করে রসুনের পেস্ট ও ম্যারিনেট করা মাংস ঢেলে দিন। ভালো করে কষিয়ে নিন। আলুর টুকরো ও কাঁচা মরিচ দিয়ে মাঝারি আঁচে রেখে মাংস কষাতে থাকুন। কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে সেদ্ধ করে নিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে ১ চা চামচ বিরিয়ানি মসলা দিন। অল্প পরিমাণে গরম পানি ঢেলে দিন। পানি শুকিয়ে এলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিংড়ি পোলাও

পরিচয় ডেস্ক:চাইলে স্বাদ বদলাতে তৈরি করতে পারেন চিংড়ি পোলাও। একবার খেলেই মুখে লেগে থাকবে এর স্বাদ। জেনে নিন চিংড়ি পোলাওয়ের সহজ রেসিপি-

উপকরণ: ১. চিংড়ি আধা কেজি ২. পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ ৩. টমেটো কুচি ১ কাপ ৪. কাঁচা মরিচ ৪-৫টি ৫. লবণ স্বাদমতো ৬. বাসমতি বা পোলাও চাল আধা কেজি ৭. আদাবাটা ১ টেবিল চামচ ৮. রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ ৯. আস্ত গরম মসলা ৫ গ্রাম
১০. তেজপাতা ২টি ১১. শুকনো মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ ১২. হলুদ গুঁড়া আধা টেবিল চামচ ১৩. ধনে গুঁড়া ১ টেবিল চামচ ১৪. টকদই আধা কাপ ১৫. গোলাপ জল ১ চা চামচ ও ১৬. কেওড়া জল আধা চা চামচ।

পদ্ধতি: প্রথমে বাসমতি বা পোলাও চাল ঘণ্টাখানেক ধুয়ে রাখতে হবে। তারপর চালের পানি ঝরিয়ে নিন। অন্যদিকে কেটে ধুয়ে রাখা চিংড়িগুলোতে লবণ, হলুদ, মরিচের গুঁড়া মিশিয়ে নিন।

এবার চুলায় প্যাসয়ে তেল গরম করে চিংড়িগুলো ভেজে তুলে নিন। তারপর তেজপাতা, আস্ত গরম মসলা ও পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। পেঁয়াজ হালকা ভাজা হলে তাতে টমেটো কুচি দিয়ে নেড়ে চেড়েনিন।

এরপর আদা-রসুন বাটা মিশিয়ে নেড়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। কিছুক্ষণ পর ২ টেবিল চামচ টকদই দিয়ে আবারও কষিয়ে নিন। সামান্য পানি দিয়ে ভালো করে মসলা কষাতে হবে।

এরপর ধনে গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, লবণ ও কয়েকটি কাঁচা মরিচ দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। ৫ মিনিট কষিয়ে নিন। তেল উপরে উঠে এলে দিয়ে দিন সামান্য চিনি ও চিংড়িগুলো। তারপর ঢেকে রান্না করুন ৫ মিনিট।

মসলা থেকে চিংড়ি মাছগুলো একটি পাত্রে তুলে নিন। আর ওই মসলায় চাল দিয়ে দিন। মসলার সঙ্গে চাল ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার এতে পরিমাণমতো গরম পানি ঢেলে দিন।

তারপর পোলাও নেড়ে চুলা বন্ধ করে দিন। ৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল চিংড়ির পোলাও। ছুটির দিনে পরিবারসহ উপভোগ করুন দারুন স্বাদের এই পোলাও।

গরুর ঝাল ভুনা

পরিচয় ডেস্ক:গরম ভাতের সাথে গরুর মাংসের ঝাল ভুনা খেতে অসাধারণ। বানিয়ে নিন খুব সহজে।

উপকরণঃ গরুর মাংস ১ কেজি, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১ কাপ, লবণ প্রয়োজনমতো, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ কাপ, শুকনা মরিচ ১০-১২টা, সয়াবিন তেল পৌনে ১ কাপ।

প্রণালীঃ আদা, রসুন, পেঁয়াজ বাটা দিয়ে মাংস আধা ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। তেলে পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা করে এবং শুকনা মরিচ ভেজে তুলে রাখতে হবে। ওই তেলে মাখানো মাংস দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করতে হবে। প্রয়োজনে অল্প গরম পানি দিতে হবে। সেদ্ধ হলে পেঁয়াজ বেরেস্তা ও শুকনা মরিচ গুঁড়া করে দিতে হবে। ১৫ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

পরবর্তী রাজনৈতিক ধাপ কী

১৪ পৃষ্ঠার পর

সরকারের কোনো বিধান ছিল না (সংবিধানে)। নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশী দলের মধ্যে সৃষ্ট এ বিরোধ নিজেরা মেটাতে পারেননি। পারেননি কমনওয়েলথের সেক্রেটারি জেনারেলের প্রতিনিধি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্নর জেনারেল স্যার নিনিয়ান স্টিফেনও। শেষ না হওয়া এক পলিটিক্যাল ফ্যালাসি বয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের প্রধান সব রাজনৈতিক দল।

নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধ নতুন সহস্রাব্দেও মুক্তি দেয়নি বাংলাদেশকে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের বয়স বাড়ায়। নিজেদের বলয়ের ব্যক্তির তত্ত্বাবধায়কপ্রধান হওয়া নিশ্চিত করতে সংশোধন করে সংবিধান। বিচারপতি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা করার পথ নিশ্চিত করতে এই তৎপরতা।

সংবিধানের এমন পরিবর্তন আওয়ামী লীগ ও তার মহাজোটের শরিকেরা প্রতিহত করতে সোচ্চার ছিল। তবে বিচারপতি কে এম হাসান নিশ্চিতভাবে পদলোভী ছিলেন না। যৌক্তিকতা মেনে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সংবিধানে নির্ধারিত অবশিষ্ট পদক্ষেপগুলো প্রতিপালন না করে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন, যা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট পরিচালিত রাজপথের আন্দোলনকে আরও অনমনীয় করে তোলে।

পরবর্তী সময় আওয়ামী লীগ আদালতের রায়ের আদেশ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে। এখানে কোনো দলই যৌক্তিকতার অনুশীলন করেনি। স্টিভেন পিংকার তাঁর বই র‍্যাশনালিট-এ বলেন, 'অধিকাংশ মানুষই যৌক্তিক হতে চায় না। তারা চায় কেবল তার পক্ষই জিতুক। আমাদের প্রধান সব রাজনৈতিক দলও এর ভিন্ন কিছু করে না।'

ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনামের বয়ানে এক পলিটিক্যাল প্যারাবল দিয়ে শেষ করা যায়...এই ঘটনাক্রম ৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে টাইম বা নিউজউইক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক কার্টুনের কথা মনে করিয়ে দেয়। সে সময় তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের নেতাদের আলোচনার টেবিলে আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কার্টুনে দেখা যায়, উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা বলছেন, 'আমরা কখনোই দক্ষিণের সঙ্গে কথা বলব না' এবং অপর পক্ষ বলছে, 'আমরা কখনোই উত্তরের সঙ্গে কথা বলব না' এবং কিসিঞ্জার বলছেন, 'আমি দেখছি যে উভয় পক্ষই একটি বিষয়ে একমত।'

আমাদের দুই দলও 'একমত', একে অপরের সঙ্গে কোনো আলোচনায় যাবে না। তাহলে আমাদের জন্য পরবর্তী ধাপ কী? একটি সম্পূরক প্রশ্ন, বিএনপি কি নির্বাচনে অংশ নিয়ে সেই খরগোশের মতো সবাইকে বিহ্বল করে দিতে পারে? এম এম খালেকুজ্জামান আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট, বাংলাদেশ।দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

বিএনপি নির্বাচনে যাবে কি?

১৬ পৃষ্ঠার পর

এবং বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলে নির্বাচন কমিশন পুনঃতফসিলের বিষয়টির বিবেচনা করবে। ওবায়দুল কাদেরের বহুল কথিত খেলা এটি। খেলোয়াড়ের হাত-পা বেঁধে তাকে বলছেন দৌড়ান। বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের এমন কোনো নেতা বাকি নেই যারা তথাকথিত দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বিএনপিকে উপদেশ দিচ্ছেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা। কখনো বলছেন, আন্দোলনের অংশ হিসেবে তাদের অংশগ্রহণ করা উচিত। আবার কেউবা শক্তিশালী বিরোধী দল হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

তার মানে হচ্ছে, বিএনপি বিরোধী দল হওয়ার জন্যই জন্ম নিয়েছে। চিরকালই ক্ষমতায় থাকবে আওয়ামী লীগ। এর দ্বারা তারা কয়েকটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। প্রথমত, গণতান্ত্রিক পাশ্চাত্যকে তারা দেখাতে পারবে- অংশগ্রহণমূলক ও অর্ন্তভুক্তিমূলক নির্বাচন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক পরিবেশ রয়েছে। তৃতীয়ত, তাদের ক্ষমতায় আরোহণকে লেজিটেমেট বা আইনানুগ দেখাতে পারবে। চতুর্থত, তারা যে সংবিধান সংবিধান বলে চিৎকার করছে তার সারবত্তা প্রমাণ করতে পারবে। পঞ্চমত, নির্বাচনী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাস্তবতা নাকচ করতে পারবে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আওয়ামী লীগ কিছু বিশ্বাসঘাতককে ভাড়া করতে পেরেছে। তারা বলছে, বিএনপির নির্বাচনের বিকল্প নেই। তারা তাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নেতিবাচক কথাগুলোকে ইতিবাচক টোনে বলছেন। তারা বলছেন, বিএনপি ছাড়া আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এককভাবে লড়ার কারো ক্ষমতা নেই। তারা বিএনপির স্থানীয় নেতৃত্বকে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করার সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তোষামোদি খোশামোদির মাধ্যমে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে মুক্ত করার অপস্বপ্ন দেখাচ্ছে। সরকার শক্তি মদমত্ততার ভীতি প্রদর্শন করছে। সেই সাথে এমপি ও অঢেল অর্থের লোভ দেখাচ্ছে।

'দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের স্বার্থে মুজিবকন্যা শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা' দিচ্ছে। বিএনপির অপভ্রংশ এনপিপি নামের দলটি ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে অবৈধ নির্বাচনকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছে। ইসলামের নামে সবসময় ব্যবসাদার 'উলামায়ে ছু' চাতুর্যের ভাষায় 'দেশ, জাতি, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে' নাজায়েজকে জায়েজ করার অপচেষ্টা করছে। তাহলে গোটা জাতির সামনে এটি পরিষ্কার যে, সরকার বিএনপি বিভাজন, দরকষাকষি, ভীতি ও লোভ দেখিয়ে একতরফা নির্বাচনকে সম্ভব করার পাঁয়তারা কষছে। তবে 'দিল্লি হনুজ দুরস্থ'-দিল্লি এখনো অনেক দূর।

আশার কথা এই যে, ২৮ অক্টোবরের নির্মমতার পর রাজনীতিতে নতুন করে দ্রুত মেরুকরণ ঘটেছে। বিএনপি ও তার মিত্র শক্তিগুলোর এখন অবরোধ ও হরতালের মতো কঠিন আন্দোলনে রয়েছে। একই সাথে আন্দোলন করছে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন, বাম গণতান্ত্রিক জোটসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার প্রশ্নে অনড় এই দলগুলো। এই ইস্যুতে অভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে তারা। বিএনপি ২৮ অক্টোবর পরবর্তীকালে যোগাযোগ বাড়িয়েছে এদের সাথে। রাজপথের আন্দোলনকে এরা আরো জোরদার করার পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিশেষ করে জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বিএনপি। অতীতে যাই ঘটুক না কেন এই সময়ে এই প্রধান তিনটি দল নিকটতরভাবে অবস্থান করছে।

জামায়াতের নিবন্ধন প্রশ্নে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, 'সংসদসহ সব স্তরে প্রতিনিধিত্বশীল দলের নিবন্ধন বাতিল সুবিচারের প্রমাণ বহন করে না।' জামায়াতে ইসলামী প্রতিদিন গ্রেফতার ও নির্যাতন উপেক্ষা করে সরকারের অপশাসন ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রাজপথে থাকছে। চরমোনাই পীর সাহেব গত সপ্তাহে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দলের সাথে পরামর্শক্রমে বৃহত্তর আন্দোলন ও সমন্বিত কর্মসূচির আহ্বান জানিয়েছেন। আশা করা যায়, চরমোনাই পীর সাহেবের নেতৃত্বে বহমান আন্দোলনটি চূড়ান্ত রাজনৈতিক সফলতা অর্জন করবে।

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একজন সাধারণ নাগরিকও বোঝে যে, বিএনপির আশু নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্ভব নয় এবং কাম্যও নয়। যে রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিএনপি রাজপথ কাঁপিয়েছে তা শুধু ক্ষমতায় আরোহণের আন্দোলন নয়। রাষ্ট্র ও নির্বাচনের সংস্কার তার উদ্দীষ্ট বিষয়। নির্বাচনী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে বিষয়টি বিএনপির বর্তমান আন্দোলনের প্রধান ইস্যু, তা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বিএনপি নৈতিকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে না। শক্তি ও ভীতি প্রয়োগের যে নীতি ক্ষমতাসীনরা গ্রহণ করেছে তার কাছে বিএনপি নতি স্বীকার করতে পারে না। রাজনীতি সম্পর্কে যারা সাধারণ খবর রাখেন তাদের কাছেই নিশ্চয়ই এই বার্তাটি আছে যে, দেশের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ মানুষ বিএনপির সাথে রয়েছে।

জনগণই যদি হয় ক্ষমতার উৎস তাহলে বিএনপির ক্ষমতা অর্জন সময়ের ব্যাপার মাত্র। নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে বিএনপি শেষ হয়ে যাবে- এই তত্ত্ব যারা দিচ্ছেন তাদের মনে রাখা প্রয়োজন, ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে বিএনপি যখন এরশাদের বোগাস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি তখন সুবিধাবাদীরা একই কথা বলেছিল। অবশেষে ১৯৯১ সালে এ দেশের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে অভাবনীয়ভাবে বিএনপি জয়লাভ করে। সাহস-দৃঢ়তা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা নিয়ে বর্তমান সঙ্কট অতিক্রম করতে হবে। অবশেষে একজন রাষ্ট্রদার্শনিকের ভাষায় বলি- 'দেশটি তোমাদের এবং আমাদের, অবশেষে আমাদের।' ড. আবদুল লতিফ মাসুম অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

অ্যান্টি-মানিলন্ডারিং সূচকে বাংলাদেশের ৫ ধাপ উন্নতি

১১ পৃষ্ঠার পর

পালন করেছে। এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিংয়ের (এপিজি) মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট রিপোর্ট মোতাবেক, বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স-এর (এফএটিএফ) ৪০টি সুপারিশের মধ্যে ৮টিতে কমপ্লায়েন্ট, ২৭টিতে লার্জলি কমপ্লায়েন্ট ও ৫টিতে পার্শিয়াল কমপ্লায়েন্ট রেটিং পেয়েছে।

উল্লেখ্য, দ্য ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অভ গভর্নেন্স গত ১২ বছর ধরে কোনো একটি দেশের যে পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ব্যাসেল এএমএল ইনডেক্স নির্ধারণ করে থাকে সেগুলো হলোড্মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিপালন (৬৫%); ঘুষ ও দুর্নীতি (১০%); আর্থিক স্বচ্ছতা ও মানদণ্ড (১০%); স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি (৫%); এবং আইনগত ও রাজনৈতিক ঝুঁকি (১০%)।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

ইসরায়েলের ‘আত্মরক্ষার অধিকার’ ও ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর নিয়তি

১৬ পৃষ্ঠার পর

দেখেছেন, তাদের মনের কী অবস্থা? তুলনার জন্য একটি তথ্য উপস্থাপন করা যায়ড়ধ্বসে পড়া রানা প্লাজা থেকে দুই হাজার ৪৩৮ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। হয়তো কয়েকটি শাবল, পাথর তোলার যন্ত্র, কিছু প্রাথমিক সরঞ্জামড়একটি ক্রেন বা বুলডোজারড়হয়তো হাজারো মানুষের জীবন বাঁচাতে পারত। কিন্তু বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ছাড়া এ ধরনের কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা যাচ্ছে না। হয়তো, এক গ্লাস পানি পেলে মৃত্যুপথযাত্রী একটি শিশুর অন্তিম মুহূর্তগুলো একটু সহজ হতো।

অধিকৃত পশ্চিম তীরে, যেখানে হামাসের অস্তিত্ব নেই, সেখানেও প্রতিদিন ইসরায়েলি সেনা ও দখলদার বসতি স্থাপনকারীরা ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে। অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা যাদের জমি জোর করে দখল করছে, তাদেরকে হত্যা করতে পারে। পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদেরকে হত্যার ন্যায্যতা দিতে বলা হচ্ছে, তারাও নাকি সন্ত্রাসী অথবা সন্ত্রাসীদের সমর্থক। দীর্ঘদিন ধরেই অমানবিক আচরণের শিকার হচ্ছেন ফিলিস্তিনিরা। এ কারণেই তাদের সঙ্গে ঘৃণা, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও পশুর মতো আচরণ করা হচ্ছে বছরের পর বছর, সেনাসদস্য ও বসতি স্থাপনকারী ইসরায়েলিদের মনে নিশ্চয়ই এ বিষয়টি ঢুকে পড়েছে যে, ফিলিস্তিনিরা তাদের চেয়ে নিচু জাতের মানুষ এবং এ কারণে আন্তর্জাতিক আইনে মানুষকে যেসব অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, তারা সেগুলোর যোগ্য নয়। এমনকি, ফিলিস্তিনি মায়েদের কোলে জন্ম নেওয়া শিশুদেরকেও মানব-শিশু হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তা না হলে, তারা কীভাবে ইনকিউবেটরের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করতে পারে? আজ হোক অথবা আগামীকালড়আমরা চাই আজইড়যুদ্ধ শেষ হবে এবং বর্বরতার অবসান ঘটবে। কিন্তু এরপর প্রশ্নবিদ্ধ হবে বিশ্ব-বিবেক। ঘৃণা, অবিশ্বাস ও সন্দেহ ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে। আদর্শবাদের আরও অবক্ষয় হবে এবং আরও বেশ কিছু দেশে আদর্শের জায়গা দখল করবে ঘৃণার বেসাতি। মূল্যবোধের জায়গা দখল করবে নির্দয় ক্ষমতার জোর। লোকরঞ্জনবাদ (পপুলিজম) ও উগ্র-জাতীয়তাবাদ নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করবে। সেখান থেকে যুদ্ধবাজদের জন্ম হবে। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে আমরা সামরিক ব্যয় বাড়তে দেখব। নিরাপত্তার নামে নাগরিকদের নজরদারির আওতায় আনা হবে এবং ভিন্নমত প্রকাশের জায়গা আরও সংকুচিত হবে। চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। পাশ্চাত্যে যারা নিজেদের নৈতিকতার প্রতিভূ হিসেবে দাবি করেড়তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে ফিলিস্তিনে একেকজনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কমছে। তাদের মানবাধিকার ও স্বাধীনতার বুলিগুলো খুবই হালকা হয়ে যায় যখন তাদের বৈষম্য করতে দেখা যায়। ইসরায়েল প্রতিটি আন্তর্জাতিক আইন যথেচ্ছভাবে লঙ্ঘন করছে, যা পশ্চিমাদের অবস্থানকে আরও নড়বড়ে করছে। আর ইসরায়েলকে যে অবস্থানে রাখা হয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে এমন কোনো আন্তর্জাতিক আইন, নীতি বা মানবিক মূল্যবোধ নেই যা সব মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

আমরা কি এমন এক যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, যেখানে সভ্যতার মূল্যবোধ নয়, বরং বন্দুকের নলই সবকিছু নির্ধারণ করবে? নীতি-নৈতিকতা ছুড়ে ফেলে ইসরায়েল যে ক্ষমতার পূজা করছে, সেখানে আমরা প্রতিদিন এটাই দেখতে পাচ্ছি।

আর এমনটা হলে আমাদের এখন এই অর্থহীন কথাবার্তা বন্ধ করা উচিত। কারণ, ইসরায়েলকে তাদের আত্মরক্ষার অধিকার দিতে হবে। মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার, ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান

বড় দুই দল দুই দিকে, জনগণ মাঝখানে

১৪ পৃষ্ঠার পর

জনগণের নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতেরও। ক্ষমতা পেয়ে সেটা ভুলে গেছেন। তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ যে বাঙালীকে দুর্বল করবে তা নিয়ে ভাবেননি। দুর্বল তো করবেই। স্মৃতি, অভ্যাস, উচ্চারণ, দৃশ্য সব দিক দিয়েই অনাবশ্যক শক্তিক্ষয় ঘটবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা নিজেদের শিক্ষা ভুলতে গলদঘর্ম হবেন। হয়তো বিতর্ক বাধবে এবং ‘কী’পন্থি ও ‘কি’পন্থিরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রবল বিতণ্ডায়, কে জানে যুদ্ধেই লিপ্ত হয়ে যাবে কি না। কাজের কাজ নেই অকাজের পান্ডা হওয়ার মতো সময় আর যাদেরই থাকুক, আমাদের নেই, এটা যদি না বুঝি তাহলে আমাদের অব্যাহত নিম্নগামিতা সামনে থামবে এমনটা আশা করা শক্ত।

ভাষার ওপর হস্তক্ষেপের ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতেই হবে। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ধারপ্রবাহেই যে আমাদের নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সে সত্যটি তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে এও সত্য, ওই আক্রমণ আরও বহুবিধ হস্তক্ষেপেরই একাধারে দৃষ্টান্ত ও স্মারকচিত্র। ব্রিটিশ শাসনের কালে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন বাংলাতেই ছিল সবচেয়ে প্রবল, কিন্তু সেই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও পরিণামে বাংলার বিভাজনের অন্ধকারে যে প্রবেশ করেছিল তার কারণ হিন্দু ও মুসলিম মধ্যবিত্তের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে যুদ্ধ। প্ররোচনাটা ইংরেজরা দিয়েছে সেটা ঠিক, তারা উপভোগও করেছে; কিন্তু দ্বন্দ্বটা ভেতরে ছিল বইকি, নইলে ঘটনা অমনটা ঘটত না। ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি বাংলাদেশেও চলছে। দুই বড় দলের রাজনীতি নিয়ে বৈরীতার কারণে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এ ক্ষমতার কাড়াকাড়ি ভিন্ন কিছু নয়। এতে শক্তিক্ষয় হচ্ছে দেশবাসীর, কেননা ওই দুই পক্ষ একদিকে তাদের নিজেদের ভেতরকার গৃহদাহ সমগ্র জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে দেশবাসীকে বিভক্ত করে ফেলতে চাইছে, অন্যদিকে মানুষ ওই দুই পক্ষকে নিজেদের বিধিলিপি মনে করে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে এ দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কেননা এ যাবে তো ও আসবে এবং জনগণের দুর্দশা বাড়তেই থাকবে।

যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দেশে ক্রমাগত বিস্তার লাভ করেছে সেটি বড় নির্মম। এ দেশে পুঁজিবাদীরা উৎপাদন না করেই মুনাফা খোঁজে। কিন্তু এখন যে পুঁজিবাদ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে সে মুনাফা নয়, বরং লুণ্ঠনকেই বেশি পছন্দ করে। যার দরুন লুণ্ঠনই এখন আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে পারছে ওই কাজ করছে, যে পারছে না সে লুণ্ঠিত হচ্ছে। লুণ্ঠনের এ আগ্রহ সন্ত্রাসকে প্রতিহত করবে কি, উৎসাহ দেয়। দিচ্ছেও। অন্যদিকে এ অনুৎপাদক পুঁজিবাদ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি যে করছে তাও নয়। উল্টোটাই করেছে। উৎপাদনে তার আগ্রহ নেই, কেননা তার চরিত্রটাই হচ্ছে লুটপাটের। যে ঐক্য বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে খানখান হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে ভোগবাদিতাও বেড়েছে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। এটাও একটা ক্ষমতা প্রদর্শন বটে। বিত্ত জমেছে বিত্ত দেখাতে হবে, কেমন করে দেখাবে, ভোগের মধ্য দিয়েই দেখায়। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী শিক্ষাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক। দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশের সৌজন্যে

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law- Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◘ Bankruptcy ◘ Civil ◘ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

SUMMER PROGRAM CAMPS

FROM JUNE TO SEPTEMBER

KT KHAN'S TUTORIAL

ADVANCED ENRICHMENT CAMP GRADES 3 - 8

NEW YORK STATE WRITING, ELA, MATH EXAMS

TUESDAY - THURSDAY: IN-PERSON OR
FRIDAY - SUNDAY: DIGITALLY

LEARN NEXT YEAR'S MATERIAL AHEAD OF TIME!

FAMILIES WIN MEDALS AND OFFICIAL CERTIFICATES

SPECIALIZED HIGH SCHOOLS ADMISSIONS TEST (SHSAT)

ENROLLING AT: 6TH, 7TH, & 8TH GRADERS

TUESDAYS - FRIDAYS: BOOTCAMPS & WORKSHOPS
SATURDAYS / SUNDAYS: GROUP CLASSES

SHSAT TEST DATE: OCTOBER 2023
NEXT KHAN'S DIAGNOSTIC: JUNE 24, 2023

4,000 ACCEPTANCES! MOST ACCEPTANCES IN NYC!

SAT & COLLEGE ADMISSIONS REGENTS & HIGH SCHOOL SUBJECTS

2023 SAT TEST DATES: JUNE, AUGUST, OCTOBER

TUESDAY - FRIDAY: SAT SUMMER ELITE
SATURDAY - SUNDAY: SAT SUMMER PREMIUM

NEW STUDENTS ALSO RECIEVE OUR KHAN'S SAT BOOKS FOR FREE!

FREE COLLEGE ADMISSIONS WORKSHOPS

FEATURED IN:

WSJ BBC SPECTRUM NEWS1 PBS NEWSHOUR

CALL NOW AT 718-938-9451 OR VISIT KHANSTUTORIAL.COM

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো
Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাস্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

৪৮ দিন পর নির্ভয়ে রাতে ঘুমালো গাজাবাসী

৫ পৃষ্ঠার পর

এদিকে, ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির প্রথম দিনে ২৫ জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। এর মধ্যে ১২ জন থাইল্যান্ডের বন্দি ছিলেন বলে দেশটির প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। বাকি ১৩ জন ইসরায়েলি জিম্মি।

গাজায় যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর বাস্তবসম্মত সুযোগ আছে বললেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় শুরু হওয়া যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর বাস্তবসম্মত সুযোগ আছে বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, শুক্রবার প্রথম দফায় জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যকার যুদ্ধবিরতির 'সবে সূচনা' হয়েছে।

ম্যাসাচুসেটসের ন্যানটাকেটে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে সংঘাত ও যুদ্ধবিরতি পরিস্থিতি নিয়ে এসব কথা বলেন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে থ্যাংকসগিভিংয়ের ছুটি কাটাতে ন্যানটাকেটে অবস্থান করছেন বাইডেন।

যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও মিসরের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যকার চার দিনের যুদ্ধবিরতি গতকাল শুরু হয়েছে। এ যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতায় নেতৃত্ব দিয়েছেন বাইডেন। শুক্রবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দ্বিরাষ্ট্রিক সমাধানের রূপরেখা তৈরির ব্যাপারে নতুন করে কাজ করার সময় এসেছে।

কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, শুক্রবার হামাস প্রথম দফায় আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা রেডক্রসের কাছে ২৪ জিম্মিকে হস্তান্তর করেছে। এর মধ্যে ১৩ ইসরায়েলি নাগরিক, থাইল্যান্ডের ১০ নাগরিক ও ১ জন ফিলিপাইনের। ইসরায়েলও তাদের কারাগারে বন্দী থাকা ৩৯ ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুকে ছেড়ে দিয়েছে।

চুক্তির আওতায় জিম্মি মুক্তির পাশাপাশি চার দিন লড়াই বন্ধ রাখার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছে, তা-ও মানা হচ্ছে।

এই সাময়িক যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ার আশাবাদ জানিয়ে বাইডেন বলেন, 'আমি মনে করি, এ যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর বাস্তবসম্মত সুযোগ আছে।'

এ যুদ্ধবিরতি কার্যকর নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আজ সকালে কয়েক দিন মেয়াদি এ চুক্তি কার্যকর হওয়ার সময়ে আমি আমার দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এ তো কেবলই শুরু। তবে এখন পর্যন্ত যা হয়েছে, তা ভালোভাবেই হয়েছে।'

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় হামাস। ইসরায়েলের ভাষ্যমতে, হামাসের এ হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত হন। এ ছাড়া দুই শতাধিক ব্যক্তিকে ইসরায়েল থেকে ধরে গাজায় নিয়ে জিম্মি করে রেখেছে হামাস।

জবাবে ৭ অক্টোবর থেকেই গাজাকে অবরুদ্ধ করে নির্বিচার বোমা হামলা শুরু করে ইসরায়েল। পাশাপাশি তারা গাজায় স্থল অভিযান চালাতে থাকে। গাজার হামাস সরকারের তথ্যানুযায়ী, অবরুদ্ধ উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলায় ১৪ হাজার ৮০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে অনেক শিশু রয়েছে।

এমন অবস্থায় জিম্মি ও বন্দিবিনিময়ের শর্তে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে চার দিনের এ যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়, যা গতকাল থেকে কার্যকর হতে শুরু করেছে।এএফপি

২৫ জিম্মিকে মুক্তি দিলো হামাস

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির প্রথম দিনে ২৫ জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। এর মধ্যে ১২জন থাইল্যান্ডের বন্দি ছিলেন বলে দেশটির প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। বাকি ১৩ জন ইসরায়েলি জিম্মি। খবর রয়টার্স ও আল-জাজিরার।

টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, ১৩ ইসরায়েলি জিম্মির প্রথম দলকে ৪৯ দিন পর মুক্তি দিয়েছে হামাস। তারা মিসরে প্রবেশ করেছে। রাফিয়া থেকে ইসরায়েল তাদের গ্রহণ করবে এবং তারা নিতজানা ক্রসিং দিয়ে ইসরায়েলে প্রবেশ করবে।

কাতারের মধ্যস্থতায় চারদিনের যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে ইসরায়েলি কারাগারে থাকা ফিলিস্তিনের ৩৯ বন্দিকে শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ত্রাণ সহায়তা নিয়ে ট্রাকগুলো গাজায় প্রবেশ করেছে।

থাইল্যান্ড শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) বলেছে, ইসরায়েলে হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের মধ্যে থেকে তাদের ১২ জন নাগরিককে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

থাই প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিন একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেছেন, ১২ থাইকে গাজার বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। থাই বন্দীদের সম্পর্কে অবিলম্বে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তবে যুদ্ধবিরতির চুক্তির শর্তগুলোর মধ্যে বন্দি বিনিময়ের যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল এর মধ্যে থাইদের বিষয়টি ঘোষণা করা হয়নি।

ইসরায়েলি মিডিয়া জানিয়েছে, একদল নারী ও শিশুদের রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। তারা সকলে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির অধীনে মুক্তি পাওয়া প্রথম জিম্মি। যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীনে জিম্মিদের প্রথম দলকে রেড ক্রস ও একটি মিসরীয় নিরাপত্তা দলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। রয়টার্স তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি।

চার দিনের যুদ্ধবিরতির শর্তে, ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামলার পর হামাসের হাতে বন্দী প্রায় ২৪০ জিম্মির মধ্যে প্রথম মুক্তি পাওয়ার তালিকায় ১৩ জন নারী ও শিশুর দলটির অন্তর্ভুক্ত হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল।

রেড ক্রস ও একটি মিসরীয় নিরাপত্তা দলের সহায়তায় বিকাল ৪টায় তাদের মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার নয় ঘণ্টা পরে সামরিক পাহারায় তাদের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে। বিনিময়ে, ইসরায়েল শুক্রবার তার জেল থেকে প্রথম ৩৯ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেওয়ার কথা ছিল, যাদের মধ্যে ২৪ জন নারী ও ১৫ জন কিশোর।

চার দিনের যুদ্ধবিরতিতে মোট ৫০ জন জিম্মি এবং ১৫০ ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে, যদিও ইসরায়েল বলেছে যে হামাস প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ জন করে জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া অব্যাহত রাখলে যুদ্ধবিরতি বাড়ানো যেতে পারে। ফিলিস্তিনের একটি সূত্র জানিয়েছে, ১০০ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হতে পারে।

বাংলাদেশের বিদেশি পরামর্শের দরকার নেই - ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি

৫ পৃষ্ঠার পর

ড. জারিন দেলাওয়ার হুসেন এবং জেসিআইয়ের জাতীয় সভাপতি জিয়াউল হক ভূঁইয়া, অভিনেত্রী সোহানা সাবা প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন হারনেট টিভি ও হারনেট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর আলিশা প্রধান।

অনুষ্ঠানে চার্লস হোয়াইটলি বলেন, বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ, অন্যতম বৃহৎ কৃষিপণ্য রপ্তানিকারক দেশ। তাদের উন্নতি করার সক্ষমতা আছে এবং তারা এটি করছে। কেননা এ দেশে ভালো বিজ্ঞানী, ভালো কৃষিবিদ, খাদ্যবিজ্ঞানী আছে। আমরা পারস্পরিক লাভের জন্য কাজ করতে পারি।

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করে ইইউ রাষ্ট্রদূত বলেন, আমি ইউরোপ থেকে অনেক বেশি ব্যবসায়িক বিনিয়োগ এ দেশে প্রত্যাশা করি। বাংলাদেশ ২০৩০ সালে নবম বৃহত্তম ভোক্তাবাজারে পরিণত হবে। আমাদের যেসব কোম্পানি নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করে, তারা এ দেশে আসতে আগ্রহী। কিন্তু কিছু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আছে। আমরা সেগুলো নিয়ে কাজ করছি। কেননা এখানে আমাদেরও অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত। অনুষ্ঠানে তরুণসমাজের ছয়জন প্রতিনিধি প্রতিপাদ্য বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। তাঁরা নারীর ক্ষমতায়নসহ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে তরুণসমাজের ভূমিকা ও বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে নিজেদের মত উপস্থাপন করেন। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ও সরকারি পদক্ষেপের ওপর জোর দেন।

ভারতের উত্তর প্রদেশে হালাল পণ্য নিষিদ্ধ

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রসাধনী উৎপাদন, মজুত, বিতরণ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রশাসন একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে বলেছে, 'উত্তর প্রদেশে হালাল খাবার উৎপাদন, সংগ্রহ বা স্টোরেজ, বণ্টন ও বিক্রি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হলো।

'হালাল' খাবার অর্থ খাবারটি ইসলামি আইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে এবং মুসলমানদের খাওয়া নিষিদ্ধ এমন কোনো উপাদান থেকে এটি মুক্ত। ভারতের একাধিক সংস্থা এই সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জমিয়ত উলামা হিন্দ হালাল ট্রাস্ট দিল্লি, হালাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া মুম্বাই, জমিয়ত উলামা মহারাষ্ট্র।

অভিযোগ রয়েছে, দুগ্ধজাত পণ্য থেকে শুরু করে মাংস, সাবানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু জিনিসের ওপর ভুয়া হালাল সার্টিফিকেট দিয়ে বিক্রি করা হয়। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এসব পণ্য বিক্রি করায় নির্দিষ্ট গোষ্ঠী লাভবান এবং অপরাপর গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে, যা ভারতের আদর্শের পরিপন্থী।

রাজ্য সরকার যুক্তি দেখিয়েছে, পবিত্র ও হালাল খাবারের নামে রাজ্যে ব্যাপকভাবে প্রাণী হত্যা রোধ করতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এরপর গত শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) উত্তর প্রদেশের হজরতগঞ্জ থানায় পুলিশের পক্ষ থেকে হালাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড চেন্নাই, জমিয়ত উলামা হিন্দ হালাল ট্রাস্ট দিল্লি, হালাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া মুম্বাই, জমিয়ত উলামা মহারাষ্ট্রর মতো হালাল সার্টিফিকেট দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়।

ভুয়া হালাল সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি শোষণ করার অভিযোগে পুলিশ মামলা দায়ের করার পরে উত্তর প্রদেশ রাজ্য সরকার এমন পদক্ষেপ নিল।- টাইমস অব ইন্ডিয়া

বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাব কেন বাড়ছে?

৫ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্র বারবার দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে একটি শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে, যা শেখ হাসিনা সরকারের ওপর সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার জল্পনাকে উস্কে দিয়েছে। এই বছরের শুরুর দিকে, মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী বা জড়িত যে কোনো বাংলাদেশির ভিসা রোধ করার কথা ঘোষণা করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইতিহাস লিখে পাঠকের কাছে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন মহিউদ্দিন আহমদ।

২০১৪ সালে তাঁর প্রকাশিত প্রথম রাজনৈতিক বইজাসদের উত্থান-পতন, অস্থির সময়ের রাজনীতি বইটি বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্লাস এর পক্ষে পিনাকী চক্রবর্তী উক্তবাংলাদেশি লেখক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসবিদ মহিউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে কথা বলেছে, যিনি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে তার মতামত শেয়ার করেছেন। সেই সাক্ষাৎকারটি এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো:

প্রশ্ন: বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আপনি কীভাবে দেখেন?

উত্তর: বর্তমান পরিস্থিতি অচলাবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে। কারণ উভয় পক্ষই তাদের দাবির বিষয়ে অনড়। নিজেদের অবস্থান থেকে নড়ছে না। উভয় পক্ষই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মরিয়া। যে দল ক্ষমতায় আছে তারা মনে করে অবাধ নির্বাচন হলে তারা হেরে যাবে। অন্য দল মনে করে, বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে তাদের পরাজয় অবধারিত। তাই তারা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করছে। যারাই হার স্বীকার করবে, এটা তাদের জন্য আত্মঘাতী হবে।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন কেউ হার স্বীকার করবে?

উত্তর: এখনো পর্যন্ত আমি এটি ঘটার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। তবে, ক্ষমতাসীন দলের একটি সুবিধা রয়েছে, কারণ তারা শক্তিশালী এবং তাদের হাতে রাষ্ট্রযন্ত্র রয়েছে। এটা স্পষ্ট যে রাষ্ট্রযন্ত্র, বিশেষ করে আমলাতন্ত্র, পুলিশ এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বর্তমান সরকারকে সমর্থন করে। বিরোধী যেকোনো দলের জন্যই পরিস্থিতি কঠিন, যদি না কোনো গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি হয় যেখানে লাখ লাখ মানুষ বেরিয়ে এসে পুলিশের মোকাবেলা করে। আওয়ামী লীগের প্রধান বিকল্প বিএনপি। কিন্তু যখন তারা ক্ষমতায় থাকে তখন এমন কাজ করে যা বিরোধী দলে থাকলে সেই কাজেরই তারা সমালোচনা করে।

প্রশ্ন: একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে থাকার পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী কী করতে পারেন?

উত্তর: আন্তর্জাতিক চাপ আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে ভিসা নিষেধাজ্ঞার পর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। সমস্যা হলো, এটি জনগণের ক্ষতি করবে, শাসনের নয়। পাশাপাশি বিরোধী দলের বর্তমান রাজনৈতিক কর্মসূচিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষমতার জন্য শেখ হাসিনা যেকোনো পথ বেছে নিতে পারেন। যদিও আমরা জানি না, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শেষমেশ কোনো বোঝাপড়া হবে কিনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র বা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন নয়, তবে তারা একটি চূড়ান্ত বক্তব্য রাখতে পারে।

প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার। তারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে ঢাকার জন্য কতোটা কঠিন হবে?

উত্তর: এটি অর্থনীতিতে গুরুতর প্রভাব ফেলবে। কারণ ওয়াশিংটন ডিসি যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক না কেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপ সেটি অনুসরণ করবে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা থাকলে অর্থনীতি সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সেনাবাহিনীতে অস্থিরতা থাকে, যা আমরা ২০০৬-০৭ সালে অনুভব করেছি, তাহলে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতে পারে।

প্রশ্ন: শেখ হাসিনা সরকারকে কী কী বিষয় প্রভাবিত করছে?

উত্তর: তার মধ্যে (শেখ হাসিনা) দুর্বলতার কোনো লক্ষণ নেই, তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দেই রয়েছেন। তবে জনসমক্ষে তিনি যা বলছেন তা থেকে স্পষ্ট যে তিনি সমস্যায় আছেন। ২০১৪ সালের মতো এবারো তিনি একতরফাভাবে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন। সেই সময়ে বিরোধী দল এক বছর ধরে অনেক হরতাল-অবরোধ করে বড় ধরনের প্রচারণা চালালেও হাসিনা সরকার টিকে ছিল এবং পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করে। এখানে একটা প্রশ্ন আসছে যেটা অনেকেই করছেন: বিএনপি'র কৌশল ২০১৪ সালে সফল হয়নি, এখন সেটা সফল হবে কেন? আন্তর্জাতিক চাপে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রভাবিত হতে পারে, তবে কতটা প্রভাবিত হবে সরকারই তা নির্ধারণ করবে। কারণ সরকারের প্রধান বিবেচ্য ক্ষমতা, জনগণের কল্যাণ নয়।

প্রশ্ন: বিএনপি'র অধিকাংশ নেতা কারাগারে আছেন, এমন কোনো দল আছে যারা আসলে নির্বাচনেপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে?

উত্তর: অনেক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু, তারা নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠনে সক্ষম নয়। তাই তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি করতে যাচ্ছে। এভাবে ক্ষমতাসীন দল কয়েকটি তথাকথিত বিরোধী দলকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে। এটি প্রধান বিরোধী দলকেও বিভক্ত করার চেষ্টা করছে এবং বিরোধী দলের কিছু নেতাকে অন্য নির্বাচনী প্রতীক ব্যবহার করে এমপি হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করছে।

প্রশ্ন: নির্বাচন পেছানোর সম্ভাবনা আছে কি?

উত্তর: দেখুন, পরিস্থিতি খুবই অনিশ্চিত হওয়ার কারণে যে কোন কিছু ঘটতে পারে। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ এবং যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, ভারত ও চীনের নেতাদের মধ্যে পর্দার আড়ালে কী ঘটছে তা আমরা জানি না। নির্বাচন [আগামী বছরের জানুয়ারিতে হওয়ার কথা] কয়েক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা যেতে পারে, তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য নয়, কারণ সেখানে একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যদি না জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। বিগত নির্বাচনগুলোতে ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৮%। আমি ধারণা করি এবারও ভোটার কম হবে এবং যদি ভোট সঠিকভাবে গণনা করা হয়, তাহলে তা ১৫-২০% এর বেশি হবে না। বাংলাদেশের মানুষ একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায় এবং বর্তমান সরকারের প্রতি অনেক মানুষ বিরক্ত। ১৫ বছর পর তারা শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়। একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন: শেখ হাসিনার অন্তর্বর্তী সরকার নিয়োগে এত অনীহা কেন?

উত্তর: শেখ হাসিনা জানেন একবার ক্ষমতার বাইরে গেলে তিনি কোথাও থাকবেন না। তিনি হুমকি অনুভব করেন। নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৩ মাসের অন্তর্বর্তী সরকারের একটি সাংবিধানিক বিধান ছিল, যা হাসিনা অপসারণ করেছিলেন। তিনি মনে করেন, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে তার আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার সুযোগ থাকবে না।

প্রশ্ন: আওয়ামী লীগ বিএনপিকে অগণতান্ত্রিক দল হিসেবে অভিযুক্ত করেছে..

উত্তর: বাংলাদেশে যখনই কোনো দল ক্ষমতায় থাকে, তারা স্বৈরাচারী সরকারের মতো আচরণ করে। এই দলগুলো বিরোধী দলে পরিণত হলেই তারা গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠে। এটা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। এটি শুধুমাত্র একটি কর্তৃত্ববাদী সরকার নয়, এটি এমন এক সরকার যা একটি পরিবার দ্বারা চালিত হয়।

প্রশ্ন: শেখ হাসিনা সরকার ভারতের মতো দেশের জন্য কতোটা গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কে অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। বাংলাদেশ শেখেনি কীভাবে ভারতের মতো বড় ও শক্তিশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে সহাবস্থান করতে হয়, অন্যদিকে নয়াদিল্লি শেখেনি কীভাবে একটি ছোট ও কম শক্তিশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। ভারতের প্রধান উদ্বেগ ছিল উত্তর-পূর্বের নিরাপত্তা এবং সে ভেবেছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে সাহায্য করলে তার নিরাপত্তার উদ্বেগ কেটে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। ভারত হাসিনাকে ক্ষমতায় রেখে নিরাপদ বোধ করে। কারণ বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ভারতকে অনেক বিরক্ত করেছে।

প্রশ্ন: ভারতের সঙ্গে তাদের সরকারের সম্পর্ককে সাধারণ বাংলাদেশিরা কীভাবে দেখেন?

উত্তর: সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ভারত-বিরোধী অনুভূতি খুব শক্তিশালী এবং এর পেছনে যুক্তি হলো যে ভারত একটি অ-জনপ্রিয় সরকারকে সমর্থন করে চলেছে।

প্রশ্ন: বিষয়টি আপনি একটু ব্যাখ্যা করতে পারেন?

উত্তর: মানুষ ভারতকে হস্তক্ষেপকারী এবং একটি নিপীড়ক সরকারের সমর্থনকারী হিসাবে দেখে। এ ছাড়াও দুই দেশের মধ্যে বহু দ্বিপাক্ষিক সমস্যা রয়েছে যা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। পানি বণ্টনের বিষয়টি নিয়ে ভারত বাংলাদেশে তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে ।

প্রশ্ন: সাম্প্রতিক বিক্ষোভ কি হাসিনা সরকারকে চিন্তায় ফেলবে?

উত্তর: যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা তার সঙ্গে আছেন ততক্ষণ তিনি হুমকি বোধ করেন না। কিন্তু, যদি এটি বদলে যায় তাহলে পরিস্থিতি উল্টে যাবে।

প্রশ্ন: জনগণের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি কী কী?

উত্তর: প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা হলো বেকারত্ব। প্রবৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে। ৮% থেকে এটি এখন প্রায় ৫%। প্রকৃত কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না এবং তরুণরা সত্যিই হতাশ। সম্প্রতি একটি সমীক্ষা হয়েছে, যেখানে ৪২% যুবক বলেছে যে তারা দেশে থাকতে চায় না, কারণ এখানে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। দেশের তরুণরা কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না। সূত্র: টাইমস অফ ইন্ডিয়া

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

জনশক্তি রপ্তানিতে আরেকটি রেকর্ড বছরের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ

১০ পৃষ্ঠার পর

অথচ মহামারির আগের সময়ে অর্থাৎ, ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৪.৭৭ বিলিয়ন ডলার। গত দুই অর্থবছরে এর চেয়ে উল্লেখযোগ্য পতনই দেখেছে প্রবাসী আয়।

জনশক্তি রপ্তানি বাড়ার সাথে রেমিট্যান্সের এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থার জন্য অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা প্রধানটি তিনটি বিষয়কে দায়ী করছেন। এগুলো হলো: অভিবাসনকারী বেশিরভাগ শ্রমিকের স্বল্প-দক্ষতার কাজে যোগদান, হুন্ডির দৌরাত্ম্য, এবং বিদেশি বিভিন্ন নিয়োগদাতার ভুয়া চাকরির প্রস্তাব এনে এদেশের কিছু রিক্রুটারের অদক্ষ শ্রমিকদের থেকে টাকাপয়সা নেওয়ার ঘটনা।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-র তথ্যমতে, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদেশে গমনেচ্ছু শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে সরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও বিদেশগামী জনশক্তির মধ্যে স্বল্প বা অদক্ষ শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ২০২২ সালে যা মোট জনশক্তি রপ্তানির মধ্যে ৭৮.৬৪ শতাংশে পৌঁছায়। তার আগের বছরে এটি ছিল ৭৫.২৪ শতাংশ।

সারাদেশে ১০৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে বিএমইটি, এরমধ্যে ৬৪ পুরোপুরি চালু রয়েছে। কম্পিউটার, ব্যবসা, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন ডিজাইন, ই-কমার্স, মেডিকেল ও কারিগরি-সহ এসব কেন্দ্রের বিভিন্ন ধরনের কোর্স রয়েছে। তারপরেও দক্ষতা ঘাটতি পূরণ করে কর্মীদের বিদেশে উচ্চ-বেতনের জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ও উদ্বেগ রয়েই গেছে।

গত বছর ১০ লাখের বেশি শ্রমিক বিদেশে পাঠায় বাংলাদেশ, এদের মধ্যে মাত্র এক লাখ ২০ হাজার জন বিভিন্ন শর্ট কোর্সের অধীনে প্রশিক্ষণ নেওয়ার তথ্য বিএমইটি সূত্রে জানা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিদ্যমান এসব প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট নয় এবং বৈশ্বিক চাহিদা মেটানোর মতো দক্ষ শ্রমিক তৈরির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতও নয়।

বিএমইটি পরিচালক (প্রশিক্ষণ) প্রকৌশলী মো. সালাহ উদ্দিন বলেন, সারাদেশে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো এবং কোর্সের মান উন্নয়নের চেষ্টা চলছে। প্রতিটি উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের একটি পরিকল্পনাও আছে সরকারের।

সালাহ উদ্দিন অভিযোগ করেন, বিদেশে স্বল্প বা অদক্ষ শ্রমিক পাঠানোর জন্য কিছু অংশে দায়ী স্থানীয় রিক্রুটিং এজেন্সি-সমূহ।

টিবিএসকে তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন সেক্টরের দক্ষ কর্মী তৈরির উদ্দেশ্যে নিয়েই আমরা প্রশিক্ষণ দেই, কিন্তু রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো যখন তাদের পাঠাতে গড়িমসি করে, তখন কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়।

নাম না প্রকাশের শর্তে কুমিল্লার একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল বলেন, আর্থিকভাবে বেশি লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকার ফলেই রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো দক্ষ শ্রমিকদের চেয়ে অদক্ষদের পাঠাতে বেশি উৎসাহী। এ ধরনের শ্রমিকদের থেকে তারা বেশি ফি নিতে পারে, কারণ দক্ষ শ্রমিকদের অভিবাসনের খরচ তাদের বৈদেশিক নিয়োগদাতা কর্তৃপক্ষই বহন করে।

এই সমস্যা নিরসনে কঠোর বিধিমালার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সালাহ উদ্দিন বলেন, বৈদেশিক নিয়োগদাতাদের চাহিদা মেটানোর অনুসারে, স্থানীয় রিক্রুটিং এজেন্সিকে নির্দিষ্টসংখ্যক শ্রমিক পাঠাতেই হবে এমন বিধান করা উচিত।

তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বায়রার মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী। টিবিএসকে তিনি বলেন, এটা সত্যি না। আমরা আমাদের গ্রাহক অর্থাৎ বিদেশি নিয়োগদাতাদের চাহিদা অনুসারে চলতে বাধ্য, এবং তাদের নির্দিষ্ট শর্তের বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

দক্ষতার ঘাটতি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? তথ্যউপাত্ত পর্যালোচনা বলছে, প্রতিবেশী ভারত বা ফিলিপাইনের তুলনায় বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।

বাংলাদেশের অভিবাসন করা জনশক্তির মধ্যে স্বল্প বা অদক্ষদের অংশ বাড়ছে, কিন্তু ফিলিপাইন তাদের মোট জনশক্তি রপ্তানির মধ্যে উচ্চ-দক্ষদের বিদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।

ফিলিপাইন স্ট্যাটিস্টিক্স অথোরিটির তথ্যমতে, বিদেশে প্রাথমিক পেশায় নিযুক্ত (কম দক্ষ) ফিলিপিনো কর্মীদের (ওএফডব্লিউ) শতকরা হার ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে ৪৪ দশমিক ৪ শতাংশে পৌঁছেছে।

দক্ষতার মাত্রার এ পার্থক্যের প্রতিফলন দেখা যায় বাংলাদেশি কর্মীদের পাঠানো রেমিট্যান্সে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-এর তথ্য অনুযায়ী, একজন বাংলাদেশী কর্মী দেশে প্রতি মাসে গড়ে ২০৩.৩৩ ডলার (২২ হাজার ৪০৮ টাকা) পাঠান, যা ফিলিপিনো কর্মীদের পাঠানো ৫৬৪.১ ডলারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

বাংলাদেশী কর্মীদের রেমিট্যান্সের এ ব্যবধান অন্যান্য আঞ্চলিক কর্মীদের সঙ্গেও রয়েছে। একজন পাকিস্তানি কর্মী মাসে গড়ে ২৭৫ দশমিক ৭৪ ডলার দেশে পাঠান। একজন ভারতীয় কর্মী পাঠান ৩৯৫.৭১ ডলার। আর চীনা কর্মীদের ক্ষেত্রে এ অঙ্ক মাসে ৫৩২.৭১ ডলার।

আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী ফিলিপাইনের তুলনায় বেশি সংখ্যক প্রবাসী কর্মী থাকলেও অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স অর্জনে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে।

আইওএম-এর ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেশন রিপোর্ট ২০২২ অনুসারে, ২০২২ সালে প্রায় ৭০ লাখ প্রবাসী কর্মীর বদৌলতে বাংলাদেশ বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম শ্রম সরবরাহকারী দেশ ছিল।

আর ৬০ লাখ কর্মী নিয়ে ফিলিপাইনের অবস্থান ছিল কাছাকাছি ৬নবম অবস্থানে। প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, গত বছর রেমিট্যান্স অর্জনে ৪র্থ বৃহত্তম দেশ ছিল ফিলিপাইন। আর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল অষ্টমে।

ফিলিপাইনের পরিসংখ্যান কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালে দেশটিতে ব্যক্তির পাঠানো রেমিট্যান্স সর্বকালের সর্বোচ্চ ৩৬.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। এ অঙ্ক দেশটির আগের বছরের ৩৪.৮৮ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে ৩.৬ শতাংশ বেশি।

ভারত ২০২২ সালে বিদেশে ১৩ লাখ কর্মী পাঠিয়েছে। একই বছর বাংলাদেশ থেকে ১১ লাখ কর্মী প্রবাসে গিয়েছেন। ভারতীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে ভারতে রেমিট্যান্স প্রবাহ ১২ শতাংশ বাড়লেও একই সময়ে বাংলাদেশের রেমিট্যান্সে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

কিছু নিয়োগদাতার প্রতারণা : শ্রম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনেক শ্রমিককে জাল চাকরির চিঠি দেওয়া হয়, কিছু নিয়োগকারী সংস্থা এবং বিদেশি নিয়োগদাতা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নিয়োগের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করায়। এর ফলে প্রায়শই নিয়োগদাতা দেশগুলোতে কর্মী সরবরাহের সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়ে বেড়ে যায়।

এ মাসের শুরুতে ওমান বাংলাদেশিদের জন্য সব ধরনের নতুন ভিসা দেওয়া স্থগিত করেছে। খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশ থেকে শ্রমিকদের অতিরিক্ত সরবরাহের কারণে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি।

বাংলাদেশি নিয়োগকারীরা টিবিএসকে বলেন, ওমানে গত ছয় মাসে শত-শত বাংলাদেশি কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। অনেকেই দালালদের দ্বারা প্রতারণার শিকার হয়েছেন ড পাননি প্রতিশ্রুত চাকরি।

হুন্ডি হুমকি : গত দেড় বছর ধরে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্রমাগত ঘাটতি ও টাকার অবমূল্যায়নের সঙ্গে লড়ছে। এ পরিস্থিতিতে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানো দেশের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা বেশি লাভ ও সুবিধার জন্য হুন্ডির মতো অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ পাঠানো অব্যাহত রেখেছেন। এমনকি সরকার কর্তৃক রেমিট্যান্সে আড়াই শতাংশ নগদ প্রণোদনাও এর প্রবাহ বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান বলেন, প্রণোদনা বৃদ্ধি রেমিট্যান্স প্রবাহকে কেবল সাময়িকভাবে বাড়াতে পারে। টেকসই রেমিট্যান্স বৃদ্ধি অর্জনের জন্য হুন্ডির পেছনে মূল কারণগুলো মোকাবিলা করতে হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ: প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিকের আয় বাড়ানোতে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার

১১ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। এসব বিষয় থেকে সুনির্দিষ্ট ও সময়াবদ্ধ অ্যাকশন প্লান তৈরি করা হবে। কর্মপরিকল্পনাগুলোর একটি ডকুমেন্ট প্রকাশ করা হবে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিনিয়োগ পরিকল্পনায় নেওয়া হবে।চ

স্মার্ট বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ কী জানতে চাইলে আইসিটি বিভাগের সচিব বলেন, "স্মার্ট বাংলাদেশ বিশাল পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জতো অবশ্যই রয়েছে। অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জনসাধারণ ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি। ভবিষ্যত প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী করে জনসাধারণকে তৈরি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এর পাশাপাশি ডাটা সিকিউরিটি আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ স্মার্ট বাংলাদেশের কার্যক্রমের বড় কাজ হচ্ছে পেপারলেস কার্যক্রম। সরকারি দপ্তরে কাগজের ব্যবহার জিরো পর্যায়ে নামিয়ে আনা। এক্ষেত্রে তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। আর সরকার চায় ক্যাশলেস সোসাইটি। এর অর্থ হচ্ছে মানুষের অর্থকড়ি ভার্চুয়ালি বা ক্লাউডে সংরক্ষণ ও লেনদেন। এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও খুব জরুরি। আরেকটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কর্মসংস্থান কমে যাবে। সেক্ষেত্রে প্রযুক্তি খাতেই কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে।চ

সরকার যেসব লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তার কিছু স্বল্প মেয়াদে বা ২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। কিছু বাস্তবায়ন হবে মধ্যমেয়াদে বা ২০৩১ সালের মধ্যে। আর বাকি লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাস্তবায়ন হবে দীর্ঘমেয়াদে বা ২০৪১ সালের মধ্যে।

সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়, সেজন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে কর্মপরিকল্পনা তৈরির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

১৫ জন মন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে ১৫টি উপকমিটি। এসব কমিটি খাতভিত্তিক সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় নির্ধারণ করবে। পরবর্তীতে কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতিও মনিটরিং করবে কমিটিগুলো।

তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব সামসুল আরেফিন এ বিষয়ে বলেন, এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার নীতি সহায়তা দেবে। প্লাটফর্ম তৈরি করবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। সরকার অনেকদিন ধরে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বললেও নতুন এই থিমের বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা ছিলো না। টাস্কফোর্সের নির্ধারণ করা লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মাধ্যমে তা পরিষ্কার হলো।

২০২২ সালের আগস্টে স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এরপর চলতি অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় এ বিষয়ে ধারণা দেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন অর্জনে স্মার্ট বাংলাদেশ কার্যক্রম কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। স্মার্ট বাংলাদেশে নাগরিকের মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলার। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে ৩ শতাংশের কম মানুষ। চরম দারিদ্র্য নেমে আসবে শূন্যের কোটায়। মূল্যস্ফীতি নেমে আসবে ৪-৫ শতাংশের মধ্যে। বাজেট ঘাটতি থাকবে ৫% এর নিচে। রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত হবে ২০% এর ওপরে। বিনিয়োগ হবে জিডিপির ৪০%। শতভাগ ডিজিটাল অর্থনীতি আর বিজ্ঞান প্রযুক্তিভিত্তিক স্বাক্ষরতা অর্জিত হবে। সকলের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে যাবে। তৈরি হবে পেপারলেস ও ক্যাশলেস সোসাইটি। সবচেয়ে বড় কথা স্মার্ট বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা।

স্মার্ট সিটিজেন : নাগরিকদের স্মার্ট সিটিজেন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা উদ্যোক্তা সৃষ্টি কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। স্মার্ট কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে জাতীয় উদ্যোক্তা ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা।ওয়ান ফ্যামিলি, ওয়ান সিড্ড কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের সকল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্যের জন্য স্মার্ট এমপ্লয়মেন্ট ও অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট (সিড) ভিত্তিক সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। এ

র বাইরে স্বল্পমেয়াদে ডিজিটাল দক্ষতার সূচক ৫০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার ৬০% এ নেওয়া, সরকারি-বেসরকারি সেবা তৈরিতে নাগরিকদের ই-পার্টিসিপেশনের সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষার সাথে দক্ষতাকে সংযুক্ত করে সময়াবদ্ধ ব্লেন্ডেড শিক্ষা ও দক্ষতা মহাপরিকল্পনার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

স্মার্ট ইকোনোমি : স্মার্ট ইকোনোমি গড়ার ক্ষেত্রে সরকার জোর দিয়েছে ক্যাশলেস লেনদেন, মাথাপিছু আয় বাড়ানো এবং দারিদ্র্য কমানোতে। এজন্য কুটির, মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ বা ছোট ছোট শিল্পসহ বেসরকারি খাতের ডিজিটালাইজেশনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

স্বল্প মেয়াদে সরকারের লক্ষ্য ক্যাশলেস লেনদেন ৩০% এ নিয়ে যাওয়া। এরপর মধ্যমেয়াদে অর্থাৎ ২০৩১ সালের মধ্যে দেশের সকল লেনদেনেই নগদবিহীন করার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। এছাড়া ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের জিডিপিতে ১% টোটাল ফ্যাক্টর প্রডাকটিভিটি (টিএফপি) সৃষ্টি করা হবে। পরবর্তী ধাপে এই প্রবৃদ্ধি ২.৫% এ নিয়ে যেতে চায় সরকার।

এছাড়া ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে সক্ষমতা বাড়ানো, ইউনিকর্ন স্টার্টআপ স্থাপন এবং ব্যবসার সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য একটি কার্যকর সেবা প্লাটফর্ম তৈরি করা হবে।

সরকার ব্যবসা সহজ করার মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে দেশের জিডিপিতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) অবদান ৩% এ নিতে চায় এবং ২০৪১ এরমধ্যে বাংলাদেশকে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির আঞ্চলিক রপ্তানি হাব হিসেবে গড়ে তুলতে চায়।

স্মার্ট গভর্মেন্ট : এই অংশে সরকারের প্রথম লক্ষ্য ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা, যা ভূমি মন্ত্রণালয় শুরু করেছে। এরপরেই রয়েছে মানসম্পন্ন সার্বজনীন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। স্বল্প মেয়াদের মধ্যে কাগজবিহীন, সহজ ও নাগরিকবান্ধব সেবা নিশ্চিত করা হবে। মধ্য মেয়াদে সকল সেবা কাগজবিহীন এবং পারসোনালাইহজড করা হবে। আর উন্নত দেশের রূপান্তরের আগেই ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পরিচালিত ব্যক্তি চাহিদা অনুযায়ী সেবা দেওয়া হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ স্ট্যাকের মাধ্যমে সেবা দিবে সরকার। সরকার জাতিসংঘের ই-গভ ডেভেলপমেন্ট সূচকে ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০টি দেশের মধ্যে ঢুকতে চায়।

সরকারের লক্ষ্য ২০৩১ সালে ৭০ দেশের মধ্যে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০ দেশের মধ্যে থাকা।

প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকার কর-জিডিপি অনুপাত ২০২৫ সালের মধ্যেই ১২% এর বেশি নিতে চায়। এছাড়া ২০৩১ সালে এই অনুপাত ১৭% এবং ২০৪১ সালে ২২% এ নিতে চায়।

স্মার্ট সোসাইটি : স্মার্ট সোসাইটি গঠনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি পরিচালিত সেবা প্রদানে। সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% এর বেশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে চায়। ২০৩১ সালের মধ্যে শতভাগ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা সরকারের লক্ষ্য। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে আয় বা সঞ্চয় নির্বিশেষে সকল মানুষের ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা নিশ্চিত করা।

গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান উপরে তোলার লক্ষ্য রয়েছে। স্বল্প মেয়াদে বাংলাদেশ এই সূচকে ৩০তম অবস্থানে আসতে চায়। ২০৩১ সালে বিশ্বের ২৫টি দেশের মধ্যে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ২০টি দেশের মধ্যে উন্নীত হওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ : এত পরিকল্পনা সত্ত্বেও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে চ্যালেঞ্জ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, এজন্য বিপুল বিনিয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করতে হবে, যেখানে চ্যালেঞ্জটা বেশি। বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা এজন্য গবেষণা ও উন্নয়নে অর্থায়ন বহুগুণ বাড়ানোর প্রস্তাব করছেন। মানুষ যাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্জন করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের সামনে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তির সাথে তাল মেলানো। এজন্য তরুণ সমাজকে দক্ষ করে গড়ে তোলাও চ্যালেঞ্জ।

টাস্কফোর্সের প্রথম সভায় অংশ নিয়ে শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, গবেষণা ও উন্নয়নে অর্থায়ন বাড়ানোর পাশাপাশি গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির পরামর্শ দেন।

বেসিসের সভাপতি রাসেল টি রহমান বলেন, মেগা প্রকল্পগুলোতে বিদেশি প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত থাকে। তিনি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করেন। -শেখ আবদুল্লাহ, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ।

যুক্তরাষ্ট্রে শিখ নেতাকে হত্যার চেষ্টা, ভারতকে নিয়ে প্রশ্ন

১২ পৃষ্ঠার পর

ভিডিও প্রকাশ করেন। সেখানে শিখদের এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে চড়তে মানা করা হয়। বলা হয়, এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে চড়লে জীবন সংশয় হতে পারে।

এই হুমকির পর ১৯৮৫ সালে শিখ সন্ত্রাসবাদীদের এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ছিনতাই ও ৩২৯ জন যাত্রী ও বিমানকর্মীর মৃত্যুর স্মৃতি আবার মানুষের মনে ফিরে এসেছে। ভারতের তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ এরপর পান্নুনের বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের করেছে।

ফিনান্সিয়াল টাইমসকে পান্নুন জানিয়েছেন, অ্যামেরিকার মাটিতে, অ্যামেরিকার নাগরিকের বিরুদ্ধে এই ঘটনা তো মার্কিন সার্বভৌমত্বের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। বাইডেন প্রশাসনের উপর তার পূর্ণ আস্থা আছে। তারা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারবে বলে তিনি মনে করেন।

১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছল বাংলাদেশের বিদেশী ঋণ

১০ পৃষ্ঠার পর

রাশিয়া। পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ২ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার ঋণ নেয়া হয়েছে চীন থেকে। আর রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার ঋণসহায়তা দিয়েছে ভারত। এছাড়া মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ অন্যান্য প্রকল্প ঘিরে জাপান থেকে ৪৩ হাজার ৯২১ কোটি টাকার সমপরিমাণ ঋণসহায়তা নেয়া হচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও বিদেশী বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদেশী ঋণের স্থিতিও এখন ১২ বিলিয়ন ডলারের বেশি। এর মধ্যে স্বল্পমেয়াদি বিদেশী ঋণ রয়েছে প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আগামী বছর থেকে অনেক মেগা প্রকল্পের ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে। এতে বিদেশী ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বাড়বে। এমনিতেই দেশে ডলারের তীব্র সংকট চলছে। বিদেশী ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ায় আরো বেশি পরিমাণে ডলারের প্রয়োজন হবে। যদিও রেমিট্যান্স, রফতানি আয়সহ দেশে ডলার সংস্থানের উৎসগুলো সংকুচিত হয়ে এসেছে। বিপরীতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্ষয়ও ক্রমাগত বাড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ নভেম্বর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী (বিপিএম৬) দেশের রিজার্ভ ছিল ১৯ দশমিক ৬০ বিলিয়ন ডলার। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাবে বাংলাদেশের নিট রিজার্ভ এখন ১৫ বিলিয়ন ডলারের ঘরে। দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রিজার্ভ ছিল ২০২১ সালের আগস্টে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব হিসাবায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী, ওই সময় রিজার্ভের পরিমাণ ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। এর পর থেকেই রিজার্ভের ক্ষয় শুরু হয়। গত দুই বছরে প্রতি মাসে গড়ে এক বিলিয়ন ডলার করে রিজার্ভ কমেছে।

দেশের অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠায় ডলারের বিনিময় হার বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে। গত বছরের জানুয়ারিতেও দেশের ব্যাংক খাতে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল সর্বোচ্চ ৮৫ টাকা। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত দর অনুযায়ী প্রতি ডলার ১১১ টাকায় লেনদেন হচ্ছে। যদিও ঘোষিত দরে দেশের ব্যাংকগুলোয় ডলার মিলছে না। আমদানিকারকদের কাছ থেকে ব্যাংকগুলো ডলারপ্রতি ১২৪-১২৫ টাকাও আদায় করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সে হিসাবে এ সময়ে ডলারের বিনিময় হার বেড়েছে প্রায় ৪৭ শতাংশ। আর কার্ব মার্কেটে (খুচরা বাজার) প্রতি ডলারের মূল্য ১২৮ টাকা পর্যন্ত উঠেছে।

ডলার সংকট কমাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুরু থেকেই আমদানির লাগাম টেনে ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক। এজন্য ঋণপত্র (এলসি) খোলার শর্ত কঠোর করা হয়। ব্যাংকগুলোও ডলার সংকটের কারণে নিজেদের এলসি খোলা কমিয়ে দেয়। ফলে অর্থবছর শেষে আমদানির পরিমাণ প্রায় ১৬ শতাংশ কমে গেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আমদানির পরিমাণ ২৩ দশমিক ৯০ শতাংশ কমেছে।

আমদানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমার পরও দেশে যে পরিমাণ ডলার ঢুকছে, বেরিয়ে যাচ্ছে তার চেয়ে বেশি। এ কারণে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট বা আর্থিক হিসাবের ঘাটতি বড় হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আর্থিক হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৯৩ কোটি ডলার। দেশের ইতিহাসে এ পরিমাণ ঘাটতি এর আগে কখনই দেখা যায়নি। আর্থিক হিসাবে ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্ষয় থামানো যাচ্ছে না। বরং দিন দিন রিজার্ভের পরিস্থিতি আরো বেশি নাজুক হয়ে উঠছে।

কোনো দেশে আন্তর্জাতিক সম্পদের মালিকানায় হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টি পরিমাপ করা হয় আর্থিক হিসাবের মাধ্যমে। এ হিসাবে ঘাটতি তৈরি হলে দেশের রিজার্ভ ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের ওপর চাপ বাড়ে। চলতি শতকের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়ই বাংলাদেশের আর্থিক হিসাব উদ্বৃত্ত ছিল। বিশেষ করে ২০১০ সাল পরবর্তী এক যুগে কখনই আর্থিক হিসাবে ঘাটতি দেখা যায়নি। কিন্তু ডলার সংকট তীব্র হয়ে ওঠায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে আর্থিক হিসাবে বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়। গত অর্থবছর শেষে এ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৪ কোটি ২০ লাখ ডলারে। এর আগে ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক হিসাবে ১ হাজার ৫৪৫ কোটি ৮০ লাখ ডলার উদ্বৃত্ত ছিল।

তবে এ মুহূর্তে অর্থনীতি নয়, বরং রাজনীতি নিয়েই বেশি ভয় ও শঙ্কা কাজ করছে বলে মনে করেন পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'দেশের অর্থনীতির সার্বিক গতিবিধি অনুযায়ী আমি মোটেই শঙ্কিত নই। অর্থের সংকট চিরস্থায়ী হয় না। আজ ডলার নেই, কাল চলে আসবে, এটিই জগতের নিয়ম। আমরা এরই মধ্যে আইএমএফ থেকে ঋণ নিয়েছি। প্রয়োজনে অন্য উৎস থেকেও ঋণ নেয়া হবে। কিন্তু আমি শঙ্কিত অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে। কলহ ও বিবাদের রাজনীতি যেকোনো দেশের অর্থনীতিকে বিপদে ফেলে দেয়। দেশে এখন হরতাল-অবরোধ আর জ্বালাও-পোড়াওয়ের রাজনীতি চলছে। রাজনীতি স্থিতিশীল না হলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' - বণিকবার্তা '

জুলাই-অক্টোবরে বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ পরিশোধ বেড়েছে ৫২%, অর্থছাড় কমেছে ১৭.৪৭%

১০ পৃষ্ঠার পর

রেট (এসওএফআর) ছিল ১ শতাংশের নিচে, যা এখন ৫ শতাংশ বেড়েছে।

এর ফলে বেড়েছে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে সুদ পরিশোধে ১৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গেছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক ড. মোস্তফা কে মুজেরি বলেন, "অর্থবছরের শুরুর প্রস্তুতিগত কাজের কারণে অর্থছাড় এমনিতে কম থাকে। এরমধ্যে আমাদের অর্থনৈতিক সংকট, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভ সংকট এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সবকিছু মিলিয়ে অনেক প্রক্রিয়াগত কাজ এগোচ্ছে না। এ অবস্থায় অর্থছাড় কমেছে এবং আগামীতে আরও কমতে পারে।চ

তিনি বলেন, "অর্থনৈতিক সংকট থাকলেও আমাদের ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। কারণ অতীতে যেসব ঋণ আমারা মেগা প্রকল্পের জন্য নিয়েছি, সেগুলো পরিশোধের সময় চলে এসেছে।চ

"এরমধ্যে বিশ্বব্যাপী সুদ হার বৃদ্ধির প্রভাব আমাদের ঋণ পরিশোধে চাপ বাড়িয়েছে। তবে পরিস্থিতি যাইহোক না কেন, ঋণ পরিশোধে আমারা যেন ব্যর্থ না হই, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। পরিশোধে ব্যর্থ হলে আমাদের ঋণ মান কমে যাবে,চ যোগ করেন তিনি।

ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-অক্টোবর সময়ে জাপান ছাড় করেছে সর্বোচ্চ ৫১২.৩৬ মিলিয়ন ডলার। বিশ্বব্যাংক এবং এডিবির কাছ থেকে পাওয়া গেছে যথাক্রমে ৩৩২.৪৬ মিলিয়ন এবং ২৯৪.২৪ মিলিয়ন ডলার। এছাড়া, রাশিয়া ছাড় করেছে ২৬০ মিলিয়ন ডলার।

চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত সরকার উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে ১১.২৪ বিলিয়ন ডলার অর্থছাড় আশা করছে। যদিও এর আগে সর্বোচ্চ ১০ বিলিয়ন ডলার ছাড় হয়েছে ২০২১-২২ অর্থবছরে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তথ্যে আরও দেখা যায়, জুলাই-অক্টোবর সময়ের মধ্যে বৈদেশিক ঋণের প্রতিশ্রুতি ৭৭৬.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আগের অর্থবছরের একই সময়ের ৪১৩.৮১ মিলিয়ন ডলার থেকে ৩.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

অর্থবছরের প্রথম চার মাসে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে জাপানের কাছ থেকে। এই সময়ে জাপানের সঙ্গে দেড় বিলিয়ন ডলারের ঋণচুক্তি হয়েছে। এডিবির কাছ থেকে পাওয়া গেছে ১.০৩ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি। এছাড়া, বিশ্বব্যাংক ৩০০ মিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। - সুত্র টিবিএস নিউজ

৫ প্রকল্পে বাংলাদেশের সাথে ১.১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থায়নের চুক্তি করেছে বিশ্বব্যাংক

১০ পৃষ্ঠার পর

আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল করবে এবং জলবায়ু অদ্যমতা উন্নত করতে ভূমিকা রাখবে।চ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন করা এই পাঁচ প্রকল্প হচ্ছে, আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট, নগর-ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, মাধ্যমিক শিক্ষা, নদীতীর রক্ষা ও নাব্যতা বৃদ্ধি এবং গ্যাস বিতরণের কার্যকারিতা বাড়ানো।,

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধ, যা বলল জার্মানি

১২ পৃষ্ঠার পর

করছে না জার্মানি।ইসরায়েল নিয়ে জার্মানির অবস্থানও স্পষ্ট করেছেন বেয়ারবক। দেশে-বিদেশে জার্মানির অবস্থান নিয়ে নানা সমালোচনা হচ্ছে। বেয়ারবক বলেন, যারা সমালোচনা করছেন, তারা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না। জার্মানি ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় সমর্থক। ইহুদিদের জন্য আলাদা দেশের পক্ষে ছিল জার্মানি। সে দেশকে রক্ষা করতেও দায়বদ্ধ তারা। নাৎসি আমলে জার্মানিতে যেভাবে ইহুদিদের উপর অত্যাচার হয়েছে, সে প্রসঙ্গ টেনে এনে বেয়ারবক জানিয়েছেন, নাৎসি পরবর্তী জার্মানি ইহুদিদের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়ে দায়বদ্ধ।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

পিটার হাস ঢাকায় সরকারবিরোধী সমাবেশের পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করেছেন দাবী রাশিয়ার

৮ পৃষ্ঠার পর

এ বক্তব্য প্রকাশ করেছে। তবে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত আর কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পিটার হাসের কর্মকাণ্ড নিয়ে আগেও এ ধরনের অভিযোগ করেছে রাশিয়া। ঢাকার শাহীনবাগে নিখোঁজ বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনের বাসায় যাওয়াকেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছিল রাশিয়া। বাংলাদেশের নির্বাচন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপে বসার আহ্বান জানালেও তারা এখনো পরস্পরবিরোধী অবস্থানেই রয়ে গেছে। মার্কিন দূতাবাস বলছে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায়।

নির্বাচনে সহিংস ঘটনা মূল্যায়নে বাংলাদেশে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ দল

৯ পৃষ্ঠার পর

পৌঁছাবেন। এনডিআইয়ের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় কর্মসূচির পরিচালক জেমি স্পাইকারম্যান এবং আইআরআইয়ের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক আঞ্চলিক পরিচালক স্টিফেন চিমারের যৌথ সই করা চিঠিতে বলা হয়, বিশেষজ্ঞ মিশনের কাজ হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতার জন্য কারা দায়ী এবং এর প্রভাব মূল্যায়ন করা। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহিংসতা, কোনো রাজনৈতিক দলের অন্তর্দলীয় কোন্দলের কারণে সহিংসতা, নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে সহিংসতা, অনলাইনে হয়রানি ও হুমকি ইত্যাদি বিষয় তারা খতিয়ে দেখবেন। এসব পরিস্থিতিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকাও মূল্যায়ন করবেন তারা। ভবিষ্যতে নির্বাচন ঘিরে সহিংসতা কমাতে প্রয়োজনীয় সুপারিশও করবে তারা। পাশাপাশি তাদের মূল্যায়ন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে এবং ইসিতে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

এর আগে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশসহ নির্বাচনপূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গত ৭ অক্টোবর ঢাকায় এসেছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল। দলটি ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থানকালে সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সংগঠন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশে কাজ করা বিদেশি দূতাবাস ও বিভিন্ন হাইকমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে।

সফর শেষে আসন্ন নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা উল্লেখ করে আইআরই ও এনডিআই জানিয়েছিল, তারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে পারে এমন বিশ্বাসযোগ্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও অহিংস নির্বাচনের দিকে অগ্রগতির জন্য একটি রোডম্যাপ হিসেবে পাঁচটি পরামর্শ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে- ১. সহনশীল বক্তব্য ও নির্বাচনী ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ করতে হবে। ২. নির্বাচনের সময় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। ৩. অহিংস কর্মকাণ্ডে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে এবং রাজনৈতিক সহিংসতার অপরাধীদের জবাবদিহি করতে হবে। ৪. সব দলকে অর্থবহ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ৫. নাগরিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে।

পিটার হাসকে হত্যার হুমকি, আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে করা মামলা খারিজ

৮ পৃষ্ঠার পর

জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন এম এ হাশেম রাজু। সেই মামলাও খারিজ করে দিয়েছিলেন আদালত।

মামলা খারিজের বিষয়ে বাদী জানান, গত ১৩ নভেম্বর খারিজ হওয়া মামলায় তিনি মহানগর দায়রা জজ আদালতে রিভিশন মামলা করেছেন। এ মামলায়ও তিনি রিভিশন মামলা করবেন।

তিনি আরও বলেন, 'এ মামলা দায়েরের পরে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস, জাতিসংঘ ও কমনওয়েলথ থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং মামলা দায়েরের পরে আমার কোনো ক্ষতি বা সমস্যা হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করেছে।'

মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, গত ৬ নভেম্বর কক্সবাজারের মহেশখালীর কালারমারছড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ফরিদুল আলম। সেই বক্তব্যের ২৮ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে ফরিদুল আলমকে বলতে শোনা যায়, 'আপনারা জানেন, বাংলাদেশে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। কী একটা পাতিহাঁস আসছে। পিটার হাস বদমাইশ। সে বিএনপির হয়ে যে অসভ্য কাজ বাংলাদেশে করছে, তাকে পেলে জবাই করে মানুষকে খাওয়াইতাম। সেই পিটার হাস, বদমাইশ।' এই ঘটনায় বাদী মানহানির অভিযোগে এ মামলা দায়ের করেন।

বিশ্বের ফ্রিল্যান্সারের ১৪ শতাংশই বাংলাদেশে, সুযোগ হাজারের বেশি বিষয়ে

৮ পৃষ্ঠার পর

সেন্টার রয়েছে। বাংলাদেশে অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসের (বেসিস) বরাত দিয়ে ডব্লিউটিওর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০-২১ অর্থবছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ৪০০ প্রতিষ্ঠান ৮০টি দেশে ১৩০ কোটি ডলারের ডিজিটাল সেবা রপ্তানি করেছে। পরের অর্থবছর ১৬৭টি গন্তব্যে রপ্তানি হয় ১৪০ কোটি ডলারের ডিজিটাল সেবা। বর্তমানে দেশের জিডিপিতে আইসিটি খাতের অবদান ১ দশমিক ২৮ শতাংশ। এ খাতে সরাসরি ৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০২৫ সালে সেটি বেড়ে ৫ লাখ হবে।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, কনসালট্যান্সি সার্ভিস, নন-কাস্টমাইজ কম্পিউটার সফটওয়্যার, ডেটা প্রসেসিং ও হোস্টিং সার্ভিস, কম্পিউটার মেরামতসহ বিভিন্ন সেবা রপ্তানিতে চার বছরের ব্যবধানে দেড় গুণের বেশি বেড়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর ১৮ কোটি ২০ লাখ ডলারের কম্পিউটার-সংক্রান্ত সেবা রপ্তানি হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে সেটি বেড়ে ৩০ কোটি ৩৭ লাখ ডলার হয়। বিদায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছর কম্পিউটার-সংক্রান্ত সেবা রপ্তানি বেড়ে ৫৫ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকা বাস্তববাদী, অতীতের মতো এবারও সমর্থন দিবে-সিলেটে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

৯ পৃষ্ঠার পর

যায়, তাহলে আমরা জানি কীভাবে প্রতিহত করতে হয়। আমরা বিজয়ী জাতি। একাত্তরেও বিদেশি অনেকে আমাদের পক্ষে ছিল না। তবু আমরা বিজয়ী হয়েছি।'

তিনি আরও বলেন, 'দেশের অবস্থা খুব ভালো। দেশে নির্বাচনের একটি জোয়ার বইছে। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হবে।' ভোট চেয়ে মন্ত্রী বলেন, 'আমরা গত ১৫ বছর অনেক কাজ করেছি। এখন আমাদের পরীক্ষা। আশা করি, আপনারা আমাদের পাস করাবেন।'

এ সময় সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাপল-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবসের মতে যে ৪ কৌশল নিলে সব নেতাই সাফল্য পাবেন

৫২ পৃষ্ঠার পর

শেখাতে হবে না। তারা দারুণ কাজ করবেন এমন প্রত্যাশার মাধ্যমে আপনি তাদের দিয়ে দারুণ কাজ করিয়ে নিতে পারবেন॥ স্টিভ জবসের জীবন এখনো মানুষের জন্য সাফল্য অর্জনের অসংখ্য মূল্যবান শিক্ষার উৎস। আর এসব শিক্ষার একটি হচ্ছে, আপনার অধীনে কাজ করা ব্যক্তিদের ওপর আস্থা রাখা। জবস বিশ্বাস করতেন, স্মার্ট ও মেধাবী মানুষদেরকে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও রসদ দেওয়া গেলে, তারা তাদের কাজ দিয়ে চমক সৃষ্টি করতে পারেন। ওয়ালটার আইজ্যাকসনের লেখা জীবনী স্টিভ জবস-এ জবস লেখককে বলেছিলেন, তার লক্ষ্য ছিল মানুষকে প্রাধান্য দেয় এমন একটি টেকসই কোম্পানি তৈরি করা। বইয়ে জবসের দেওয়া সাদাসিধা পরামর্শটি হলো: এ কয় বছরে আমি এটা জেনেছি যে, যখন আপনার লোকেরা তাদের কাজে আদতেই ভালো হন, তখন আপনাকে আর তাদেরকে বাচ্চার মতো ধরে শেখাতে হবে না। তারা দারুণ কাজ করবেন এমন প্রত্যাশার মাধ্যমে আপনি তাদের দিয়ে দারুণ কাজ করিয়ে নিতে পারবেন। অ্যাপল-এর সহপ্রতিষ্ঠাতার জন্য চারটি কৌশল বেশ কাজে এসেছিল। নিজের দলের সক্ষমতায় আস্থা : দল ও নেতার মধ্যকার সম্পর্কে আস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন স্টিভ জবস। যখন আপনার সঙ্গে কাজ করা লোকেনা দারুণ বুদ্ধিমান, তখন তাদেরকে মাইক্রোম্যানেজ করা বরং হিতে বিপরীত হয়। তার চেয়ে বরং তাদের দক্ষতা ও বিচারবুদ্ধির ওপর ভরসা করাই শ্রেয়। তাদের কাছ থেকে আপনি কী আশা করেন তা স্পষ্ট করুন, লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, এরপর আপনি সরে আসুন ড় তাদেরকে তাদের মতো কাজ এগিয়ে নিতে দিন। উচ্চ-প্রত্যাশা রাখা : পারফরম্যান্সের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে প্রত্যাশা। জবসের দর্শন অনুযায়ী, আপনার দলের কাছ থেকে আপনার প্রত্যাশা অনেক উঁচু হতে হবে যাতে সেই প্রত্যাশা তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়। আর সেই চ্যালেঞ্জ উতরানোর চেষ্টায় তারা যেন নিয়মিত নিজেদেরকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে।

স্বল্প প্রত্যাশা থেকে প্রায়ই কেবল চলনসই ফলাফল মেলে। কিন্তু দলের কাছে প্রত্যাশা উঁচু রাখলে, তার ফলে দলের সদস্যরা নিজেদের সক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করার একটি পরিবেশ তৈরি হয়। তাই আপনার প্রত্যাশা দলের কাছে স্পষ্ট করুন এবং তাদেরকে বোঝান যে আপনি বিশ্বাস করেন তারা ওই প্রত্যাশা অতিক্রম করতে পারবে। ভিশন হোক একীভূত : ভালো নেতারা একীভূত ভিশনকে উৎসাহিত করেন। আর আকর্ষণীয় ভিশনকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে জবসের জুড়ি ছিল না। বড় প্রেক্ষাপটটি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে দরকার হলে সময় নিন। দলের সদস্যরা যখন তাদের কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারেন, তখন তাদের আরও ভালো কাজ করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। উদযাপন অর্জন : যেকোনো সাফল্যকে স্বীকার করা ও সেটি উদযাপন করা নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আপনার দল যখন দারুণ কিছু অর্জন করে, তখন সেটির স্বীকৃতি দিন, সেগুলোকে উদযাপন করুন। এতে দলের সদস্যদের যেমন মনোবল বাড়ে, তেমনি তারা আবারও অনুভব করেন যে, কাজে উৎকর্ষ কেবল প্রত্যাশিতই নয়, প্রশংসিতও। স্পটলাইট শেয়ার করুন, যার যা প্রাপ্য সেই স্বীকৃতিটুকু দিন; দেখবেন আপনার দল ক্রমেই সাফল্যের পথ ধরে এগিয়ে যাবে।- ইঙ্ক ডটকম

কেউ খোঁজ নেয় না মিয়া আরেফির, নিউ ইয়র্কে আছেন ভাইবোনেরা

৫২ পৃষ্ঠার পর

বলেছিলেন, দিনে অন্তত ১৫ বার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নাকি বার্তা আদান-প্রদান হয়। হুমকি-ধমকিও দিয়েছিলেন সরকারকে। তার বক্তব্যের পর সাময়িক সময়ের জন্য 'বাহবা'ও পেয়েছিলেন কারও কারও। মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে সেই মিয়ান আরেফি এখন গাজীপুরের কাশিমপুরে হাই সিকিউরিটি কারাগারে বন্দি। তাকে কেউ দেখতেও যান না। কারাগার সূত্র জানায়, কারাগারে সাধারণ বন্দি ক্যাটাগরিতে রয়েছেন মিয়ান আরেফি। কারা কর্তৃপক্ষের সরবরাহ করা খাবার তাকে খেতে হচ্ছে। কারা সেলে সারা দিন পায়চারি করে আর টেলিভিশন দেখে তার সময় কাটে। দিনের বেশিরভাগ সময়ে বিষণ্ন থাকেন। কারও সঙ্গে খুব একটা কথাও বলেন না। তবে অন্য বন্দিদের কেউ তাকে চিনতে পারলে তারা 'বিস্ময়ে' তাকিয়ে থাকেন। কারাগারের একজন কর্মকর্তা জানান, গ্রেপ্তারের পর হাই সিকিউরিটি কারাগারেই বন্দি রয়েছেন মিয়ান আরেফি। ওই কারাগারে নেওয়ার পর ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস থেকে একবার তাকে কারাগারে দেখতে যাওয়া হয়। এ ছাড়া তার কোনো স্বজন এ পর্যন্ত তাকে দেখতেও যাননি। মিয়ান আরেফি কারা কর্মকর্তাদের বলেছেন, ঢাকায় তার এক স্ত্রী থাকেন। কিন্তু তিনিও তার সঙ্গে দেখা করতে যাননি।নিউ ইয়র্কে থাকেন ভাইবোনেরা।

ওই কর্মকর্তা বলেন, শুরুর দিকে কারাগারের খাবার খেতে মিয়ান আরেফির কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। এখন মানিয়ে গেছেন। তিনি চাইলে নিয়ম অনুযায়ী নিজের টাকায় কারা ক্যান্টিন থেকে খাবার কিনেও খেতে পারেন।

কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার সুব্রত কুমার বালা বলেন, মিয়ান আরেফির সঙ্গে দেখা করতে তার কোনো স্বজন কারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তারা শুনেছেন, ওই বন্দির স্ত্রী ঢাকাতেই থাকেন, তিনিও যোগাযোগ করেননি। নিয়ম মেনে কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কারা কর্তৃপক্ষ তা করবে। বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত আমেরিকান নাগরিক মিয়ান আরেফির প্রকৃত নাম মিঞা জাহিদুল ইসলাম আরেফি। ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশে সহিংসতায় আগেই শেষ হওয়ার পর তিনি রাজধানীর নয়াপল্টনে দলটির কার্যালয়ে হাজির হন। এরপর বিএনপির কয়েক নেতাকে সঙ্গে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। নিজেকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা আর আমেরিকার ডেমোক্র্যাট দলের ন্যাশনাল কমিটির সদস্য পরিচয় দিয়ে তাকে বাংলাদেশের সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতেও শোনা যায়। পাশাপাশি তিনি ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তখন তিনি দাবি করেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ পক্ষে।' মিয়ান আরেফি বাইডেন ছাড়াও মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং বাংলাদেশে দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার 'প্রতিনিয়ত যোগাযোগের' বিষয়েও কথা বলেন। তিনি দাবি করেন, 'মার্কিন সরকারের সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বিরোধীদের আন্দোলনকে সমর্থন করে।' অবশ্য ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস ওই দিনই জানানো হয় যে, দূতাবাসের কোনো ব্যক্তির বিএনপির কার্যালয়ে যাওয়ার বিষয়ে যে গুজব তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভুল। ওই ভদ্রলোক যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হয়ে কথা বলেন না। তিনি একজন বেসরকারি ব্যক্তি। তবে ওইদিন ছড়িয়ে পড়ে যে বিএনপির মহাসমাবেশে সংহতি জানিয়ে বিভিন্ন দেশের একাধিক নাগরিক বক্তব্য রাখবেন। গুজব ছড়িয়ে পড়ে, সহিংসতার কারণে তা সম্ভব না হওয়ায় বিকেলে বিএনপির কার্যালয়ে 'মার্কিন প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা' সংবাদ সম্মেলন করবেন। সেদিন বিকেলে তিনি ইংরেজিতে বক্তব্য দেওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যেমে চাউর হয় যে, 'আমেরিকার পক্ষ থেকে' বিএনপিকে সমর্থন জানানোর জন্য দলীয় কার্যালয়ে এসেছিলেন আরেফি। তবে ওইদিন রাতেই মিয়ান আরেফির আসল পরিচয় জানাজানি হলে অনেকটা হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। এদিকে উসকানিমূলক ও রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে মিয়ান আরেফি, সাবেক সেনা কর্মকর্তা চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী এবং বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের বিরুদ্ধে রাজধানীর পল্টন থানায় মামলা করেন এক ব্যক্তি। ওই মামলায় ২৯ অক্টোবর ঢাকার বিমান বন্দর থেকে মিয়ান আরেফিকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। পরে মামলার আসামি লে; জেরারেল (অব:) হাসান সারওয়ার্দীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ডিবির মতিঝিল বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ওই মামলায় দুই আসামি গ্রেপ্তারের পর কারাগারে রয়েছেন। তাদের মধ্যে হাসান সারওয়ার্দীকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ এবং মিয়ান আরেফিকে জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে। পলাতক অপর আসামি বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।- সূত্র দৈনিক কালবেলা

বেশি আশাবাদী মানুষের বুদ্ধি কম বলছে গবেষণা

৫২ পৃষ্ঠার পর

সব সময়ই ইতিবাচক নয়। সম্প্রতি এক গবেষণা থেকে দেখা গেছে, টাকার ব্যাপারে বেশি আশাবাদী মানুষের সঙ্গে কম বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার একটি সম্পর্ক রয়েছে।

গবেষণাটি চালিয়েছেন যুক্তরাজ্যের বাথ ইউনিভার্সিটির বিহ্যাভিওরাল ইকোনমিস্ট ক্রিস ডওসন। গবেষণাটির নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেজ জার্নালের পার্সোনালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল সাইকোলজি বুলেটিনে। ডওসন যুক্তরাজ্যের ৩৬ হাজার ৩১২ ব্যক্তির ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এই নিবন্ধটি লিখেছেন। মূলত ১২ মাসে তাদের আর্থিক পরিস্থিতি কীভাবে পরিবর্তিত হবে এবং বাস্তবে তাদের আর্থিক পরিস্থিতি কেমন হয়েছে, তার তুলনা করে এই গবেষণা করা হয়েছে।

একই সঙ্গে এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার পাঁচটি দিকড় কোনো নির্দিষ্ট শব্দ মনে করা, সাবলীলভাবে কথা বলা, কাজের ক্ষেত্রে স্মৃতির ব্যবহারের দক্ষতা, বিমূর্ত চিন্তার সক্ষমতা এবং গাণিতিক দক্ষতাও বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলকে সামাজিক-জনমিতিক ও আর্থসামাজিক বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করে বিবেচনা করা হয়। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, গৃহস্থের আকার ও অন্যান্য প্রভাবকও আমলে নেওয়া হয়েছে এই গবেষণায়। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা ও একজন মানুষ কতটা আশাবাদী বা কতটা নৈরাশ্যবাদী তার সঙ্গে একটি সম্পর্ক নির্ণয় করা গেছে। গবেষণা থেকে দেখা গেছে, যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বেশি তারা যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা কম তাদের তুলনায় ৩৮ দশমিক ৪ শতাংশ কম আশাবাদী এবং ৫৩ দশমিক ২ শতাংশ বেশি হাতশাবাদী।

পাশাপাশি যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বেশি তাদের বাস্তববাদী হওয়ার সম্ভাবনা ২২ শতাংশ বেশি। তারা যেকোনো পরিস্থিতির বিষয়ে ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ না করে অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান গ্রহণ করেন। বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ডওসন তাঁর নিবন্ধে লিখেন, 'অতিরিক্ত আশাবাদী মনোভাব আংশিকভাবে ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা কম হওয়ার অন্যতম কারণ।'

৩০ বছর আগে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, নিউইয়র্কের মেয়রের নামে মামলা

৫২ পৃষ্ঠার পর

দায়ের করা একটি মামলার কাগজপত্রে ওই অভিযোগ করেছেন তিনি। নিউ ইয়র্ক স্টেটের 'অ্যাডাল্ট সারভাইভারস অ্যাক্ট'-এর অধীনে অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম দ্য মেসেঞ্জার প্রথম এসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, অভিযোগপত্রে ওই নারী বলেছেন, ১৯৯৩ সালে এরিক ও তিনি নিউইয়র্ক শহরের জন্য কাজ করতেন। ওই সময় নিউইয়র্কেই এরিক তাঁকে নিপীড়ন করেন।

এ বিষয়ে আরো জানা গেছে, মেয়র অ্যারিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছেড়তা ১৯৯৩ সালে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময় তাঁরা দুজনই নিউ ইয়র্ক সিটির ট্রানজিট পুলিশ বিভাগে চাকুরী করতেন।

এ বিষয়ে নিউ ইয়র্ক সিটি হলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মেয়র জানেন না এই নারী কে। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো স্মৃতি মেয়র মনে করতে পারছেন না। তাই বিষয়টিকে তিনি জোরালোভাবে অস্বীকার করেছেন।

বাদীর একজন আইনজীবী আইনটির গুরুত্বকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বলেছেন, এটি অভিযোগকারী নারীকে ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

তিন পৃষ্ঠার বিবরণীতে অভিযোগকারী জানিয়েছেন, যৌন নিপীড়নের সময় অ্যারিক অ্যাডামস নিউ ইয়র্ক সিটিতে একজন ট্রানজিট পুলিশ অফিসার হিসেবে কাজ করছিলেন। নিগৃহীত হওয়ার জন্য বিবরণীতে ৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণও দাবি করেছেন ওই নারী। যৌন নিপীড়নের অভিযোগ ডেমোক্র্যাট দলের নেতা অ্যাডামসের জন্য সর্বশেষ আইনি ধাক্কা। এর আগে ২০২১ সালের মেয়র নির্বাচনের প্রচারণায় অর্থায়নের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। চলতি মাসের শুরুর দিকেই এফবিআই এজেন্টরা তার অ্যাপার্টমেন্টে অভিযান চালিয়ে তিনটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করে।

ইসলাম-বিরোধী নেতার জয়, নেদারল্যান্ডসে আতঙ্কে মুসলিমরা

১২ পৃষ্ঠার পর

কেউ ভাবিনি আইন ও শাসন বিরোধী একটি দল এতটা বড় হবে।'

গার্ট উইল্ডার্স দীর্ঘ সময় ধরে নেদারল্যান্ডসে রাজনীতি করছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি একাধিকবার ইসলামের বিষেধাগার করেছেন। ইসলামকে নিয়ে করেছেন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য। আর এসবের কারণে ২০০৪ সাল থেকেই পুলিশি নিরাপত্তায় মধ্যে থাকতে হচ্ছে তাকে। ২০১৬ সালে মরক্কোর নাগরিকদের 'ময়লা' হিসেবে অভিহিত করে বৈষম্যের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি।

যদিও এবারের নির্বাচনের আগে তিনি ইসলাম-বিদ্বেষ কিছুটা কমিয়ে দেন। তবে তার দলের নির্বাচনী ইশতেহারে মসজিদ, কোরআন ও নারীদের স্কার্ফ নিষিদ্ধ করার অঙ্গিকার রয়েছে।

বুধবার জয়ের পর উইল্ডার্স বলেন, 'আইন ও সংবিধানের মধ্যে থেকে' তিনি তার নীতিগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন।

নির্বাচনের আগে উইল্ডার্স ইসলাম নিয়ে তার সুর নরম করলেও; তাকে নিয়ে স্বস্তি পাচ্ছেন না ডাচ মুসলিম নেতা মুহসিন কোকটাস। তিনি বলেছেন, 'নেদারল্যান্ডসে ইসলাম ও মুসলিমদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত।'

এই মুসলিম নেতা আরও বলেছেন, নেদারল্যান্ডসে মুসলিমদের অধিকার রক্ষা এবং আইন ও শাসন অক্ষুন্ন রাখতে তাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। নেদারল্যান্ডসের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্যই এটি করতে হবে।

নেদারল্যান্ডসে বাস করেন মরক্কোর বংশোদ্ভূত অনেক মানুষ। তাদের একজন হলেন হাবিব এল কাদ্দুরি। তিনি ডাচ মরক্কানদের অধিকার রক্ষায় একটি সংস্থাও পরিচালনা করেন। হাবিব এল কাদ্দুরি শঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, 'উইল্ডার্স মুসলিম এবং মরক্কানদের সম্পর্কে (বিষেদাগারের জন্য) পরিচিত। আমাদের শঙ্কা সে আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে দেখাবে।'

খরচ কমাতে বিছানার অর্ধেক ভাড়া দিতে চান টরন্টোর এক নারী

১২ পৃষ্ঠার পর

কনডো' শিরোনামের ওই ফেসবুক পোস্টে বলা হয়েছিল, 'একজন সরল নারী খুঁজছি, যার সঙ্গে মাস্টার বেডরুমে একটি কুইন সাইজ বিছানা শেয়ার করতে চাই। আগে আমি ফেসবুকে খুঁজে পাওয়া এক নারীর সঙ্গে আমার বিছানা শেয়ার করেছিলাম। সেটা ভালোই চলছিল।'

প্রতি মাসে বিছানার ভাড়া বাবদ ওই নারী ৯০০ কানাডিয়ান ডলার দাবি করেছিলেন। পোস্টটি প্রসঙ্গে সিটিভি নিউজ টরন্টোকে আনিয়া ইটিঙ্গার বলেন, 'আপনি যদি ভাবেন, টরন্টোর অর্থনৈতিক অবস্থায় খারাপ কিছু ঘটেনি। তাহলে এটা দেখুন, আসলে এমটাই ঘটছে। একজন মাসে ৯০০ কানাডিয়ান ডলারে তাঁর বিছানা ভাড়া দিতে চাচ্ছেন। অনেকেই বিষয়টিকে ভালোভাবে দেখবে না। তবে সবচেয়ে খারাপ বিষয় হচ্ছে, অনেকে এটা করতে বাধ্য হচ্ছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা।'

টরন্টোয় আবাসন সংকটের তীব্রতা তুলে ধরে বলা আনিয়ার এই ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেছে। ভিডিওটিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একজন লিখেছেন, 'আতঙ্কের বিষয় হলো, তিনি যে কারও কাছে তাঁর বিছানা ভাড়া দিতে চাচ্ছেন। কেউ না কেউ হয়তো সেটা ভাড়াও নিচ্ছেন।' আরেকজন মন্তব্য করেছেন, 'এর একটি সুবিধা হলো, এটি একাকিত্ব নিরাময় করে।'

টরন্টো কানাডার দ্বিতীয় সবচেয়ে ব্যয়বহুল আবাসন বাজার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। নিউইয়র্ক পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টরন্টোয় একটি এক কক্ষের বাসার গড় খরচ প্রতি মাসে প্রায় ২ লাখ ৮৯ হাজার ৬৬০ টাকা (২ হাজার ৬১৪ মার্কিন ডলার)। এই অর্থ জোগাড় করতে মানুষকে অপ্রচলিত নানা উপায় অবলম্বন করতে হয়। এ কারণে শহরে বিছানা ভাড়া (হট বেডিং) দিয়ে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বিছানা শেয়ার করার প্রবণতা বাড়ছে।

সিডনি ও মেলবোর্নে ২০২১ সালে ৭ হাজার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ওপর চালানো এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভাড়ার খরচ ৩ শতাংশ বাঁচাতে অনেকেই এই 'হট বেডিং' বেছে নিচ্ছেন।- এনডিটিভি

ইমরান খানের 'পরকীয়ার' চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস

১২ পৃষ্ঠার পর

ইমরান খানকে বিয়ে করেন। তবে এই বিয়ে সম্পর্কে জানতেন না বলে দাবি করেন বুশরা বিবির সাবেক স্বামী। তিনি বলেছেন, 'তাদের বিয়ে নিয়ে আমি এবং আমার সন্তান অবগত ছিলাম না। যখন জিও এবং দ্য নিউজ তাদের বিয়ে নিয়ে রিপোর্ট করে তখনও আমি তা উড়িয়ে দিয়েছিলাম।' ২০১৮ সালের মার্চে দ্য নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ইমরান খান এবং বুশরা বিবির বিয়ে হয়। কিন্তু তাদের বিয়ের ছবি প্রকাশিত করা হয় ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখে।

মানেকা দাবি করেছেন, এর আগে তার সম্মতি ছাড়াই ইমরান খান তার বাড়িতে যেতেন। তিনি আরও দাবি করেছেন, তিনি পিটিআই চেয়ারম্যানকে তার বাড়ি থেকে বেরও করে দিয়েছিলেন।

ইসলামাবাদে পিটিআই-এর বিক্ষোভের সময় সাবেক ফার্স্ট লেডির বোন মরিয়ম ইমরান খান ও বুশরা বিবির সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করে। এই বৈঠকের পর ইমরান খান এবং বুশরা বিবি ইসলামাবাদে ধারাবাহিকভাবে দেখা করতেন।

বুশরার সাবেক স্বামী আরও বলেন, 'আমার মা বলতো ইমরান খান ভালো মানুষ না, তাকে বাড়িতে আসতে দিও না।'

তিনি আরও দাবি করেছেন, সেই সময় পিটিআই প্রধানের অনুরোধে ফারাহ গোগির দেওয়া ফোন নাম্বারে বুশরা ইমরানের সঙ্গে রাতে গোপনে কথা বলতেন।

এ ছাড়া মানেকা আরও দাবি করেছেন, ইসলামাবাদের বানি গালায় তার আরেক বাড়িতে বুশরা বিবি ইমরানের সঙ্গে দেখা করতো। মানেকা বলেন, 'তাদের বিয়ের ছয়মাস আগে বুশরা আমার কাছ থেকে আলাদা হয় এবং পাঞ্জবারের পাকপত্তন শহরে তার বাড়িতে চলে যায়। এরপর জোর করা সত্ত্বেও আর বাড়িতে ফিরেনি সে।' মানেকা জানান, এরপর তিনি একদিন একটি বার্তা পান ফারাহ গোগির কাছ থেকে। সেখানে বলা হয়েছে, তিনি যেন বুশরাকে তালাক দেন। এরপর আমি বুশরার কাছে যাই এবং জানতে চাই, সে তালাক চায় কি না? এর জবাবে সে শুধু মাথা নাড়ায়। জিও নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এরপর ফারাহ গোগির মাধ্যমে তিনি ২০১৪ সালের ১৪ নভেম্বর ডিভোর্স লেটার পাঠান। ফারাহ গোগি ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ মিত্র বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

একতরফা ভোট করে টিকে থাকা কঠিন হবে ... বদরুদ্দীন উমর

১৩ পৃষ্ঠার পর

শ্রমিকরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে কম মজুরি পায়। এমনকি পাকিস্তানের শ্রমিকরাও বাংলাদেশের চেয়ে বেশি মজুরি পায়।

এসব কারণেই জনগণ এখন পরিবর্তন চাচ্ছে। যে পরিবর্তন সাধারণ অবস্থায়ও সম্ভব। এখন জনগণ চাচ্ছে নতুন কেউ আসুক। বিএনপি এসে যে বেহেশত কায়েম করবে, তা-ও নয়। তবু জনগণ পরিবর্তন চাচ্ছে। তারা মনে করছে বিএনপি খারাপ হলেও এত খারাপ হবে না। অন্তত কিছুদিনের জন্য এসব অপকর্ম করতে পারবে না।

প্রশ্ন: বর্তমান পরিস্থিতিতে কি নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটবে?

বদরুদ্দীন উমর: নতুন মেরুকরণ তো হয়েই গেছে। একদিকে আছে আওয়ামী লীগ। আছে রাশেদ খান মেননের ওয়ার্কার্স পার্টি আর হাসানুল হক ইনুর জাসদ। তাদের তো দেশে কোনো শক্তি নেই। আরো কতগুলো রাজনৈতিক দল তাদের সঙ্গে আছে। জাতীয় পার্টি কী করবে তার ঠিক নেই। অনিশ্চিত একটি অবস্থা। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী জোট ও সিপিবিসহ বামপন্থী মোর্চা আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করছে।

আওয়ামী লীগে প্রকৃতপক্ষে কোনো শক্তি নেই। বিরোধী পক্ষে বিএনপি ছাড়াও অন্য শক্তি আছে। কাজেই মেরুকরণ হয়েই আছে। আর কোনো মেরুকরণ সম্ভব না।

প্রশ্ন: এমন এক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের আন্দোলনকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

বদরুদ্দীন উমর: গার্মেন্টের শ্রমিকরা চায় মজুরি বৃদ্ধি। জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের এমপিরাই গার্মেন্টের মালিক। কাজেই সরকারও এ গার্মেন্ট মালিকদেরই। এ শিল্প নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কথা বলছে। তারা এখানকার সবচেয়ে বড় গ্রাহক। প্রডাক্টিভিটির একটি প্রশ্ন রয়েছে। যন্ত্রপাতি নতুন হলে উৎপাদন ভালো হয়। এর পরই হলো মানুষের অবস্থা। মানুষ যদি খেতে না পারে, সেই সঙ্গে অনেক সুবিধা না পায় তাহলে প্রডাক্টিভিটির ওপর প্রভাব পড়েই। যুক্তরাষ্ট্র চায় এখানকার প্রডাক্টিভিটি বেশি হোক, তাদের মজুরি বেশি হোক। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের চালাকি হলো এ মুহূর্তে মজুরির কথা বললে সরকারবিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়। মুখ্যত এটিই প্রধান কারণ। ছবি: মাসফিকুর সোহান

নির্বাচন নিয়ে রাশিয়ার অভিযোগ, বিএনপির অস্বীকার

৮ পৃষ্ঠার পর

বুঝতে হবে। আমাদের কোল্ড ওয়ারের যুগের চিন্তা দিয়ে চললে হবে না। এখন আর কোনো আদর্শিক বিষয়ও নেই। সবাই তাদের বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা চিন্তা করে।"হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

ইলন মাস্কের ‘এক্সে’ বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করল অ্যাপলসহ অসংখ্যা কোম্পানি

৬ পৃষ্ঠার পর

অ্যাপল, ডিজনি, অ্যামাজন, ওরাকল, প্যারামাউন্ট, কমকাস্ট/এনবিসি উইনিভার্স, ওয়ার্নাস ব্রোসসহ দুনিয়াবিখ্যাত সব কোম্পানিকে এক্সে বিজ্ঞানপ না দিতে অনুরোধ করে।

এরপর থেকে বিভিন্ন কোম্পানি জনপ্রিয় কিন্তু ব্যবসায়িকভাবে ধুঁকতে থাকা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটিতে বিজ্ঞান দেওয়া বন্ধের ঘোষণা দিতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম নজরদারি সংস্থা মিডিয়া ম্যাটারস গত সপ্তাহের শুরুর দিকে এক প্রতিবেদনে অভিযোগ করে, এক্সে ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষমূলক পোস্টের পাশাপাশি অ্যাপল, ডিজনি, অ্যামাজন, ওরাকল, প্যারামাউন্ট, কমকাস্ট/এনবিসি উইনিভার্স, ওয়ার্নাস ব্রোসের বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের বিশাল বাজার হারানোর প্রতিক্রিয়ায় ম্যাটারসের বিরুদ্ধে মামলা করার ঘোষণা দিয়েছেন মাস্ক। মাস্কের অভিযোগ, মিডিয়া ম্যাটারসের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা বিভ্রান্তি তৈরি করছে।

বৃহস্পতিবার এক্সের সিইও লিন্ডা ইয়াকারিনো এক টুইটে জানান, এক্সের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট। আমাদের পরিচালনা পরিষদে কোনো বিষয়ে কোনো মতেই বৈষম্য করা হবে না।

অনেক নাটকীয়তা শেষে ২০২২ সালের এপ্রিলে ৪ হাজার ৪০০ কোটি ডলার দিয়ে টুইটার কিনেন বৈদ্যুতিক গাড়ি কোম্পানি টেসলা ও মহাকাশ যান স্পেসএক্সের নির্বাহী ও বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক।

কেনার সময় এক টুইটে মাস্ক জানিয়েছিলেন, টুইটারকে তিনি মত প্রকাশের চরম উদাহরণে পরিণত করবেন। কিন্তু এরপর কোম্পানিটাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে বিভিন্ন পোস্ট সেন্সর করতে দেখা গেছে।

মাস্ক টুইটার কেনার পর থেকে কোম্পানিটার মুনাফা কমতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটি নিয়ে মাস্কের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থামছে না। কেনার পরপর বিপুল সংখ্যাক কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। পেইড অ্যাকাউন্ট চালু করা হয়েছে। এমনকি টুইটার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছ এক্স। সূত্র : গার্ডিয়ান

তরুণের হাতে প্রযুক্তি: ভুল, মিথ্যা তথ্য ও বিদ্বেষ ছড়ানো রুখবো কিভাবে?

৫২ পৃষ্ঠার পর

বা সামাজিক সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চান না। যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্রেও প্রবীণদের সাথে তাদের রয়েছে বিশাল ব্যবধান। তরুণদের প্রায় সবার হাতে প্রযুক্তি অথচ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা খুব একটা সচেতন নন এবং সাইবার নিরাপত্তা নিয়েও ওয়াবিকহাল নন।

তরুণ সমাজ মানেই ডিজিটালাইজড সমাজ। তাদের হাতেই তথ্যপ্রযুক্তি, তারাই পারেন বিশ্বায়নকে প্রযুক্তির মাধ্যমে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে। বাংলাদেশে ১৫ থেকে ২৯ বয়সী মানুষ আছে প্রায় ২ কোটি ৬৮ লাখ। এদের অধিকাংশই ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, ইমো ও লাইকি সহ আরো অনেকধরণের ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করছেন। ডিজিটালাইজেশনের এ যুগে তথ্য খুব দ্রুত ও সহজে মানুষের কাছে পৌঁছে যায় বলেই, একে ব্যবহার করার ব্যাপারে তথ্যের নৈতিক সংরক্ষণ এবং নিরাপদ তথ্য প্রচারের বিষয়টিও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এইসময়ে সবচেয়ে বড় ভয় হচ্ছে তথ্যের পাশাপাশি বিভ্রান্তি, ঘৃণাসূচক বক্তব্য, বিদ্বেষ ও ভুল তথ্যও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

যেহেতু তরুণ-তরুণী ও যুব সমাজের হাতের মুঠোয় রয়েছে ডিজিটাল মাধ্যম তাই ভুল তথ্য, ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং ডিজিটাল বিদ্বেষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কাজটাও মূলত তরুণদেরই হওয়া উচিৎ। অথচ আমরা লক্ষ্য করছি তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব যত বাড়ছে, বাকস্বাধীনতা এবং তথ্যের আদান-প্রদানের বিষয়টি ততোই ভারসাম্যহীন ও বিদ্বেষমূলক হয়ে উঠছে।

কেন হঠাৎ এখন ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানো ও এর অপব্যবহার নিয়ে কথা বলছি, এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানো বাংলাদেশের জন্য একটি বিশেষ উদ্বেগের বিষয়, কারণ দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ সাইবার নিরাপত্তা এবং আইনি অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছাড়াই ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন (সিক্যাফ) এর বাংলাদেশ সাইবার অপরাধ প্রবণতা-২০২৩ বিষয়ক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাইবার অপরাধের ধরনে বদল দেখা দিয়েছে এবং বেশি ঝুঁকিতে আছেন নারী ও শিশুরা। নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছে সাইবার অপরাধ। জরিপে উঠে এসেছে, ভুক্তভোগীদের ৫৫ শতাংশই বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক আইন সম্পর্কে জানেন না।

সামনেই বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই নির্বাচনে যারা নতুন ভোটার হয়েছেন বা হবেন, তারা প্রযুক্তিভিত্তিক প্রজন্ম। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে উঠে আসা শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর সব তরুণ-তরুণীদের হাতেই ইলেকট্রনিক ডিভাইস। এই বিশাল সংখ্যার নব্য ভোটাররা কী ভাবছেন, কিভাবে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করছেন, নির্বাচন ও নির্বাচন পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে তারা কেমনটা ভাবছেন? বা নির্বাচন নিয়ে তরুণ সমাজ কতটা উৎসাহী এসব নিয়ে ভাবতে গিয়ে বেশকিছু বিষয় আলোচনায় উঠে এসেছে।

ডয়েচ ভেলে একাডেমি বর্তমানে এমন একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার লক্ষ্য বাংলাদেশের তরুণদের, বিশেষ করে প্রথমবারের মতো ভোটারদের কাছে পৌঁছানো, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, আলোচনা ও কথোপকথনকে উৎসাহিত করা। এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে, যুব ও তরুণ সমাজ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, ভোটের পরিবেশ এবং ভোটাধিকার, সুশাসন ইত্যাদি প্রসঙ্গে খুব একটা উৎসাহী নয়। তারা কোনো গুরুতর বা সামাজিক সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চান না। যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্রেও প্রবীণদের সাথে তাদের রয়েছে বিশাল ব্যবধান। তরুণদের প্রায় সবার হাতে প্রযুক্তি অথচ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা খুব একটা সচেতন নন এবং সাইবার নিরাপত্তা নিয়েও ওয়াবিকহাল নন।

এরকম একটি প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ইনফরমড ওপিনিয়নস ফর বেটার ডিসিশন: এমপাওয়ারিং ইয়ুথ ভয়েজেস শীর্ষক ডয়েচের এই প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে প্রথমবারের ভোটারদের সাথে কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রুপটিকে ইন্টারনেট ব্যবহার, তথ্য গ্রহণ ও তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সচেতন করে তোলার। বিশেষ করে আগামী নির্বাচনে যারা প্রথমবার ভোট দেবেন, তারা যেন প্রার্থী নির্বাচনের সময় তাদের সূক্ষ্ম যুক্তি ও চিন্তাকে কাজে লাগাতে পারেন। সেই সাথে তাদের সামাজিক দায়দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারেন। স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে তরুণ ভোটাররা কিভাবে সংবাদ, তথ্য ও ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার করবেন।

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের মাধ্যম আমরা জানতে পারছি, তরুণ সমাজ কিভাবে টিকটক, ফেইসবুক, ইন্সটাগ্রাম ও ইউটিউব প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন। এসবের মাধ্যমে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা কতটা বাড়ছে। শুধু টিকটক বা লাইকি নয়, সারাদেশে ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপ সক্রিয় হয়ে উঠছে, যারা ফাঁদে ফেলে শিশু ও নারীদের নিয়ে ব্যবসা করছে। ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার ব্যবহার করে নানাধরণের অপরাধ করছে। ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে অর্থ দাবি করছে।

বাংলাদেশে ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফির সহজ বিস্তার এবং নারীর প্রতি সহিংসতা শীর্ষক এক গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশীয় অনলাইন ও মিডিয়াতে নারীর প্রতি অবমাননাকর, নারীর অশালীন দেহ প্রদর্শন, যৌন আবেদনময় ও পর্নোগ্রাফিক কনটেন্ট বা আধেয় বাড়ছে। প্রচুর সংখ্যক কিশোর, তরুণ ও যুবক নারীর প্রতি অবমাননাকর কনটেন্ট নিয়মিত দেখে থাকেন বলে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৮১ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন। অনলাইনে নারীর অবমাননাকর যে ইমেজ (ভাবমূর্তি) দেখানো হয়, তা সমাজে প্রচলিত মন্দ মেয়ের ইমেজকে আরো শক্তিশালী করছে। গবেষণায় দেখা গেছে, উত্তরদাতারা মোবাইল-ইন্টারনেট বেশি ব্যবহার করেন। স্মার্ট ফোনের ব্যবহারের হার অনেক বেশি। শতকরা ৫১ জন ছেলে ফেসবুক ব্যবহার করেন, নারী ব্যবহার করেন শতকরা ৩৯ জন। এরপরেই আছে ইমো, ছেলেরা শতকরা ২৯ ভাগ এবং মেয়েরা শতকরা ২০ ভাগ ব্যবহার করেন। এছাড়াও আছে টিকটক এবং লাইকি। অনলাইনে মন্দ কনটেন্ট যেমন এডাল্ট ম্যুভি, ন্যুডিটি, পর্নোগ্রাফি শতকরা ৭৫ জন তরুণ/যুবক দেখে থাকেন বলে উত্তরদাতারা মনে করেন।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ কোটি ৬৪ লাখের বেশি। দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০১৯ সাল পর্যন্ত সাড়ে ১৬ কোটি ছাড়িয়েছে বলে বিটিআরসি তাদের ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ করেছে। এরমধ্যে কিশোর ও তরুণদের প্রায় সবারই এই ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার আছে।

বিভিন্ন সময় কাজ করতে গিয়ে এই ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে কথা বলেছি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্রছাত্রী ও দুজন কলেজে পড়ুয়া ছাত্রীর সাথে, যারা এবারই প্রথম ভোট দিতে পারবেন। যেহেতু ভোটের আগে ও পরে নানা ধরণের ভুল তথ্য, ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং ডিজিটাল বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে দেখা যায়, তাই সেই প্রসঙ্গে তারা কী ভাবছেন? তিনজনই সরাসরি উত্তর দিলেন, এসব নিয়ে খুব সিরিয়াসলি কিছু ভাবছেন না। কারণ তারা পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। এছাড়া এই প্রযুক্তির জগতকে তারা বিনোদন ও তথ্য পাওয়ার জগত বলে মনে করেন। এই মাধ্যমে বিদ্বেষ ছড়ানো ও বিকৃত তথ্য প্রচারকে অপরাধ বলে মনে করলেও একে কিভাবে থামানো যায়, সেসব নিয়ে ভাবেননি। তবে দুজন ছাত্রীই ফেসবুকে ট্রল হওয়াকে ভয় পান। তারা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন নিরাপদ অনলাইন পরিবেশ নিশ্চিত করা খুব দরকার। কারণ ডিজিটাল মাধ্যম ও তথ্যের ওপর যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকলে নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ সাইবার জগত তৈরি করা যাবে এবং মানুষ স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে পারবেন।

ডয়েচে একাডেমিও তাদের প্রকল্পটিকে সামনে রেখে পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ ও চিটাগাং ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলেছে এবং সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। বিতর্ক অনুষ্ঠান ও সংলাপের মাধ্যমে তরুণ ভোটাররা বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে কথা বলেছেন। সেইসাথে গণমাধ্যম ও ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

একথা সত্যি যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করার মাধ্যমে একদিকে যেমন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, তেমনি এর অপব্যবহার হলে তা অন্য মানুষের মর্যাদা, শান্তি, অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে। ঠিক এই জায়গাটাতেই আমাদের কাজ করতে হবে প্রযুক্তিভিত্তিক এই প্রজন্মকে নিয়ে। প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে তাদের বুঝাতে হবে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে এমন কিছু প্রচার ও সম্প্রচার করা যাবে না, যা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি বা মূল্যবোধকে আঘাত করতে পারে ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি করতে পারে। এমন কোনধরণের বিদ্বেষপূর্ণ বা ঘৃণাসূচক বক্তব্য প্রচার করা বা ছড়ানো যাবে না, যা জনশৃঙ্খলা বা শান্তি নষ্ট করতে পারে, সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে বা সহিংসতা উসকে দিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নারী ও মেয়েদের যৌন হয়রানি করা যাবে না।

আমরা অতীতে দেখেছি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বেশ কিছু বাড়ি ও মন্দিরে হামলার ঘটনা ঘটেছিল বাংলাদেশে। এরপরেও আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে ফেসবুকের মাধ্যমে বিদ্বেষ ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর মধ্য দিয়ে। ফেসবুকের মাধ্যমে এতবেশি ঘৃণামূলক বক্তব্য ছড়ানো হয়েছে, যা গত এক দশকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুবিরোধী সংঘাত বাড়িয়ে তুলেছে। ফেসবুক থেকে উৎসাহিত হয়ে ঘটানো প্রথম বড় সংঘাতের ঘটনাটি ২০১২ সালের। কিন্তু এরপরেও আমরা দেখছি একশ্রেণির মানুষ ঘৃণা বা বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য প্রচার করছেন এবং এর উপর নির্ভর করে সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

আমাদের দেশে জনগণের বড় একটা অংশ কম পড়াশোনা জানা ও নিরক্ষর। তারা ডিজিটাল মিডিয়ার প্রচার-প্রচারণা নিয়ে খুব একটা সচেতনও নন। যা দেখেন, তাই বিশ্বাস করেন। আর এই সুযোগটাকেই কাজ লাগানোর চেষ্টা করেন অসাধু ব্যক্তিরা। গত বছর প্রকাশিত ফেসবুক পেপারস থেকে জানা যায়, ফেসবুকের অ্যালগরিদম অনলাইনের ঘৃণামূলক বক্তব্যের পাঁচ শতাংশেরও কম চিহ্নিত করতে পারে।

প্রায় শতকরা ৮৬ জন তরুণ-তরুণীর স্মার্টফোনের প্রবেশাধিকার রয়েছে। এত বড় একটা অংশ ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার করলেও এদের কতজন রাজনীতি, অর্থনীতি, সুশাসন, সমাজনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে ভাবছেন? অথবা অনলাইনের ঘৃণামূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন? অন্যদিকে সামাজিক জেন্ডার ধারণা এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যের কারণে তরুণদের মধ্যে রয়েছে বড়ধরণের ডিজিটাল বিভাজন অভিজ্ঞতা, যা একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়। শহুরে বাসিন্দাদের প্রায় ৫৫ শতাংশের তুলনায় ৩৫ শতাংশ গ্রামীণ বাসিন্দার ইন্টারনেট প্রবেশাধিকার রয়েছে। যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ৮১ শতাংশের বয়স ১৬ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। অনলাইন নিরাপত্তাও ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের একটি সমীক্ষা অনুসারে, ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ৬৩.৫১ শতাংশ মেয়েশিশু ও নারী বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ধরণের অনলাইন সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছেন।

শুধু আইন বা পুলিশি তৎপরতা চালিয়ে ভুল তথ্য, ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং ডিজিটাল বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয়। এবং এর মাধ্যমে ইন্টারনেটভিত্তিক অপরাধও ঠেকানো যাবেনা। অন্যদিকে প্রযুক্তির ব্যবহারও বন্ধ করা অসম্ভব। তাই চেষ্টা করতে হবে তরুণদের প্রযুক্তি ব্যবহারের ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে সচেতন করার। তাদের মাধ্যমেই বের করে আনতে হবে, কিভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের কাছে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছানো যাবে। অ্যাপস ব্যবহার করা কোন অপরাধ নয় এবং অ্যাপস ছাড়া বর্তমানে চলা যাবে না। কিন্তু এটি ব্যবহার করতে গিয়ে যখন কেউ পাচার হয়ে যায়, ফাঁদে পড়ে তখনই সেটা হয় দুর্ভাগ্যজনক।

ঠিক এই মুহূর্তে কয়েকটি বিষয়ের দিকে তরুণদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে। নতুন ভোটার যারা তাদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ডয়েচে একাডেমি বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন গ্রামগঞ্জের চায়ের স্টলগুলোতে নির্বাচনের আগে যেরকম আলোচনা-সমালোচনা হয়, যেরকম সংলাপ ও বিতর্ক হয়, তরুণ ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ নিয়ে ঠিক সেরকম অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যেমন, ভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ডিজিটাল মাধ্যমের অপব্যবহার রোধ এবং যুবদের নাগরিক সম্পৃক্ততা নিয়ে বিভিন্ন ভিডিও দেখানো হয়েছে। কারণ তরুণ ও যুব সমাজের ইন্টারনেট ব্যবহারের উপকারিতা ও বিপদ নিয়ে দিনদিন বিতর্ক বাড়ছে। ভার্চুয়াল জগতের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকলেও এর অন্ধকার দিকও রয়েছে। অনলাইনে সাইবার বুলিং, যৌন নিপীড়ন, জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়া, প্রতারণার শিকার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে।

আরেকটি বড় ব্যাপার হচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার ও ঝুঁকি নিয়ে কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের সাথে কথা বলার জন্য পরিবারকেই সচেতন হতে হবে। অভিভাবকদেরই এগিয়ে আসতে হবে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে ব্যবধান ঘোচানোর জন্য। অনেকেই মনে করেন এসব বিষয়ে নজরদারির দায়িত্ব সোশাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর হাতে রাখার দরকার নেই। এগুলো দেখার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ থাকা দরকার। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো কী সিদ্ধান্ত নেবে, তা ভাবা দরকার। - শাহানা হুদা রঞ্জনা যোগাযোগকর্মী ও কলামিস্ট

[তথ্যসূত্র: ড. ফারজানা মাহমুদ: আইনজীবী ও গবেষক; মুবাশ্বার হাসান, জেফরি ম্যাকডোনাল্ড এবং হুই হুই অহ্ (ফরেন পলিসি ম্যাগাজিন); দৈনিক প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার; দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড; বিবিসি বাংলা ও ডয়েচ ভেলে]

আমেরিকার পথে দারিয়েন গ্যাপে স্বর্গরাজ্য গড়েছে ধর্ষকেরা, শিকার অভিবাসন প্রত্যাশীরা

৭ পৃষ্ঠার পর

রেকর্ড ছাড়িয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশুও রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছর দারিয়েন গ্যাপ পাড়ি দিতে গিয়ে যৌন সহিংসতার শিকার হয়ে পানামায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে এমন ৩৯৭ জনকে চিকিৎসা দিয়েছে এমএসএফ। পাহাড়ি উষ্ণমণ্ডলীয় বন এবং জলাভূমি এলাকায় তাঁবুর মধ্যে তাঁদের অনেকেই দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই সংখ্যাটি গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। গত বছর এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার ১৭২ জনকে চিকিৎসা দিয়েছিল এমএসএফ। এ অবস্থায় দারিয়েন গ্যাপ অঞ্চলটিতে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের সুরক্ষার জন্য একটি কার্যকর নিরাপত্তাব্যবস্থা মোতায়েন করার জন্য পানামা ও কলম্বিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেছে চিকিৎসকদের সংগঠনটি।ধর্ষণের বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষ্য ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে নথিভুক্ত করেছে এমএসএফ। অভিবাসনপ্রত্যাশী ভেনেজুয়েলার এক নারী সংস্থাটিকে বলেন, ‘আমি অনেককেই ধর্ষণ করতে দেখেছি। তাদের নগ্ন এবং মারধর করতেও দেখেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘ধর্ষকদের মধ্যে একজন, দুই বা তিনজন আপনাকে ধরে ধরে ধর্ষণ করবে এবং তারপরের একজন এসে আপনাকে আবার ধর্ষণ করবে। আর আপনি চিৎকার করলে তারা আপনাকে মারধর করবে।’

কিছু ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে যে ধর্ষকদের হাত থেকে কাউকে বাঁচাতে গিয়েও অনেকে মারধর এমনকি হত্যাকাণ্ডেরও শিকার হয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধু গত অক্টোবরেই যৌন সহিংসতার শিকার ১০৭ জনের চিকিৎসা করেছে এমএসএফ। সম্প্রতি ধর্ষকদের হাত থেকে বেঁচে ফেরা তিনজনের বয়স ছিল মাত্র ১১, ১২ ও ১৬ বছর।

চিকিৎসক সংস্থাটির কো-অর্ডিনেটর কারমেনজা গালভেজ জানান, যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া মানুষেরা সময়মতো সহযোগিতা পায় না। কলঙ্কের ভয়, অপরাধীদের হুমকি ছাড়াও এসব ক্ষেত্রে কারও সাহায্য চাইতেও ধর্ষিতরা নিরাপদ বোধ করেন না।গালভেজ আরও জানান, দারিয়েন গ্যাপ পাড়ি দিতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার অনেকেই বিষয়টি চেপে যান এই ভেবে যে এ বিষয়ে অভিযোগ জানালে তাঁদের আমেরিকা যাত্রায় দেরি হয়ে যেতে পারে। জানা যায়, দারিয়েন অঞ্চলের দুর্গম জলাবদ্ধ জঙ্গলের প্রতিকূল পরিবেশ মানুষকে ঐতিহাসিকভাবেই দূরে রেখেছে। এই অঞ্চল পাড়ি দিতে গিয়ে বিপদসংকুল কয়েকটি রাস্তায় রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নজরদারি নেই বললেই চলে। বিপরীতে এসব পথ সশস্ত্র অপরাধী ও মাদক পাচারকারী চক্রগুলোই নিয়ন্ত্রণ করে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ থিংকট্যাংকের পরামর্শদাতা ব্রাম ইবুস জানিয়েছেন, বেশির ভাগ সহিংসতাই দারিয়েনের পানামা অংশে ঘটে। আর কলম্বিয়ার অংশটি নিয়ন্ত্রণ করে দেশটির সবচেয়ে বড় মাদক সাম্রাজ্য ‘গালফ ক্ল্যান’। মানুষ পাচার করে এই ক্ল্যান বিপুল অর্থ আয় করে। তাই ধর্ষণকারীদের তারা কঠোরভাবে শাস্তি প্রদান করে যেন মানুষ পাচারের ক্ষেত্রে মানবাধিকার অবমাননার বিষয়গুলোকে দূরে রাখা যায়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৪ লাখ ৬০ হাজার জন দারিয়েন গ্যাপ পাড়ি দিয়েছে। এদের মধ্যে অন্তত ১ লাখ শিশু ছিল। দারিয়েন গ্যাপ পাড়ি দেওয়া মানুষের এই সংখ্যাটি ২০২১ সালের তুলনায় তিন গুণ। সেই বছর এই পথ পাড়ি দিয়েছিল ১ লাখ ৩৩ হাজার মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রসহ উত্তরের বিভিন্ন অঞ্চলই ছিল তাঁদের গন্তব্য।

ক্যালিফোর্নিয়ার একটি শহরে সুইমিংপুলের ওপর দিয়ে উড়ে বাড়ি ভেঙে ঢুকল টেসলা গাড়ি

৬ পৃষ্ঠার পর

এখনো তদন্তাধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সংঘর্ষের ফলে বাড়ির দেয়ালের একটি অংশ বেরিয়ে গেছে। বাড়িটিকে আপাতত লাল ফিতায় ঘেরাও করে রাখা হয়েছে, যাতে এটি কাঠামোগত ক্ষতির জন্য পরিদর্শন করা যেতে পারে। এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং চালকের অস্বাভাবিকতার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে এমন কোনো প্রমাণ পুলিশ পায়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

পুরুষ আধিপত্যের শুরু ১২ হাজার বছর আগে, কেমন ছিল পূর্ববর্তী সমাজ

৫২ পৃষ্ঠার পর

হওয়ার সম্ভাবনা নারীদের চেয়ে পুরুষদেরই বেশি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং পরিপার্শ্ব ঘিরে এই সংস্কৃতিই প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহাল থাকায় জ্ঞানী ও সচেতন মানুষও এমন ধারণা করতে প্রলুব্ধ হন যে, এটিই স্বাভাবিক অবস্থা, কারণ পুরুষেরা গড়পড়তা নারীদের চেয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী।

কিন্তু মানবজাতির শিকড় সন্ধানে নেমে এই ধারণার ব্যত্যয় খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিকেরা। দীর্ঘ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবী কেন আজ এমন পুরুষতান্ত্রিকতার চক্রে বাঁধা পড়েছে, সেটির উত্তর খুবই সহজ।

বিবর্তন তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে প্রাপ্ত নানা জীবাশ্মের বয়সের ভিত্তিতে নির্ধারিত মানবজাতির উদ্ভবের যে কালক্রম পাওয়া যায় তাতেড়শিম্পাঞ্জিদের কোনোভাবেই মানুষের পূর্বপুরুষের কোনো অংশ বলে দাবি করার উপায় নেই। কারণ ৭০ লাখ থেকে ১ কোটি বছর আগেই প্রাইমেটদের দুটি পরিবার আলাদা হয়ে ধারাবাহিক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে গেছে।

কিন্তু শিম্পাঞ্জিদের সামাজিক কাঠামোর দিকে নজর দিলেও আধুনিক মানবজাতির মধ্যে পুরুষের আধিপত্য বিকাশের ধারণা পাওয়া যায়। সাধারণত শিম্পাঞ্জির দলগুলো স্পষ্টতই পিতৃতান্ত্রিক। পুরুষেরা নারীদের প্রতি রূঢ়, এরা নারীদের খাবার কেড়ে খায়, পরিপক্ব ডিম্বাণুধারী নারীদের সঙ্গে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করে এবং এমনকি শুধু দল থেকে দূরে সময় কাটানোর কারণে সেই নারীকে হত্যা করে! নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা নিয়ে বিতর্ক বহু দিনের। বিশ শতক থেকে এ বিতর্ক তুঙ্গে। এখনো বহু বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষ পুরুষতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার কথা বলেন। কিন্তু বাস্তবতা হলোড়পুরুষশাসিত সমাজ থেকে কোনো পক্ষই উপকৃত হয় না। সমাজ বিশ্লেষণে খুব সহজেই বোঝা যায়, পুরুষতান্ত্রিকতা পুরুষের জন্যও কতটা বাধার কারণ হতে পারে।

তাহলে এখন প্রশ্ন হলোড়এমন নেতিবাচক একটি ব্যবস্থা মানবসমাজে কীভাবে বিকশিত হলো? আর এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিণতিই বা কী?

শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে পুরুষেরা যেই দলে জন্মায়, বাকিটা জীবন তারা সেখানেই কাটিয়ে দেয়। কিন্তু নারীরা সাধারণত বয়ঃসন্ধির পরেই চলে যায় আরেক দলে। ফলস্বরূপ একটি গোষ্ঠীতে পুরুষেরা নারীদের তুলনায় একে অপরের সঙ্গে বেশি সময় ও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থাকতে পারে। সামাজিক জীব হওয়ায় আত্মীয়দের মধ্যে একে অপরকে সাহায্যসহযোগিতা করার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে, পুরুষ শিম্পাঞ্জিরা এই সুবিধাটি বেশি পায়।

মানবসমাজের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য: এখানে নারীরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর স্বামীর পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতে চলে যায়। এই ক্ষেত্রে পুরুষদের বেশি ক্ষমতা এবং বিশেষাধিকার থাকে। ডেভিসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ এবং প্রাইমাটোলজিস্ট সারাহ হার্ডি বলেন, এই রীতিকে বলা হয়ড়পিতৃস্থানীয় বাসস্থান। এটিও পিতৃতন্ত্রের অনুষঙ্গ।

আদি মানবজাতির ইতিহাস বলে, আদিকালে মানুষ শিকারিসংগ্রাহক ছিল। আধুনিক শিকারিসংগ্রাহক সমাজের মধ্যেও কিন্তু 'পিতৃস্থানীয় বাসস্থান' সংস্কৃতিকেই আদর্শ মনে করা হয় না। পরিবর্তে হয় স্বামীই শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বসবাস করেন অথবা দম্পতি উভয় পরিবার থেকে দূরে কোথাও গিয়ে বসবাস করতে থাকে। হার্ডির মতে, এই সমাজ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সমতা তৈরি হয়।

প্রাগৈতিহাসিক শিকারিসংগ্রাহক মানবজাতির যে চর্চা ছিল সেটির ধারাবাহিকতাই যদি আধুনিক শিকারি সম্প্রদায় বহন করে থাকে, তাহলে এটি ধারণা করা যেতে পারে যে, সেই প্রাথমিক সমাজের নারীরা যে গোষ্ঠীর মধ্যে বড় হয়েছে, এক সময় গিয়ে সেই গোষ্ঠীর সমর্থন না পেলে বা নিপীড়নের শিকার হলে তাদের থেকে দূরে কোথাও গিয়ে বসবাসের বিকল্প তার হাতে ছিল।

বিজ্ঞানীদের একটি অংশ মনে করেন, প্রায় ১২ হাজার বছর আগে সমাজের চরিত্র বদলে যেতে শুরু করে। কৃষি ও বসতবাড়ির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য মানুষ তখন সম্পদ অর্জন ও সংরক্ষণ করতে শুরু করে। পুঞ্জীভূত সম্পদের উত্তরাধিকার স্থানান্তরিত হতে শুরু করে পুরুষদের মধ্যে, কারণ তারাই শারীরিকভাবে শক্তিশালী, ফলে সমাজে ক্ষমতাচর্চাও তাদের কুক্ষিগত হয়।

তখন থেকেই পিতা, পুত্র, চাচা এবং পিতামহ একে অপরের কাছাকাছি বসবাস করতে শুরু করে। বংশলতিকা ও সম্পত্তি বণ্টন পুরুষদের দিক থেকে হিসাব করা শুরু হয় এবং নারীদের আত্ম নিয়ন্ত্রণের চর্চা লোপ পায়। ধারণা করা হয়, পিতৃ তন্ত্রের উদ্ভব এখান থেকেই।

পিতৃতন্ত্রের উৎসের এই ধারণা ২০০৪ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়। ইতালির রোমের স্যাপিয়েঞ্জা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা সাবসাহারান আফ্রিকার ৪০ সদস্যের একটি গোষ্ঠীর ওয়াই ক্রোমোজোমের (বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত) জেনেটিক চিহ্নগুলো এবং মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ (মায়েদের কাছ থেকে প্রাপ্ত) পর্যবেক্ষণ করেন। বিজ্ঞানীরা দেখেন, শিকারিসংগ্রাহক জনগোষ্ঠী যেমন: কুং এবং হাদজার নারীদের কৃষিতে জড়িত নারীদের তুলনায় বিয়ের পর মায়ের সঙ্গে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পুরুষদের ক্ষেত্রে বিপরীত ঘটনা ঘটে। এতে ধারণা করা যেতে পারে, কৃষিভিত্তিক সমাজের সঙ্গে 'পিতৃস্থানীয় বাসস্থান' চর্চার সম্পর্ক রয়েছে।

বলা যেতে পারে, পুরুষ আধিপত্যকে মানবসমাজের স্বাভাবিক অবস্থা বলে ধরে নেওয়াটা একটা বিভ্রান্তি। লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যামি প্যারিশ বলেন, সমাজে পুরুষতন্ত্র বা পুরুষ আধিপত্য বা কর্তৃত্ব যাই বলা হোক না কেন, এটি ঠিকঠাক করতে হলে দরকার পারস্পরিক সংহতি।

তিনি বোনোবো (বানর জাতীয় প্রাণী) সমাজগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখেন, এই প্রাইমেট সমাজ 'পিতৃস্থানীয়' কিন্তু নারীপ্রধান। যদিও নারীদের ওজন পুরুষদের চেয়ে ১৫ শতাংশ কম। সে অর্থে শারীরিক শক্তিতেও নারীরা পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে; মানুষ এবং শিম্পাঞ্জিদের মতোই।

প্যারিশ বলেন, এরপরও বোনোবোরা মানুষ বা শিম্পাঞ্জির মতো না হওয়ার কারণ হলো, এরা পরস্পরের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ। জোট ও ঐক্য গঠনে দক্ষ। আধুনিক নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সমান্তরালে একটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন প্যারিশ, সেটি হলো: 'লক্ষ্য হওয়া উচিত সম্পর্কহীন (রক্তের সম্পর্কীয় নয়) নারীদের সঙ্গে এমন আচরণ করা যেন তারা বোন।'

এটি বলা যতটা সহজ বাস্তবে এটির চর্চা করা তত সহজ নয়। হার্ডি বলেন, 'কিন্তু স্বজন নয় এমন মানুষদের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা কঠিন।' রক্তের সম্পর্কহীন পরিবেশে প্রতিযোগিতামূলক প্রবৃত্তিই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হতে পারে। অনেক ঘটনা সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট করতে পারে। যেমন: যুদ্ধ। হার্ডি বলেন, 'নারীরা তখন নিজের সন্তান এবং স্বামীর নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে শুরু করেন।' সাম্প্রতিক সময়ের চলমান সংঘাত এই সম্পর্কগুলোর ক্ষয়ের কারণ হতে পারে বলে উদ্বেগ জানান হার্ডি।

সবশেষ কথা হলো, মানবসমাজে সমতা পুনরুদ্ধার এবং সমাজকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করার জন্য একাধিক ফ্রন্টে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব যদি হয় স্থায়িত্বকামী সামাজিক কাঠামোর আকাঙ্ক্ষা থেকে, যেখানে পুরুষদের মালিকানা এবং উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, তাহলে আইন করে নারীদের সম্পত্তির মালিক করতে হবে। এটি সমতা বিধানে অনেকখানি সহায়তা করতে পারে।

অবশ্য নারীদের সম্পত্তির অধিকারী করতে অনেকে সমাজেই আইন বিদ্যমানড় তাহলে একুশ শতকে এসেও সমাজগুলোতে কেন পিতৃতন্ত্র টিকে থাকছে? এ ব্যাপারে শিকাগোর রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন ইউনিভার্সিটির স্নায়ুবিজ্ঞানী লিস এলিয়ট যুক্তি দেন, সমাজ যখন আইন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে মূর্ত করে তুলবে তখনই প্রকৃত পরিবর্তন আসবে। আইন হলো প্রথম ধাপ। সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই এরপর সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন।

হাজার হাজার বছর ধরে বিশেষাধিকার পেয়ে আসা পুরুষ হঠাৎ 'সমান অধিকার' নিতে গিয়ে নিজেকে নিপীড়িত বঞ্চিত ভাবতে শুরু করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে। তথ্যসূত্র: নিউ সায়েন্টিস্ট

কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ২০ বছরে ৪ লাখ ৬০ হাজার মানুষের মৃত্যু

মৃত্যুই হয়েছে মূলত মিসিসিপি নদীর অববাহিকায় থাকা ওহিও ও পেনসিলভানিয়ার মতো শিল্পোন্নত অঙ্গরাজ্যে। এসব অঙ্গরাজ্যে পাওয়ার স্টেশনের সংখ্যাও বেশি এবং সেগুলো ঐতিহাসিকভাবে জনবসতির খুব কাছেই নির্মিত হয়েছিল। তবে প্রতিটি অঞ্চলে একটি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র কমপক্ষে অন্তত ৬০০ জনের মৃত্যুর জন্য দায়ী। সব মিলিয়ে ১০টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে ৫ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

নিবন্ধে আরও বলা হয়েছে, মূলত ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মোট মৃত্যু অর্থাৎ ৪ লাখ ৬০ হাজারের মধ্যে মোট ৮৫ শতাংশই এই সময়ে মারা গেছেন। এই সময়ে প্রতিবছর গড়ে ৪৩ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবে সরকার নিয়ম করে দূষণ নিয়ন্ত্রক ফিল্টার ব্যবহার করতে বাধ্য করায় মৃত্যুর হার নেমে আসে। ২০২০ সাল নাগাদ পিএম ২.৫ এর কারণে মৃত্যুর হার ৯৫ শতাংশ কমে আসে। সে বছর মাত্র ১ হাজার ৬০০ লোক মারা যায়।

গবেষণা নিবন্ধটির সহকারী লেখক ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টিসি চ্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথের বায়োস্ট্যাটিস্টিকস অ্যান্ড ডেটা সায়েন্সের অধ্যাপক ফ্রান্সেসকা ডমিনিকি বলেন, 'চিকিৎসা সেবা নেওয়া ব্যক্তি কোথায় বাস করতেন এবং কখন মারা গিয়েছেন তার মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, অন্য সব উৎস থেকে নির্গত পিএম ২.৫ এর চেয়ে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে যে পিএম ২.৫ নির্গত হয় তা অনেক বেশি ক্ষতিকর।'

যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তথ্য অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা, কেনটাকি, টেক্সাসে সবচেয়ে বেশি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। এরপরেই রয়েছে ইলিনয়, মিজৌরি ও পেনসিলভানিয়া। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার কয়লা থেকে দূষণ রোধে কড়া আইন করলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন ও পোল্যান্ডের মতো দেশগুলোতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এখনো বেশ বাড়ছে।-দ্য গার্ডিয়ান

'কয়েন টস' করে মেয়র নির্বাচন হলো নর্থ ক্যারোলিনার একটি শহরে

৬ পৃষ্ঠার পর

আগে একটি সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিওতে বলেছিলেন, 'এখন সবকিছু ঈশ্বরের হাতে। প্রত্যেকের যা করার কথা ছিল তা করেছে, এবং এখন আমরা একটি কয়েন টস করতে যাচ্ছি। এটি ব্যতিক্রমী বলে মনে হচ্ছে এবং সম্ভবত একটু প্রাচীন। আমি জানি, লোকেরা কীভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে...এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে...সম্ভবত এটি কখনই ঘটবে না। কিন্তু এটা এখানে ঘটছে।'

কয়েক মিনিট পরে ইয়ানাসেক টসের জন্য হেডস ডাকেন। একজন নির্বাচনী কর্মকর্তার কয়েন টস করলে টেল ওঠে। এ সময় বার্নস উল্লাসে পেছনের দিকে চলে যান ও সমর্থকেরা উল্লাস করে। বার্নস দুই হাত উপরের দিতে তুলে ধরেন এবং স্ত্রীকে চুম্বন করেন এ সময় তিনি ইয়ানাসেকের সঙ্গেও আলিঙ্গন করেন।

গমের ব্লাস্ট রুখতে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার হবে বৈশ্বিকভাবে

৫ পৃষ্ঠার পর

মেক্সিকোর ২৩টি গবেষণা ও একাডেমিক সংস্থা। দেশের মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। সিআইএমএমওয়াইটির 'হুইট ডিজিজ আর্লি ওয়ার্নিং অ্যাডভাইজরি সিস্টেম' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট গবেষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ব্লাস্ট রোগ চিহ্নিতকরণ প্রযুক্তি 'ক্রিপসার-বেজড পয়েন্ট-অব-কেয়ার প্লান্ট ডিজিজ ডায়াগনস্টিকস'-এর মাধ্যমে গমের গাছ বা বীজ পরীক্ষা করে রোগ নিশ্চিত করা যায়। এ প্রযুক্তির সাহায্যে আমদানি-রফতানি করা গমেও ব্লাস্ট রোগ রয়েছে কিনা তা শনাক্ত করতে পারবে সঙ্গনিরোধ উইং। তাই সিআইএমএমওয়াইটি তাদের প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি ব্যবহারবান্ধব ও স্বল্প খরচে সরবরাহের জন্য গবেষণা চালাবে। সেই সঙ্গে এটির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বিভিন্ন দেশের কৃ ষক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের। এর পরই বিভিন্ন দেশে প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণে উদ্যোগ নেয়া হবে।

ব্লাস্ট চিহ্নিতকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নেতৃত্ব দেয়া ড. মো. তোফাজ্জল ইসলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরকৃবি) ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (আইবিজিই) অধ্যাপক। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'ব্লাস্ট রোগ গমের জন্য ভয়াবহ একটি রোগ। তাই আমরা ২০২০ সালে একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করি, যা সহজেই ছত্রাকজনিত রোগটিকে শনাক্ত করতে পারে। পরবর্তী সময়ে কয়েক ধাপে প্রযুক্তিটি নিয়ে গবেষণা হয়। সর্বশেষ বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে সিমিটের সমন্বয়ে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। সেখানে আমাদের প্রযুক্তি, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও রাস্ট রোগ শনাক্তকরণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে কাজ করা হবে। এ প্রকল্পে আমাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে বড় অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সম্প্রতি তাদের সঙ্গে আমাদের একটি চুক্তিও হয়েছে। এতে কৃষক এসব রোগের ক্ষেত্রে আগাম সতর্ক হতে পারবেন, যাতে রোগটি ছড়িয়ে পড়তে না পারে। প্রকল্পটির এটি বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হবে।'

প্রযুক্তিটির ব্যবহার সম্পর্কে অধ্যাপক ড. মো. তোফাজ্জল ইসলাম বলেন, 'দেশে আমরা কৃষকের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তিটি ব্যবহার করেছি। তবে বাণিজ্যিকভাবে এখনো ব্যবহার শুরু হয়নি। ২০২১ সালে ওএমসি হেলথকেয়ার নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছিল এর কিট উৎপাদনে। এ প্রযুক্তি অনেকটা মানুষের গর্ভধারণ পরীক্ষার মতো। গমের কোনো একটি অংশ গুঁড়ো করে স্ট্রিপের দ্রবণে রাখলে ব্লাস্টের উপস্থিতি আছে কিনা তা খুব সহজে জানা যাবে। আধা ঘণ্টার মধ্যেই ফলাফল দেবে। শুরুতে এ কিট উৎপাদনে প্রায় ৭০০ টাকা খরচ হলেও এখন ৩০০ টাকার মতো লাগবে।'

বিশ্বব্যাপী গমের ব্লাস্ট রোগকে একটি বড় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনুকূল আবহাওয়া পেলে এ রোগ শতভাগ গম নষ্ট করে ফেলে। ব্লাস্ট গমের শীষের ভেতরে দানা তৈরি হতে দেয় না। ২০১৬ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে গমে প্রথম এ রোগ দেখা দেয়। ওই বছর চারটি জেলার ১৫ হাজার হেক্টর জমির গম নষ্ট হয়ে যায়। রোগটির আক্রমণের পর দেশে গম উৎপাদন ১২ লাখ থেকে আট লাখ টনে নেমে আসে। ২০১৮ সালে রোগটি আফ্রিকার জাম্বিয়ায়ও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এটি বিশ্ব খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় ঝুঁকি হিসেবে মনে করছেন কৃষিবিজ্ঞানীরা।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লান্ট প্যাথলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু নোমান ফারুক আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'রাস্ট ও ব্লাস্ট রোগ গমের জন্য ভয়ংকর। কৃষক যদি এ রোগগুলোর ক্ষেত্রে আগাম সতর্কতা পেতে পারেন তাহলে অনেক বড় ক্ষতি থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব। কারণ আগেই জানা গেলে তা ছত্রাকনাশকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এ কারণে প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন হলে নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ হবে।'

গাজায় গণহত্যার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে নিবন্ধ বাদ দিয়ে সমালোচিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

পর এগবারিয়াহ বলেন, এখনো যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় আইন স্কুল এবং আইনি বিশেষজ্ঞরা তাঁদের নীরবতাকে নিরপেক্ষতা এবং অস্বীকৃতিকে সূক্ষ্মতা বলে মনে করছেন। ফিলিস্তিন হলো সেই জায়গা, যেখানে 'সভ্যতার শত্রুদের' বিরুদ্ধে 'সভ্য বিশ্বের' লড়াই হিসেবে গণহত্যা চালানো যেতে পারে। গণহত্যার ব্যাপারে ইউরোপীয় মতাদর্শ যখন ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের জন্য সমানভাবে কাজ করে না, তখন ফিলিস্তিনিদের জন্য মানবিকীকরণের কোনো সুযোগই আর অবশিষ্ট থাকে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদিদের ওপর জার্মানির গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনে গণহত্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে নিবন্ধটিতে উল্লেখ করেছেন এগবারিয়াহ। সেই অনুসারে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের হামলাকে আইনগতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

এগবারিয়াহ বলেন, 'আমাদের অবশ্যই কল্পনা করতে হবে যে, একদিন নাকবা একটি অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত হবে এবং জাতিগত নির্মূলের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়ানো একটি মতাদর্শ হিসেবে ইহুদিবাদ চিহ্নিত ও পরিত্যাক্ত হবে।'

ইসলাম-বিদ্বেষী মন্তব্যের জেরে ওবামার সাবেক উপদেষ্টা গ্রেপ্তার

৫ পৃষ্ঠার পর

ভাইরাল হয়। ভিডিওটি এক্স (সাবেক টুইটার)-এ ৪০ মিলিয়ন ভিউ হয়েছে।

বুধবার (২২ নভেম্বর) স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, ঘৃণামূলক অপরাধ/স্টকিং, সেকেন্ড-ডিগ্রি হ্যারাসমেন্ট, স্টাকিং এর মাধ্যমে ভীতিসৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানে হয়রানির প্রাথমিক অভিযোগে স্টুয়ার্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে তিনি শেষ পর্যন্ত কোন অভিযোগের মুখোমুখি হবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে, স্টুয়ার্ট সিএনএনকে এক ই-মেইল বার্তায় নিশ্চিত করেছেন যে, ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলোতে তিনিই ওইসব মন্তব্য করেছেন।

ম্যাহাটনের আপার ইস্ট সাইডে অবস্থিত খাবারের দোকানটির কর্মচারী দোকানের ভিতর থেকে ভিডিওগুলো ধারণ করেন। ধারণা করা হচ্ছে, ভিডিওগুলো বিভিন্ন দিনে ধারণ করা হয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি সেই খাবার বিক্রেতাকে সন্ত্রাসী বলছেন। হামাসের পক্ষে মন্তব্য করার ওই বিক্রেতাকে সেলডোভিটস এই কথা বলেন বলে জানান।

খাবার বিক্রেতার মোহাম্মদ হুসাইন অবশ্য জানিয়েছেন, তিনি হামাসের পক্ষ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের একজন মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন, সেলডোভিটসকে বুধবার হেফাজতে নেয়া হয়েছে। তবে এই অভিযোগের তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে সেলডোভিটসকে আরো বলতে শোনা যায়, 'আমরা ৪ হাজার ফিলিস্তিনি শিশুকে হত্যা কিরেছি কিন্তু আপনি কি জানেন, এটি যথেষ্ট ছিল না।'

তিনি বিক্রেতাকে 'অজ্ঞ' বলে অভিহিত করেন এবং তার পরিবারকে মিসরীয় পুলিশ নির্যাতন করতে পারে বলে বলতে শোনা যায়। এছাড়া মহানবী সা. ও কুরআন সম্পর্কেও মন্তব্য করতে শোনা যায়। ভিডিওতে একজন পথিক বিক্রেতার পক্ষ নিয়ে সেলডোভিটসকে বলেন, 'আপনি এই লোকটিকে হয়রানি করছেন।'

তখন সেলডোভিটস জবাব দেন, 'তিনি (বিক্রেতা) ইহুদিদের হত্যা করতে পছন্দ করেন।'

সেলডোভিটস স্বীকার করেছেন ওই ভিডিওতে তিনিই ছিলেন। তিনি বলেন,ওযে সন্ত্রাসবাদ এবং নিরপরাধ বেসামরিকদের হত্যার সমর্থন করছে, তাদের উত্তর দেওয়া উচিত৶

তবে সিটি অ্যান্ড স্টেটের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে সেলডোভিটসকে বলতে শোনা যায়, 'পুরো ঘটনাটির জন্য আমি দুঃখিত। ওই মুহূর্তে রাগে আমি এমন কিছু বলেছি, যা সম্ভবত আমার বলা উচিত হয়নি।'

সন্দ্বীপ সোসাইটির নির্বাচন পরবর্তী সংবর্ধনায় আবু জাফর মাহমুদ

সন্দ্বীপ সোসাইটির নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য অনুসরনীয়

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের দ্বীপ জনপদ সন্দ্বীপের মানুষের প্রবাসী কমিউনিটি সংগঠন সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ ইনক্ বিশ্বে বাংলাদেশিদের আঞ্চলিক কমিউনিটি সংগঠনের মধ্যে সর্ববৃহৎ। যার সদস্য সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। সম্প্রতি উৎসবমুখর পরিবেশে এই সংগনের নির্বাচনে ফিরোজ আলমগীর পরিষদ পূর্ন প্যানেলে জয়লাভ করেছে। নির্বাচন পরবর্তী সংবর্ধনা ও নৈশভোজ অনুষ্ঠানে সন্দ্বীপের সূর্যসন্তান গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, বাংলাদেশিদের বহু সংগঠনের শহর নিউইয়র্কে গত ত্রিশ বছরে অনেক নির্বাচন দেখেছি, বাংলাদেশ জন্মের থেকে এ পযর্ন্ত সবকটি নির্বাচন দেখেছি ও অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু সন্দ্বীপ সোসাইটির এবারের নির্বাচন সকল বিবেচনায় সব নির্বাচনের চেয়ে আলাদা। সবচেয়ে সুশৃঙ্খল, উৎসবমুখর ও সমন্বিত। গণতন্ত্র অনুশীলনের প্রশ্নে এই নির্বাচন এক দৃষ্টান্ত। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মনে হয়েছে আমার প্রিয় ভাই-বোন বংশধরেরা একটি শুধু সন্দ্বীপের মানুষ নন, তারাই বাংলাদেশ। এই নির্বাচনে বিজয়ী ও বিজিত সবার মধ্যে যে আন্তরিকতা, ভাতৃত্ব ও একতাবদ্ধ থাকার প্রত্যয় দেখেছি, তা সত্যিই বিরল। এই নির্বাচন সবার জন্যই অনুসরনীয়। এই নির্বাচন বাংলাদেশের সন্দ্বীপের। এটি শিক্ষা হতে পারে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের জন্য। এখানে অনুকরনীয় শিক্ষা রয়েছে নির্বাচনের প্রার্থীদের জন্য। সাধারণত নির্বাচনী প্রার্থীরা একে অন্যের প্রতি নেতিবাচক বিষেদগার করেন। কিন্তু সন্দ্বীপ সোসাইটির নির্বাচনের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ছিল ব্যতিক্রম। এখানে কেউ কারো বিষদগার করা দূরের কথা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার সর্বোচ্চ নজির স্থাপন করেছেন। এখানকার সব সামাজিক সংগঠনের কাছে অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত গড়ে দিয়েছে।

ওই নির্বাচনে কেউ প্রভাব বিস্তার করেনি। ভোটগ্রহণ হয়েছে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে। নির্বাচন কমিশন ছিলেন সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত। ভোট কেন্দ্রের ভেতরে কোনো বিশৃংখলা ছিল না। কেউ নিয়ম ভঙ্গ করেননি। ভোটাররা কেন্দ্রের একদিক দিয়ে ঢুকে আরেকদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। ফলাফল ঘোষণার সময় যারা জয়লাভ করেছেন তাদের সময় ভোটাররা যেভাবে করতালি দিয়েছেন, পরাজিত প্রার্থীর নাম ঘোষণার সময়ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। এমন নজির আর কোথাও দেখা যায় না।

তিনি আরো বলেন, এই বছরে জয় বাংলাদেশ' শ্লোগান সৃষ্টি করেছি। গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেতনার ভিত্তি হবে এই 'জয় বাংলাদেশ'। এখানে আজ যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা বাল্যবেলা থেকে আমার অনুসারি। তাদের আমি শিখিয়েছি আদব কায়দা অনুশীলন। নিবিড়ভাবে তাদের গড়ে ওঠার পথে ভূমিকা রাখতে পেরে আমারও ভালো লাগছে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অসাধারণ নেতৃত্বের উজ্জলতা রয়েছে। আগামীর পথচলায় প্রত্যেককেই দরকার হবে। আপনারা তৈরি থাকুন, একতাবদ্ধ থাকুন।

সন্দ্বীপ সোসাইটির নব নির্বাচিত সভাপতি ফিরোজ আহমেদের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সন্দ্বীপ প্রবাসী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন বয়সী নারী পুরুষ।

এই অনুষ্ঠানের পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক প্রতিক্রিয়া লিখেছেন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি লিখেছেন, "কনি আইল্যান্ড এভিনিউ সন্দ্বীপ সোসাইটির অনুষ্ঠানে প্রায় ৬শত মহিলার উপস্থিতি। গত সপ্তাহে ওজন পার্কে এরকম সংখ্যক আরেকটি আয়োজনের পর সবাই একত্রিত হয়েছেন এই পারিবারিক দাওয়াতে। এতো গভীর আন্তরিক বন্ধন বাংলাদেশের একটা দ্বীপের মানুষের। যুগ যুগ ধরে চলে আসা পারিবারিক সামাজিক সম্পর্কের এই ধারা রক্ষার ঘটনা দেশে দেশে উল্লেখযোগ্য বিপ্লবগুলোকেও তাক লাগিয়েছে। সমাজ গবেষকদের জন্য এটি এক দৃষ্টান্ত, এক অনন্য উপাত্ত নির্দেশনা। আমি আবু জাফর মাহমুদ এই বন্ধনেরই প্রত্যক্ষ অংশীদার।

সন্দ্বীপের দিলাল রাজা (দেলোয়ার খা)র নাম বৃটিশের ক্রীতদাসদের বংশধরদের স্মরণে নাও থাকতে পারে। এই দ্বীপে জন্ম পাওয়ার দায় আমার। আমি এই উত্তাল শক্তির শেকড় সন্ধান করে করে বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে দামী খনিজ অঞ্চলের মর্যাদার উষ্ণতার মধ্যে নিজেকে দেখতে পাই।

বিশাল সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মঞ্চে এবং সমগ্র অতিথিশালায় উপস্থিতি, ক্রমাগত আসা যাওয়ায় থাকা বলিষ্ঠ, উদ্দীপ্ত, দৃঢ়চেতা এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এই মানুষদের প্রাণবন্ত সম্বর্ধনা এবং তাদের উচ্ছ্বাসমাখা দৃষ্টির ভেতর আমাদের ইতিহাসের রাজাকে দেখতে পাই। ভাবনার আটলান্টিকে প্রবাহমান সুউচ্চ তরংগমালার স্রোতের উপর হাসতে হাসতে অভিনন্দিত করবার এক দীর্ঘ মুহূর্ত অনুভব করছিলাম। তারই সাথে চোখে চোখে ভাব বিনিময় করতে করতে এক অপার্থিব ভাবনায় ডুবেছিলাম। এই মহেন্দ্রক্ষণ ছিলো মঞ্চে ফুলের তোড়া গ্রহণের সময় জুড়ে উপস্থিত অসংখ্য আপনজনদের স্পন্দিত উচ্ছ্বাস প্রকাশকাল।

আই সেল্যুট রাজা দিলাল। আপনার আকাঙ্ক্ষাই আমরা বহন করে চলেছি। হে আমাদের পুর্বপুরুষ! অচিরেই আমরা গ্রহণ করে নেবো আপনার স্বপ্নের মুকুট, বর্তমান দুনিয়ার সর্বোচ্চশক্তির মর্যাদাবান স্বীকৃতি। প্রতিজ্ঞার সাথে আপনি যেমন সম্পর্কচ্ছেদ করেননি। জীবন ত্যাগেও বিচলিত ছিলেন না। আপনার এই বংশধররাও একনিষ্ঠ ঈমানদার। আমরাও মহাপরাক্রমশালীর কাছে দেয়া প্রতিজ্ঞায় অটল এবং নির্ভীক।

সোসাইটির সকল উদ্যোক্তা, সংগঠক, সবসময়ের নেতৃত্ব এবং অভিষিক্ত নেতৃত্বকে আমার অভিনন্দন এবং ভালোবাসা। জন্মের পর আকাশ আর সমুদ্র দেখে দেখে যাদের বেড়ে ওঠা, এই আমরা, নিশ্চয়ই আল্লাহর ইচ্ছায় একত্রিত হয়েছি এক সামাজিক দায়িত্ববোধের ধারায়। আমাদের এই মিলন এবং পারস্পরিক ভালোবাসা বিনিময় অবিলম্বে সুদূরপ্রসারী দীর্ঘ পথযাত্রায় যুক্ত করে নেবে।

অনুষ্ঠানের উপস্থাপক আমার স্নেহধন্য ছোটভাই (খালাতো ভাই) বাংলাদেশের কৃতিসন্তান এস এম ফেরদাউস নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যোদ্ধা ও সৈনিক সম্বোধন করেছে। সেসময় আমার দৃষ্টি ছিলো সকলের স্বাভাবিক উদ্যমী চেহারায়। যেকোন চ্যালেঞ্জ নিতে সদাপ্রস্তুত আজন্ম সৈনিকের আকারে আকৃতিতে। তারও আগে উপস্থাপক আমার স্নেহধন্য ছোট ভাই (মামাতো ভাই) ওয়ালিদুল ইসলাম নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিচিত করে দিয়েছেন সবার সঙ্গে।

এযাবৎকালের সকল আয়োজক, পৃষ্ঠপোষক এবং কার্যকর সংঠকদের মধ্যে উপস্থিত সকলকে দ্রুতগতিতে কম সময়ের মধ্যে যেভাবে সম্বোধন করেছে তাতে নিজেদের ভেতরে গড়ে তোলা সংহতি এবং বন্ধনের গভীরতা বুঝে নিতে সহজ হয়েছে। সকলেই বাংলাদেশে গ্রামের বাড়ির পরিচয়সহই আমার চেনাজানা। সকলকে আমার প্রানভরা অভিনন্দন।

তোমাদের একতায়, স্পিরিটে, সফলতায়, কীর্তিতে এবং সম্ভাবনায় আমি আমার তারুণ্যের সাথে বর্তমানের অসাধারণ যোগসুত্র পেয়েছি। আমি কল্পনাতীত সমৃদ্ধ হয়েছি তুলনাহীন এক মহাশক্তিতে। হে আল্লাহ আপনি আমাদের একমুখী থাকার প্রার্থনা কবুল করুন।"- প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব নির্বাচন-২০২৩, মনোয়ার সভাপতি মোমিন সাধারণ সম্পাদক

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে মনোয়ারুল ইসলাম মনোয়ার সভাপতি ও মোমিনুল ইসলাম মজুমদার মোমিন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। রোববার ১৯ নভেম্বর নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে সাধারণ সভা শেষে আগামী ২০২৪-২০২৫ সালের কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ক্লাবের ৭৬জন ভোটারের ৭০ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আবু তাহের এবং নির্বাচন পরিচালনা করেন তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন। এই কমিশনের প্রধান ছিলেন ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু। কমিশনের অপর ২ জন সদস্য ছিলেন সাবেক সহ সভাপতি হাবিব রহমান ও ক্লাব সদস্য এবিএম সালেহ উদ্দিন।

প্রথম পর্বের সাধারণ সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্লাবের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আবিদুর রহমান। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি আবু তাহের। এসময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাহবুবুর রহমান, উপদেষ্টা মনজুর আহমদ ও আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, সাবেক সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, ডা. ওয়াজেদ এ খান ও মাহফুজুর রহমান। এই পর্বে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন মনোয়ারুল ইসলাম এবং কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পেশ করেন রশীদ আহমদ। রিপোর্ট দুটি ছাড়াও গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক বিষেয়ে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন বক্তব্য রাখেন এবং কার্যকরী পরিষদের পরিধি বৃদ্ধি সহ কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আলোচনায় অংশ নেন দেশবাংলা সম্পাদক ডা.সারোয়ারুল হাসান, সাপ্তাহিক প্রথম আলোর সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, নিউ নেশনের মাহমুদ খান তাসের, সাপ্তাহিক রানারের জয়নাল আবেদীন, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক ইমরান আনসারী, চৌধুরী এম আলী কাজল ও মিয়া মোহাম্মদ পারভেজ। এই পর্ব সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম।

সাধারণ সভা শেষে দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আগামী ২০২৪-২০২৫ সালের কার্যকরী পরিষদের নতুন কমিটি গঠিত হয়। ক্লাবের ভোটারদের ভোটে নির্বাচিতরা হলেন মনোয়ারুল ইসলাম (সাপ্তাহিক আজকাল/নিউইয়র্ক কাগজ), সহ সভাপতি- শেখ সিরাজুল ইসলাম (সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা), সাধারণ সম্পাদক- মোমিনুল ইসলাম মজুমদার মোমিন (সাপ্তাহিক বাংলাদেশ/ বিএনিউজ২৪.কম), সহ সাধারণ সম্পাদক- আলমগীর সরকার (সাপ্তাহিক দেশবাংলা), অর্থ সম্পাদক- রশীদ আহমদ (ইয়র্ক বাংলা), সাংগঠনিক সম্পাদক-ইলিয়াস খসরু (টাইম টেলিভিশন), দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক- মাহাথীর ফারুকী (ফ্রিল্যান্স) এবং কার্যকরী সদস্য (৪টি পদ) যথাক্রমে রওশন হক (সাপ্তাহিক প্রথম আলো), এসএম জাহিদুর রহান (নিউজবিডিইউএস.কম), আবিদুর রহীম (টাইম টেলিভিশন) ও মোস্তাফিজুর রহমান (সাপ্তাহিক যুগান্তর)।

সভাপতি পদে সাপ্তাহিক আজকাল ও নিউইয়র্ক কাগজের মনোয়ারুল ইসলাম ৪০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী হক কথা সম্পাদক ও টাইম টিভি'র এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ পান ৩০ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে মমিনুল ইসলাম মজুমদার ৪৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বি সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তার সম্পাদক ফরিদ আলম পেয়েছেন ২৭ ভোট। নির্বাচনে সহ সভাপতি পদে শেখ সিরাজুল ইসলাম পুনরায় নির্বাচিত হন। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রিমন ইসলাম। সহ সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী আলমগীর সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এস এম সোলায়মান ও শেখ এম খোরশান। অর্থ সম্পাদক পদে রশীদ আহমদ এবং দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক পদে মাহাথীর ফারুকী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় নির্বাচিত হন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিজয়ী সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মিয়া এস আমির পারভেজ। কার্যকরী পরিষদের অপর প্রার্থী ছিলেন ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান।

নির্বাচন শেষে বিজয়ীদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সভাপতি আবু তাহের, সাবেক সভাপতি ডা.ওয়াজেদ এ খান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, ক্লাব সদস্য এবিএম সালাহউদ্দীন, মেরি জোবায়দা, কনক সরোয়ার, শেখ এম খোরশান, মোস্তাফিজুর রহমান পারভেজ, আজাদ আহমদ ও মোহাম্মদ আরিফ।

নিউইয়র্কে সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল অ্যাপ চালু

পরিচয় ডেস্ক: গত ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্কে সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল অ্যাপের উদ্বোধন করা হয় । আমেরিকা থেকে বৈধ পন্থায় দেশে রেমিটেন্স প্রেরণ সহজতর করতে সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল ফোন অ্যাপের উদ্বোধন করেন ঢাকা এবং নিউ ইয়র্কে যৌথভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর আব্দুর রউফ তালুকদার। বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার (২১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকায় প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে সোনালী ব্যাংকের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক আফজাল করিমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ মন্ত্রনালয়ের অর্থ বিভাগের সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোঃ সলিম উল্যাহ। এছাড়াও অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থানরত সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী ভার্চুয়ারী যোগ দেন এবং বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন 'সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও দেবশ্রী মিত্র।

একই সময়ে ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে নিউইয়র্কে জ্যামাইকার খলিল বিরিয়ানি হাউজের হল রুমে ভার্চুয়ালি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যুক্ত করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সোনালী ব্যাংক স্টাফ কোয়ার্টার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব কাজী মইনুল হক এবং গীতা থেকে পাঠ করেন প্রিন্সিপ্যাল অফিসার প্রণব কুমার ঘোষ। এরপর অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়ার পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সোনালী ব্যাংকের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আফজাল করীম। এরপর নিউইয়র্ক থেকে রিজওয়ানা নামের এক গ্রাহক তার মোবাইলের মাধ্যমে প্রিয়জনের কাছে অ্যাপ ব্যবহার করে অর্থ প্রেরণ করেন। মাত্র ১ মিনিটেই তিনি তাঁর মামার কাছে টাকা পাঠাতে পেরে নিজের অভিব্যাক্তি তুলে ধরে বলেন, সোনালী এক্সচেঞ্জের মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টায়ই কোন ফি ছাড়াই নিজেই দেশে টাকা পাঠাতে পারবো। জরুরী প্রয়োজনে সাশ্রয়ী সময়ে দ্রুত দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এটি অনেক বড় পাওয়া। তাছাড়া সরকার এবং সোনালী ব্যাংক মিলিয়ে ৫ শতাংশ বোনাস পাওয়া যাবে।

নিউইয়র্কে উদ্বোধনী পর্বে গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অ্যাপের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণের আহবান জানিয়ে সোনালী এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী দেবশ্রী মিত্র বলেন- বিনা খরচে, দ্রুততম সময়ে এবং নিরাপদে এই অ্যাপের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। রেজিষ্ট্রেশনের সময় প্রদানকৃত ব্যক্তিগত তথ্য ঝুঁকিমুক্ত থাকবে। এজন্য নিরাপত্তা সিস্টেমস্ সুদৃঢ় করা হয়েছে।দেবশ্রী মিত্র বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান, মেরিল্যান্ড, জর্জিয়া ও ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্য থেকে ২৪ ঘন্টা এই অ্যাপের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যাবে। ব্যাংক একাউন্ট এবং ক্যাশ পিকআপ ছাড়াও বিকাশ, নগদেও তাৎক্ষণিক টাকা পাঠানো যাবে। এক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত ২.৫% প্রণোদনার সাথে সোনালী ব্যাংক অতিরিক্ত ২.৫% প্রণোদনা প্রদান করবে। সবমিলিয়ে ৫% বোনাস পাবে গ্রাহক।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, দায়িত্ব নেয়ার পর সকল ব্যাংককে অনুরোধ করেছিলাম অ্যাপ চালু করতে। সোনালী ব্যাংক সবার আগে কাজটি করেছে। এখন প্রবাসীরা বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সহজে প্রবাসীরা টাকা পাঠাতে পারবেন যেকোন সময়।

তিনি অ্যাপের সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশেও হুন্ডি চক্র চালু ছিলো। কিন্তু তাঁরা যখন অ্যাপ চালু করলো তখন তাঁদের রেমিটেন্স বেড়ে যায়। আজকে আমরা শুরু করেছি আমাদেরকে যেতে হবে বহুদূর। পূর্বে আমরা অফিস স্থাপন করে রেমিটেন্স সংগ্রহ করতাম। অ্যাপ চালু হওয়ায় এখন ব্যায় হ্রাস পাবে। এছাড়া এজেন্টদের মাধ্যমেও টাকা পাঠানো যাবে। প্রবাসীদের সহায়তা কামনা করে গভর্ণর আরো বলেন আপনি কষ্ট করে টাকা উপার্জন করেন। সেই টাকা যদি বৈধ পথে না পাঠান, তাহলে আপনার টাকাতো দেশে আসলো না। যারা অবৈধ উপার্জন করে তারা হয়তো দেশে দিয়ে দিবে, কিন্তু আপনার টাকা তো বিদেশে থেকে গেলো। পাশাপাশি আপনিও একটি অবৈধ কাজকে সহায়তা করলেন। এক্ষেত্রে হয়তো রেটের হেরফের হতে পারে, কিন্তু বৈধ পথে টাকা পাঠানো হলো না। বৈধ পথে টাকা পাঠিয়ে প্রণোদনার সুযোগ গ্রহণের আহবান জানান তিনি।

নিউ ইয়র্কে উদ্বেধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত গ্রাহক খলিল বিরিয়ানি হাউজের কর্ণধার খলিলুর রহমান বলেন, টাকা পাঠানোর সব অফিস যখন বন্ধ থাকবে তখনও কিন্তু এই অ্যাপের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যাবে, সময় সাশ্রয় হবে। এ ধরণের উদ্যোগে আমরা খুশি।

উল্লেখ্য, সোনালী ব্যাংক-এর সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক। ১৯৯৪ সালে এই এক্সচেঞ্জ চালু করা হয়। বর্তানে নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের ৬টি রাজ্যের ১০টি শাখার মাধ্যমে সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

নিউইয়র্কে মজুমদার ফাউন্ডেশন-বিএসিসি-রোটারি ক্লাব অব প্রমিজ'র উদ্যোগে ফ্রি শীত বস্ত্র, খাবার ও টার্কি বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৯ নভেম্বর রোববার নিউইয়র্কে ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় ১২২২ হোয়াইট প্লেইনস রোডে উৎসবমুখর পরিবেশে মজুমদার ফাউন্ডেশন, বিএসিসি এবং রোটারি ক্লাব অব প্রমিজ'র উদ্যোগে ফ্রি শীত বস্ত্র, খাবার এবং টার্কি বিতরণ করা হয়েছে। মজুমদার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও বিএসিসি'র সভাপতি ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার সংগঠন আয়োজক সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খলিল ফুডের চেয়ারম্যান শেফ খলিলুর রহমান, বিএসিসি'র সাধারণ সম্পাদক নজরুল হক, ডাইরেক্টর অব অপারেশন আবদুল গাফফার চৌধুরী খসরু, ডাইরেক্টর অব ফাইনান্স মঞ্জুর চৌধুরী জগলুল, মজুমদার ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর রেক্সোনা মজুমদার, ব্রঙ্কসের এসিসটেন্ট ডিষ্ট্রিক্ট এটর্নী রাশেদ মজুমদার, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি

কামাল উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক এ ইসলাম মামুন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট নূরে আলম জিকু, নজরুল ভূইয়া, ফাহমিদা চৌধুরী প্রমুখ।এ সময় ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার জানান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতার মানবিকতায় উজ্জীবিত হয়ে বিভিন্ন কমিউনিটির মাঝে বিতরণ করেছে বিপুল পরিমান শীত বস্ত্র, খাবার ও টার্কি। ওইদিন দুপুর ২:৪৫ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত এসব সামগ্রী মানুষের হাতে হাতে তুলে দেন সংগঠনগুলোর কর্মকর্তারা।-ইউএসএনিউজ

কমন কোর, এসএটি ও রিজেন্টস পরীক্ষায় সফল পরীক্ষার্থীদের সম্মাননা জানিয়েছে খানস টিউটোরিয়ালস

পরিচয় ডেস্ক: প্রবাসের জনপ্রিয় খানস টিউটোরিয়ালস সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কমন কোর, এসএটি ও রিজেন্টস পরীক্ষায় সফল পরীক্ষার্থীদের সম্মাননা জানিয়েছে। গত ১৮ নভেম্বর রবিবার জ্যাকসন হাইটসের খানস টিউটোরয়ালস সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সফল শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের বাবা-মায়েরাও উপস্থিত ছিলেন। খানস টিউটোরিয়ালস এর প্রধান নির্বাহী ডা. ইভান খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সকল সফল শিক্ষর্থীকে সম্মাননা মেডেল উপহার প্রদান করা হ। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান। তিনি বলেন সমৃতানের সাফল্যের জন্য সবসময় বাবা-মাকে প্রায় সমান পরিশ্রম ও সার্বক্ষিনক নজর রাখতে হবে। বর্তমান সময়ে শিশু, কিশোর ও যুবসম্প্রদায় যেভাবে ডিভাইস নির্ভরশীল হয় পড়ছে, সে ব্যাপারে সবাইকে সাবধান হতে হবে নতুবা বিপদ অনিবার্য। তিনি খানস টিউটোরয়ালস এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড. মনসুর খানের স্মৃতিচারণ করে বলেন, বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রজন্মকে নিউ ইয়র্ক সিটির খ্যাতনামা স্কুলসমূহে ভর্তির সুযোগলাভে অগ্রদূত ছিলেন তিনি। খানস টিউটোরয়ালস এর প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তিনি আপন সন্তানের মত দেখভাল করতেন। সিকি শতকেরও বেশী সময় ধের নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে শিক্ষা প্রসারে একটি অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে খানস টিউটোরিয়ালএর ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণযোগ্য উল্লেখ করে ড. মনসুর খানের সুযোগ্য সন্তান ডা. ইভান খানের নেতৃত্বে আগামী দিনেও সেই ভুমিকা াভ্যহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।

নিউইয়র্কে 'জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের যৌথসভায় জেবিএ কেয়ার সেন্টার চালুর সিদ্ধান্ত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে 'জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইনক' (জেবিএ) এর কার্যকরি ও উপদেষ্টা কমিটির যৌথসভা গত ২০ নভেম্বর সোমবার জামাইকার একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। পরিচালনায় ছিলেন সাধারন সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ। সভায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রনয়নের জন্য এডভোকেট কামরুজ্জামান বাবুকে প্রধান করে ৫ সদস্য বিশিষ্ঠ কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিকে বরণ করার লক্ষ্যে একটি অভিষেক কমিটি গঠিত হয়েছে। যার আহবায়ক আহসান হাবিব ও সদস্য সচিব মাকসুদুল এইচ চৌধুরী।

সভায় আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। যৌথ কমিটি কমিউনিটির কল্যানে 'জেবিএ কেয়ার সেন্টার' চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সেন্টারের ঠিকানা হবে ৮৭-৫৪ ১৬৮স্ট্রিট (সেকেন্ড ফ্লোর), জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২। সংগঠনটি কমিউনিটির সদস্যদের বিনা খরচে ইমিগ্রেশন, মেডিকেশন ও স্বাস্থ্যসেবা, চাকুরি ও সিটিজেনশীপসহ তথ্যমূলক সেবা প্রদান করবে।

যৌথ কমিটির সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ হলেন সভাপতি শাহ নেওয়াজ, সিনিয়র সহ সভাপতি আহসান হাবিব, সহ সভাপতি মাকসুদুল এইচ চৌধুরী ও রীনা সাহা, সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ, সহ সাধারণ সম্পাদক আনজাম সিদ্দিকী রাফি, কোষাধ্যক্ষ আহনাফ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক লুৎফর রহমান, সাহিত্য সম্পাদক মঞ্জুর কাদের, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবু, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক মরিয়ম মারিয়া, প্রচার সম্পাদক জলি আহমেদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট কামরুজ্জামান বাবু, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক এডভোকেট সামিউল করিম আলমগীর, ক্রীড়া সম্পাদক সজিব চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক বদরুদ্দোজা সাগর, আপ্যায়ন সম্পাদক মোতালিব সিকদার, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কবি সালেহা ইসলাম, সদস্য মোহাম্মদ আলী, মোসলেহউদ্দিন খান সেলিম, ডিউক খান, সেলিম খান, ডা. নাফিসুর রহমান, শেখ হায়দার আলী, কাজী জামান বিটু, সুলতান বোখারী, শিবলী নোমানী, মনিউর রহমান জাহাঙ্গীর, শামস চৌধুরী রুশো, সোহেল সীমান্ত, হাফিজ উদ্দিন, ডা. আইরুন নাহার রুলী, নাজিয়া জাহান, মাহবুবুল ফিরোজ, হুমায়ুন কবীর তুহিন ও মোস্তফা অনিক রাজ।

উপদেষ্টা সদস্যরা হলেন মোর্শেদ আলম, আওয়াল সিদ্দিকী, ফখরুল আলম, মোহাম্মদ তৈয়েবুর রহমান হারুন, মোস্তাক আহমেদ নিউটন, আকাশ রহমান, এডভোকেট মতিউর রহমান, রেজাউল করীম চৌধুরী, রাফাত হোসাইন, খলিলুর রহমান, শেখ ইলিয়াস হাবীব, শাহ মোয়াজ্জেম, আলমগীর ভূইয়া, কাজী হেলাল আহমেদ, রুবাইয়া রহমান, মোহাম্মদ কবীর, আকতার রহমান ও ডা. নার্গিস রহমান।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

স্মৃতিতে ম্যারাডোনা

৫২ পৃষ্ঠার পর

সালে ৩০ অক্টোবর আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেসে জন্মগ্রহণ করেন ম্যারাডোনা। ভক্তদের কাছে এল পিবে দে অরো (সোনালী বালক) ডাকনামে পরিচিত ম্যারাডোনা তার খেলোয়াড়ি জীবনের অধিকাংশ সময় আর্জেন্তিনোস জুনিয়র্স এবং নাপোলির হয়ে একজন মধ্যমাঠের খেলোয়াড় হিসেবে খেলেছেন।

ম্যারাডোনার মহাকাব্যিক ইতিহাস রচনার শুরুটা হয়েছিল ১৬ বছর বয়স থেকে। অল্প বয়সেই জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে যান নিজের মেধা ও ফুটবল দক্ষতায়। ছোট দৈহিক গড়নের ছেলেটি ১৯৭৯ সালে জাপানে নিজ দেশের হয়ে অনন্য এক অর্জন বয়ে আনে। ১৯ বছর বয়সেই আর্জেন্টিনার হয়ে যুব বিশ্বকাপ জিতেন তিনি। যেখানে গোল্ডেন বলের (আসরের সেরা খেলোয়াড়) খেতাবও উঠেছিল ম্যারাডোনার হাতে । সেবারই তার দেশ বুঝে গিয়েছিল ফুটবলের স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে আসছেন নয়া এক তারকা। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ফুটবলারের অধিনায়কত্বে আর্জেন্টিনা ১৯৮৬র ফুটবল বিশ্বকাপ জেতে।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি তার বিখ্যাত 'হাত দিয়ে গোল'টি করেন, যেটি 'হ্যান্ড অফ গড' নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৯০ সালে আর্জেন্টিনা যখন বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠে তখন দলকে নেতৃত্ব দেন ম্যারাডোনা। ইতালিতে অনুষ্ঠিত সেই বিশ্বকাপে শেষদিকে পেনাল্টি গোলে পশ্চিম জার্মানির কাছে স্বপ্নভঙ্গ হয় আলবিসেলেস্তেদের। এরপর ১৯৯৪ সালে তিনি আবার আমেরিকায় আর্জেন্টিনা দলের অধিনায়কত্ব করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অবৈধ মাদক পরীক্ষায় ফেল করার কারণে তাকে আর্জেন্টিনা ফিরে যেতে হয়।

আর্জেন্টিনার ম্যারাডোনা ইতালির ক্লাব নাপোলিতেও রেখেছিলেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ১৯৮৪ সালে ২৪ বছর বয়সের দুর্বার ক্যারিয়ারের টগবগে ফুটবল তারকা ম্যারাডোনা যোগ দেন দক্ষিণ ইতালির সাদামাটা দল নাপোলিতে। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯১ সাল, এ ৭ বছর তিনি ক্লাবটির হয়ে দুর্দান্ত সময় পার করেন। ক্লাব ফুটবলের উজ্জ্বল নক্ষত্র ম্যারাডোনা, তার একক নৈপুণ্যে অখ্যাত নাপোলি ঘরে তোলেন ইউরোপ দ্বিতীয় সেরা ট্রফি ইউরোপা লিগ এবং সেই সঙ্গে দুই দুইবার হাত উঁচিয়ে ধরেন ইতালীয় ওসিরি আ ট্রফিও। বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে নাপোলি ক্লাবের নাম।

নাপোলি ছিল ফুটবল ঈশ্বর ম্যারাডোনার ক্যারিয়ারের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। তিনি নাপোলিকে উজাড় করে দিয়েছেন, সেই সঙ্গে নাপোলিও তাকে চিরদিন মনে রাখার জন্য তার গায়ে জড়ানো ১০ নাম্বার জার্সি কাউকে কখনও দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার মৃত্যুর পর নাপোলির সাম পাওলো স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় দিয়েগো আরমানদো ম্যারাডোনা স্টেডিয়াম। ইতালি ও নাপোলির মানুষও তাকে চিরকাল ভালো বেসেছে নিজের ঘরের ছেলের মতো।

ক্যারিয়ারের শেষদিকে ম্যারাডোনা মাদকে আসক্তি নিয়ে সমস্যায় ছিলেন এবং ১৯৯১ সালে তার শরীরের মাদকের উপস্থিতি ধরা পড়লে তাকে ১৫ মাসের জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। তার ৩৭তম জন্মদিনে ১৯৯৭ সালে তিনি পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নেন। সেসময় তিনি আর্জেন্টিনার বড় দল বোকা জুনিয়ার্সে খেলছিলেন।

ম্যারাডোনাকে গত ৫০ বছরে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় তারকাদের একজন বলে গণ্য করা হয়। বার্সেলোনা এবং নাপোলির মতো ক্লাবেও খেলেছেন। আর্জেন্টিনার হয়ে ৯১টি ম্যাচে তিনি ৩৪টি গোল করেন। আলবিসেলেস্তেদের হয়ে খেলেছেন চারটি বিশ্বকাপ।

খেলোয়াড়ি জীবন শেষে আরও একবার আর্জেন্টিনার হাল ধরেছিলেন ম্যারাডোনাকে। দেশের শিরোপা খরা ঘোচাতে ২০০৮ সালে ম্যারাডোনার কাঁধে জাতীয় দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন। কিন্তু খেলোয়াড়ি জীবনে সফল ম্যারাডোনা কোচ হিসেবে সফল হতে পারেননি। ২০১০ বিশ্বকাপে জার্মানির কাছে হেরে আর্জেন্টিনা কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নেয়। ব্যর্থ বিশ্বকাপের পর আর্জেন্টিনার কোচের পদ থেকে অবসর নেন ম্যারাডোনা।

বিশ্ব ফুটবলের ঈশ্বর, উজ্জ্বল নক্ষত্র ম্যারাডোনার মৃত্যুর তৃতীয় বছর আজ। ৬০ বছর বয়সে ঘুমন্ত অবস্থায় ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন তিনি। তার আলোকিত উজ্জ্বল ক্যারিয়ার বিশ্ব ফুটবল প্রেমীদের হৃদয়জুড়ে বেঁচে থাকবে চিরকাল।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিশ্ব শান্তি, স্থিতিশীলতা রক্ষায় সম্মুখ ভূমিকা পালন করছে

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে মার্কিন সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ৫২তম সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন উপলক্ষে ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে গত ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্যাট্রিক ম্যাটলক। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান ও বাংলাদেশ দূতাবাসের ডিফেন্স অ্যাটাচে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শাহেদুল ইসলামও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।ইউএস মেরিন কোরের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল গেরি গ্ল্যাভি, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মিস আফরিন আক্তার এবং মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিমাস হুইটসেল, বিশ্ব ব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক ড. আহমাদ কায়কাউসও অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্যাট্রিক ম্যাটলক তার বক্তৃতায় জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে জনগণের মধ্যে ত্রাণ সহায়তা ও নিঃস্বদের আশ্রয় প্রদান এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়নে সম্মুখ ভূমিকা পালন করছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অভিযানে বাংলাদেশকে বিশ্বের বৃহত্তম সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে উল্লেখ করে প্যাট্রিক ম্যাটলক বলেন, বাংলাদেশি সেনাদের এই অবদানে বিশ্ব আজ কৃতজ্ঞ।

তিনি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বর্তমান অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন আগামী বছরগুলোতে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য এই অংশীদারিত্ব আরো মজবুত হবে।

রাষ্ট্রদূত ইমরান বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, যার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালি জাতি তার দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধে মহান আত্মত্যাগের জন্য তিনি সশস্ত্র বাহিনীর বীর সদস্যসহ ত্রিশ লাখ শহিদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা জানান।

তিনি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বহুমুখী সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বলেন দুই দেশ বিভিন্ন প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ইস্যুতে অভিন্ন মতামত বিনিময় করছে।

রাষ্ট্রদূত ইমরান বলেন বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র অতীতে বাংলাদেশের উন্নয়নের অভিযাত্রায় সব ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে এবং বাংলাদেশ এ সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য আগ্রহী।

ডিফেন্স অ্যাটাচে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শাহেদুল ইসলাম সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথিদের স্বাগত জানান এবং দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো উন্নয়নে অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মিনিস্টার (পলিটিক্যাল) মোঃ রাশেদুজ্জামান।

এর আগে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও ডিফেন্স অ্যাটাচে এবং পেন্টাগন, স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও অন্যান্য মার্কিন সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনায় আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রধান অতিথি কর্তৃক কেক কাটার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।-ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক ভাড়া দিয়ে আয় ৩ লাখ ডলার

৫২ পৃষ্ঠার পর

নুলি তার প্রতিযোগী রেন্ট দ্য রানওয়ের বেঞ্চমার্ককে টক্কর দিয়েছে। যারা প্রতিষ্ঠার ১৫ বছরেও মুনাফার দেখা পায়নি। ৩১ অক্টোবর শেষ হওয়া তিন মাসে ৬ কোটি ৫৫ লাখ রাজস্ব আয়ের মধ্যে নুলির পরিচালন আয় হয়েছে ৩ লাখ ডলার। যেখানে এক বছর আগে ৩ কোটি ৫৩ লাখ ডলার রাজস্ব আয়ের ৩০ লাখ ডলার পরিচালন লোকসান ছিল কোম্পানিটির। এছাড়া গত প্রান্তিকে আরবানের সার্বিক ব্যবসা প্রত্যাশার চেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে। নুলি পোশাক ভাড়া দেয়ার পরিষেবাটি

শুরু করে ২০১৯ সালে। চালুর পাঁচ বছর পর মুনাফা অর্জন করল কোম্পানিটি। পোশাকের ছয়টি আইটেমের জন্য মাসিক ৯৮ ডলার সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে পরিষেবা দিয়ে থাকে নুলি। ভিন্ন ধরনের পরিষেবাটি চালুর পেছনে তাদের লক্ষ্যই ছিল পোশাক ভাড়া দেয়ার ব্যবসা যে লাভজনক হতে পারে, তা প্রমাণ করা। নুলির প্রসিডেন্ট ও আরবানের চিফ টেকনোলজি অফিসার ডেভিড হেইন বলেন, 'আমরা এমন একটি ব্যবসা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে শুরু করেছিলাম, যা বড় এবং লাভজনকও হতে পারে। এটি আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি।' নুলির সক্রিয় গ্রাহকের সংখ্যা চলতি প্রান্তিকে ১ লাখ ৯৮ হাজারে পৌঁছেছে। আর রেন্ট দ্য রানওয়ের গ্রাহক ৩১ জুলাই পর্যন্ত ছিল ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫৬৬ জন। গত এপ্রিলে রানওয়ের সিইও হাইম্যান সিএনবিসিকে বলেন, 'আমাদের ১ লাখ ৮৫ হাজার গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে হবে। যাতে কোম্পানির সব খরচ, পরিবর্তনশীল খরচ ও ইনভেন্টরির খরচ মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত নগদ অর্থ থাকে।' পোশাক ভাড়ার বাজার এখনো একটি উদীয়মান শিল্প। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের গ্রাহকের মধ্যে। ব্র্যান্ডগুলোও বর্তমানে পোশাক কেনার পরিবর্তে ভাড়া নিতে বেশি উৎসাহিত করছে ভোক্তাদের। খবর সিএনবিসি।

নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সংহতি প্রকাশ, নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০ নভেম্বর সোমবার রাতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি সেন্টারে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি নেতৃবৃন্দ বলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি বাংলাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছে। সরকারের পদত্যাগের দাবিতে প্রবাসেও তারা লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণার পরিকল্পনা করছেন। ।যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি এডভোকেট জামাল আহমেদ জনির সভাপতিত্বে এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আনোয়ারুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে কোরান তেলাওয়াতের পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মোনাজাত করা হয়।

এ সময় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতারা সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত আগামি সংসদ নির্বাচনের তফসিল বাতিল করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানান। লিখিত বক্তব্যে বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যাপকহারে নিরপরাধ বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানির তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তি দাবী করেন। তাঁরা তাদের দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি আগামিতে জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তর করবেন বলেও জানান।

তাঁরা বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে উন্নত চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারেরও দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দীন, আব্দুস সবুর, মোশাররফ হোসেন সবুজ,শাহ আলম, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দি, সারোয়ার খান হারুন, শফিকুর রহমান, ফারুক হোসেন মজুমদার, ফারুক চৌধুরী, খলকুর রহমান, শাহাদত হোসেন রাজু প্রমুখ।

নারীর আন্দোলন কখনোই তার একার ছিলো না - ঢাকায় 'মানবী' উদ্বোধনকালে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

পরিচয় ডেস্ক: নারীর আন্দোলন কখনোই তার একার ছিলো না। যুগে যুগে বহু মহাপুরুষেরা নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্য অনুভব করেছেন, অনুধাবন করেছেন, লড়াই করেছেন, রুখে দাঁড়িয়েছেন নানা অনাচারের বিরুদ্ধে। এ আন্দোলন সবসময়েই নারী-পুরুষের যৌথ আন্দোলন।' নারীর ক্ষমতায়নে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সংস্থা 'মানবী' উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বাংলামোটরে অনুষ্ঠিত গত বৃহস্পতিবার

আয়োজিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নন্দিত নাট্য ব্যক্তিত্ব ড. আইরিন পারভীন লোপা ও একুশে পদক প্রাপ্ত চিত্রশিল্পী কনকচাঁপা চাকমা। 'মানবী'র প্রতিষ্ঠাতা ও নিউইয়র্কের বিশিষ্ট সমাজকর্মী মাহফুজা আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, 'প্রচলিত অর্থে ক্ষমতায়ন বলতে যা বোঝায় তা ক্ষমতায়নের খন্ডিত চিত্র। সোশ্যাল, সাইকোলজিক্যাল ও এডুকেশনাল এমপাওয়ারমেন্ট যতদিন এই প্রচলিত সংজ্ঞাতে যুক্ত না হচ্ছে ততদিন আমরা এই খন্ডিতভাবেই ক্ষমতায়নের গল্পগুলো লিখে যাবে।' পৃথিবীর বহু গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্রে, মূল কাজটা নারী করলেও তার কৃতিত্ব কখনোই সে পায়নি। এমনকি নানা সাফল্যের পেছনে তার যে নিজের অবদান আছে, সেটা নারী নিজেও অনেক সময় বুঝতে পারেনি- বলে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন প্রধান অতিথি ড. আইরিন পারভীন লোপা। অন্যদিকে নিজের ইচ্ছেশক্তিকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেন পার্বত্যকন্যা কনকচাঁপা চাকমা। সেই সাথে পাহাড় থেকে সমতলে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামের গল্পও শোনান এই গুণী শিল্পী।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের হাত থেকে উপহার গ্রহণ করেন গ্যালারি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী ২৩জন উদ্যোক্তা। ১৭ ও ১৮ নভেম্বর দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনীটি সকলের জন্যে উন্মুক্ত রাখা হয়। - এনামুল শফি

ক্যালিফোর্নিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেধাবী ছাত্র আরিফ মোহাম্মদের মর্মান্তিক মৃত্যু, নিউইয়র্কে শুক্রবার জানাজা সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মেধাবী ছাত্র আরিফ মোহাম্মদ নাদিম গত ১৯ নভেম্বর রাত প্রায় সাড়ে ১১টার দিকে ক্যালিফোর্নিয়ায় এক সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১৮ বছর। মৃত্যুকালে সে বাবা-মা, ভাইসহ আত্মীয়স্বজন রেখে গেছে। পরিবারের সঙ্গে তার বসবাস ছিল নিউইয়র্কে। বর্তমানে তার পরিবার থাকে নিউইয়র্কের লংআইল্যান্ড সিটিতে। এক সময় থাকতেন ম্যানহাটনে। আরিফ মোহাম্মদ নাদিমের দেশের বাড়ি নোয়াখালির সোনাইমুড়িতে।

বাবা মাইনুদ্দীন মোহাম্মদ খোকা জানান, আমার ছেলে আরিফ মোহাম্মদ নাদিম ছিল অত্যন্ত মেধাবী। ছোটবেলা থেকেই সে জিনিয়াস। পড়েছিলেন ব্রঙ্কস সায়েন্সে। স্কুলে পড়ার সময়ই বাবাকে বলেছিলেন, বাবা আমি কম্পিউটার সায়েন্সে আমেরিকার বিখ্যাত কলেজে পড়বো। চার ছেলের মধ্যে আরিফ মোহাম্মদ নাদিম সবার বড়। ছেলে ইচ্ছার কথা শুনে বাবা বলেছিলেন কোনো অসুবিধা নেই বাবা, তুমি যেখানে পড়তে চাও আমি সেখানে পড়াবো। অর্থ নিয়ে কোনো চিন্তা করো না। আরিফ মোহাম্মদ নাদিম মেধাবী হওয়ার কারণে সে ফুল স্কলারশিপ পেয়েছিল। আরিফ মোহাম্মদ নাদিমের সেই স্বপ্ন পূরণ হলো। সে চান্স পেয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ড কাউন্ট্রি কলেজে। এক বছর পর তার বোস্টনে আসার কথা। কিন্তু আরিফ মোহাম্মদ নাদিমের আর বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া হলো না।

আরিফ মোহাম্মদ নাদিমের বাবা মাইনুদ্দীন মোহাম্মদ খোকা জানান, আমি বিষয়টি প্রথমে জানতাম না। আমাকে আমার এক বন্ধু বিষয়টি জানায়। আমি দেখে তো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। আমার সোনার ছেলের এই অবস্থা। তিনি বলেন, ঘটনার দিন আরিফ মোহাম্মদ নাদিম তার এক বন্ধুকে এয়ারপোর্টে নামাতে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে তার আরো এক বন্ধু ছিল। আরিফ মোহাম্মদ নাদিম গাড়িটি ক্যাম্পন থেকে নিয়েছিলেন। রাস্তায় কোনো কারণে গাড়িতে সমস্যা দেখা দিলে আরিফ মোহাম্মদ নাদিম গাড়ি থেকে নামেন। ওই সময় তাকে আরেকটি গাড়ি ধাক্কা দেয়। মারাত্মক আহত অবস্থায় আরিফ মোহাম্মদ নাদিমকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।কোনোভাবেই আরিফ মোহাম্মদ নাদিমের পরিবার এটা মেনে নিতে পারছেন না। আরিফ মোহাম্মদ নাদিমের বাড়িতে এখন শোকের মাতম। লংআইল্যান্ড সিটি এলাকায় এখন শোকের মাতম। আরিফ মোহাম্মদ নাদিমের বাবা ২১ নভেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন। সেখান থেকে ছেলের লাশ নিউইয়র্ক নিয়ে আসেন। গত শুক্রবার ২৪ নভেম্বর বাদ জুমা নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় আসসাফা মসজিদে। সুত্র ইউএসএ নিউজ

ফ্লয়েড হত্যায় দোষী সাব্যস্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে কারাগারে ছুরিকাঘাত

৫২ পৃষ্ঠার পর

(২৪ নভেম্বর) টাকসনের ফেডারেল কারেকশনাল ইনস্টিটিউশনে চৌভিনকে ছুরিকাঘাত করেন ওই কারাগারেরই আরেক বন্দী। সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এপি এ তথ্য জানিয়েছে।

২০২০ সালে জাল নোট ব্যবহারের অভিযোগে জর্জ ফ্লয়েডকে আটকের পর তৎকালীন পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক চৌভিন সড়কের ওপর ফেলে তাঁর (ফ্লয়েড) ঘাড় হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেন। এভাবে ৯ মিনিটের বেশি সময় ধরে তিনি ফ্লয়েডের ঘাড় চেপে ধরে ছিলেন। পরে ফ্লয়েডকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের বিভিন্ন শহরে পুলিশি নৃশংসতা ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছিল।

পরে ফ্লয়েডকে হত্যার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করে শ্বেতাঙ্গ চৌভিনের বিরুদ্ধে ২০ বছরের বেশি মেয়াদের কারাদণ্ড ঘোষণা করা হয়। তাঁকে টাকসনের কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সূত্রের বরাতে এপি জানিয়েছে, শুক্রবার চৌভিন ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয়েছেন।

খবরটির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে টাকসন কারাগারের মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল রয়টার্স। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

চৌভিনের আইনজীবী দলের সদস্য গ্রেগ এরিকসন বলেছেন, এ ধরনের কোনো ঘটনার ব্যাপারে তাঁর জানা নেই।-রয়টার্স

কংগ্রেস সদস্য রাশিদা তালাইবের বিরুদ্ধে প্রাইমারীতে লড়ার জন্য সিনেট প্রার্থীকে ২০ মিলিয়ন ডলার অনুদানের প্রস্তাব

৫২ পৃষ্ঠার পর

লেখেন, 'আমি যদি রাশিদা তালাইবের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মার্কিন সিনেটের দৌড় থেকে বাদ পড়ি তবে এআইপিএসি-এর সবচেয়ে বড় দাতাদের মধ্যে একজন ২ কোটি ডলারের দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।'

তিনি বলেন, 'আমি না বলেছি। আমি আনুগত হবো না, আমাকে বাধ্য করা কিংবা কেনা যাবে না।'

তিনি আরো বলেন, 'আমি কংগ্রেসে একমাত্র ফিলিস্তিনি-যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাচ্ছি না। কারণ কিছু বিশেষ স্বার্থ তাকে পছন্দ করে না।'

হার্পার জানিয়েছেন, মিশিগানের ব্যবসায়ী লিন্ডেন নেলসন তাকে তার সম্ভাব্য প্রচারে সরাসরি অবদানের জন্য ১০ মিলিয়র ডলার এবং যদি তিনি তার বিরুদ্ধে যান তবে স্বতন্ত্র ব্যয়ের জন্য আরো ১০ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব দেয়া দেন।

টিভি সিরিজ দ্য গুড ডক্টরের একজন নেতৃস্থানীয় অভিনেতা হার্পার তার ভূমিকা ছেড়ে মিশিগান সিনেটের একটি খোলা আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি জানান, তাকে দেয়া প্রস্তাবটি রাজনীতিতে প্রবেশের তার সিদ্ধান্তকে স্বচ্ছ করেছে। সূত্র : মিডেল ইস্ট আই

উত্তরবঙ্গবাসীদের সম্মাননায় সিক্ত হলেন আশা হোম কেয়ার ও আশা সোস্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারের সিইও আকাশ রহমান

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৭ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আশা হোম কেয়ার ও আশা সোস্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারের সিইও আকাশ রহমানের এম্প্যায়ার ব্লুক্রস ব্লুশিল্ড ইন্সিউরেন্স এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি উপলক্ষে তাকে উত্তরবঙ্গবাসীর পক্ষে কমিউনিটি সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাবনা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কে এম কামাল পাশা। সিইও আকাশ রহমানকে সম্মাননায় সিক্ত করেন প্রবাসী উত্তবঙ্গবাসীরা। কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। আয়োজকরা ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন আকাশ রহমানকে। দেন ক্রেস্ট উপহার।

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেমের সঞ্চালনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আকাশ রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা আব্দুল মতিন, লায়ন্স ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ও মূলধারার রাজনীতিবিদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাসান জিলানী, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা নূর ইসলাম বর্ষণ, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সারওয়ার খান বাবু, আশা হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট এশা রহমান, আশা হোম কেয়ারের পরিচালক পুলিশ অফিসার জামিল সরওয়ার, পুলিশ অফিসার এরশাদ সিদ্দিকী।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নবযুগ সম্পাদক শাহাবউদ্দিন সাগর,সাংবাদিক মনোয়ারুল ইসলাম, সাংবাদিক ফরিদ আলম,এমসিটিভির সৌরভ ইমাম, পাবনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনির, শিকদার আব্দুর রাজ্জাক, রাশেদ ইসলাম প্রমুখ।

আকাশ রহমানের ব্যক্তি জীবন ও কর্মজীবন নিয়ে অল্প কথায় দারুনভাবে প্রশংসা ঝড়ে পড়লো তাঁর সহধর্মীনি ও আশা হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট এশা রহমানের কণ্ঠে। যুক্তরাষ্ট্রে এসে নিজের কঠোর এবং লড়াকু জীবনের গল্প শোনান আমন্ত্রিত অতিথিদের।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আকাশ রহমানের বর্নাঢ্য ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের উচ্ছ্বাস ছিলো আকাশ রহমানকে নিয়ে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সমাজ পরিবর্তনের জন্য কেউ পথ দেখায় আলোকবর্তিকা হয়ে। সেই আলোর ধারায় আলোকিত হয় সমাজের অনেকেই। সেই আলোকবর্তিকার মত নিরলসভাবে কাজ করছেন একজন আকাশ রহমান।

আয়োজকরা ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন আকাশ রহমানকে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তারা আকাশ রহমানের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা করেন।আকাশ রহমানকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিলো রিয়েলটর ও কমিউনিটির প্রিয় মুখ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও মোহাম্মদ কবিরের কণ্ঠে। কঠোর পরিশ্রমেই সাফল্য আসবে বলে মনে করছেন প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ ও রিয়েলটর সারওয়ার খান বাবু।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের দুই চৌকষ কর্মকর্তা জামিল সারওয়ার ও এরশাদ সিদ্দিকী। তাঁদের উচ্ছ্বাস ছিলো আকাশ রহমানকে নিয়ে।কঠোর পরিশ্রমে সাফল্য ধরা দেবেই। তাইতো সবার উচিৎ সৎভাবে থেকে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে সাফল্য তুলে নেয়া।

আকাশ রহমানের ব্যাক্তি জীবন ও কর্মজীবন নিয়ে অল্প কথায় প্রশংসা ঝড়ে পড়লো তাঁর সহধর্মীনি ও আশা হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট এশা রহমানের কণ্ঠে।

হলভর্তি অডিটোরিয়ামে আকাশ রহমান তার ভারতে এবং আমেরিকায় এসে লেখাপড়া করে নিজের কঠোর এবং লড়াকু জীবনের গল্প শোনান আমন্ত্রিত অতিথিদের। সবাইকে জীবন নিয়ে গঠনমুলক পরামর্শ দেন তিনি। আমি লক্ষ্যে পৌঁছার পর চিন্তা করি ব্যবসা করবো এবং মানুষের সেবা করবো। যে কারণে আজকে আমি এই অবস্থায় এসেছি। তিনি তার জন্য সবার কাছে দেওয়া প্রার্থনা করেন।অভিভাবকদের আগ্রহ থাকলে তিনি এ প্রজন্মের সন্তানদের জন্যে আশা সোস্যাল অ্যাডাল্ট কেয়ার সেন্টারে ফ্রি বাংলা স্কুল গড়ে তোলার অঙ্গিকার করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তে আকাশ রহমানকে ক্রেস্ট উপহার দেন আয়োজকরা। সব শেষে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি এটিএম কামাল পাশা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব।

পেনসিলভেনিয়ায় 'বাংলাদেশ এভিনিউ' শুভ উদ্বোধন আগামী ৩রা ডিসেম্বর রবিবার

পরিচয় ডেস্ক: পেনসিলভেনিয়া রাজ্যর ডেলওয়্যার কাউন্টির মিলবোর্ন বরোর বাংলাদেশি অধ্যুষিত মার্কেট স্টীট্র এবং সেলারস এভিনিউ সংযোগস্থলকে (পূর্বে যা সেলারস এভিনিউ নামে পরিচিত ছিল) বাংলাদেশ এভিনিউ' নামকরণের ঘোষণার মধ্যে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নামে সড়কের সংখ্যা হবে ৫টি এবং বাংলাদেশ এভ্যেনু ও ব্লুভার্ড নামেও রয়েছে বেশ কয়েকটি সড়কের নাম। পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের মিলবোর্ন বরো এবং আপারডার্বী টাওনসীপের আশপাশের এলাকায় ৭/৮ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশিদের বসবাস। ডেলওয়্যার কাউন্টির মধ্যেই একটি বরো তার নাম হলো মিলবোর্ন বরো।

বর্তমানে এই বরোতে মেয়র, ৫ জন কাউন্সিলারম্যান এবং ট্যাক্স ক্যালেকটরসহ সবাই বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত। তাই এই বরোতে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি ছিলো বাংলাদেশ নামে সেখানকার একটি রাস্তার নামকরণ করা হোক। তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ১ বছর পূর্বে স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশীগন নির্বাচিত বাংলাদেশী জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় 'বাংলাদেশ এভিনিউ' নামে একটি সড়কের নাম প্রস্তাবনা পেশ করে মিলবোর্ন বরোতে। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বরোর মেয়র উপস্হিতিতে সকল কাউন্সিলগনের সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি পাশ হয় এবং কাউন্সিলগন নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, মার্কেট স্টীট্র এবং সেলারস এভিনিউ সংযোগস্থল থেকে শুরু করে (পূর্বে যা সেলারস এভিনিউ নাম ছিলো) সেলারস এভিনিউ পুরোটাই 'বাংলাদেশ এভিনিউ' নামকরণ করা হবে।

পরর্বতিতে বরোর কাউন্সিল মিটিং এ তা অনুমোদিত হয়ে 'বাংলাদেশ এভিনিউ' নামকরণ চূড়ান্ত হয়। মিলবোর্ন বরো কাউন্সিলার কর্তৃক 'বাংলাদেশ এভিনিউ' নামটি অনুমোদিত হওয়ার পর গত ৬ই নবেম্বর বরোর কাউন্সিল মিটিং এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সড়কটির মোড়ক উন্মোচন উদযাপনের কমিটি গঠন এবং আগামী ৩রা ডিসেম্বর, রবিবার দুপুর ১টায় সকল বাংলাদেশীদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সড়কটির মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। আগামী ৩ রা ডিসেম্বর সড়কটি মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মিলবোর্ন বরো কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি যারা এই ঐতিহাসিক অর্জনে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাদেরকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের "প্রাকৃতিক তন্তু" শীর্ষক রেজুল্যুশন গৃহীত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্যতম ফ্ল্যাগশিপ রেজুল্যুশন "প্রাকৃতিক উদ্ভিদ তন্তু এবং টেকসই উন্নয়ন' ২১ নভেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পাট, তুলা এবং সিসালের মতো প্রাকৃতিক তন্তুর সুচিন্তিত ও টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় ও টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের অটল প্রতিশ্রুতির বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোরালো সমর্থনের স্বীকৃতি বহন করে এটি।অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, রেজুল্যুশনটি জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলিকে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ তন্তুর টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহারের জোরালো আহ্বান জানায়। বিশেষ করে এটি জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ তন্তুর টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চিতকধেল্প সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে রাজনৈতিক সমর্থন জোগাতে এবং এতদসংক্রান্ত তাদের সক্ষমতা বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণে উৎসাহিত করে। বিশ্বের প্রাচীনতম শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে রেজুল্যুশনটি প্রাকৃতিক তন্তুকে কৃত্রিম এবং প্লাস্টিক-ভিত্তিক পণ্যগুলির একটি উত্তম বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানায়। সর্বোপরি, ২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন তরান্বিত করতে প্রাকৃতিক তন্তুর উৎপাদন ও ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য অবদান তুলে ধরা হয়েছে এই রেজুল্যুশনে।

গত ২১ নভেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে রেজুল্যুশনটি উপস্থাপন করার সময় বাংলাদেশ মিশনের প্রতিনিধি জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে রেজুল্যুশনটির নেগোশিয়েশনে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহনের জন্য এবং এর বিভিন্ন প্রস্তাবে ঐকমত্য অর্জনে অবদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রতিনিধি তার বিবৃতিতে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার এই রেজুল্যুশনটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রাকৃতিক উদ্ভিদ তন্তুর পরিপূরক ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধি রেজুল্যুশনের পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের উদাত্ত আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ২০১৯ সালে ৭৪তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বপ্রথম এই রেজুল্যুশন পেশ করে এবং তারপর থেকে এই রেজুল্যুশনটি জাতিসংঘে দ্বি-বার্ষিকভাবে গৃহীত হয়ে আসছে ।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি

থ্যাংকসগিভিং ডে উদযাপনে নিউইয়র্কে খলিল বিরিয়ানী হাউজের রেকর্ড সংখ্যক টার্কি বিক্রিয়!

পরিচয় ডেস্ক: ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে উদযাপিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী থ্যাংকসগিভিং ডে। প্রতি বছর নভেম্বরের চতুর্থ বৃহস্পতিবার টার্কি ভোজসহ উৎসব আয়োজনে দিবসটি উদযাপিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ছুটির দিন থ্যাংকসগিভিং ডে। এটি এখন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাঙালীদেরও উৎসব। এদিন ঘরে ঘরে তার্কির রোস্ট ছাড়াও আয়োজন করা হয় ভিন্ন স্বাদের খাবার। প্রতি বছরই থ্যাংকসগিভিং ডে উপলক্ষে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে নানা উৎসব হয়। এবারও বিভিন্ন স্থানে হয়েছে থ্যাংকসগিভিং ডে উৎসব। পার্টি ও ঘরোয়াভাবে উদযাপিত হয় দিবসটি।নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে অর্ডার আসে রোষ্ট করা টার্কির। ব্রঙ্কস ও জ্যামাইকার খলিল'স ফুডের স্বত্বাধিকারী শেফ মো. খলিলুর রহমান জানান, তিনি এবার রেকর্ড ২০০টি হালাল টার্কির অর্ডার পেয়েছেন। যা আগের বছরের প্রায় দ্বিগুন। শেফ মো. খলিলুর রহমান আরো জানান, থ্যাংকসগিভিং ডে-র আগের দিন বুধবার রাত থেকেই তারা অর্ডার নেয়া বন্ধ রাখেন। একারণে সবার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তিনি বলেন, অর্ডার নেয়া গ্রাহকদের সরবরাহ নিশ্চিত করতে তার রেস্টুরেন্টের তিনটি কিচেনেই বুধবার (২৪ নভেম্বর) রাতভর কাজ করে কর্মীরা। বৃহস্পতিবার দিনভরও চলে নিরলস কর্মযজ্ঞ। নির্দিষ্ট সময়ে রোষ্ট করা ২০০টি টার্কি সরবরাহ করার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করেন খলিল ফুডস এর কর্মীরা ।

শেফ খলিলুর রহমান আরো জানান, তারা কোয়ালিটির সাথে কোনো অবস্থাতেই আপোষ করেন না। জোর দেন কোয়ালিটি এবং স্বাস্থ্য সম্মত রান্না- দু'দিকেই। তিনি বলেন, পাইকারী দোকান থেকে ফ্রোজেন টার্কি ক্রয় না করে লাইভ পোলিট্রি ফার্ম থেকে উচ্চ মুল্য দিয়ে টার্কি ক্রয় করে হালালভাবে জবাই করে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে রান্না করে ক্রেতাদের সরবরাহ করেছেন। টার্কির রোস্টে কোন আলাদা রং ব্যবহার করা হয়নি। গ্রাহকদের চাহিদামত প্রতিটি টার্কি ওয়েল ডান কুক করে গ্রহকদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

শেফ খলিল আরো বলেন, বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ অন্যান্য কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক ব্রঙ্কস ও জামাইকার খলিল বিরিয়ানী হাউজে আসেন থ্যাংকসগিভিং ডে-র ভোজ উপভোগ করতে। ক্রেতাদের মধ্যে দেশী বিদেশী অনেক চিকিৎসকও রয়েছেন। আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও থ্যাংকস গিভিং টার্কি সরবরাহ করেছি। নিউইয়র্ক সহ পার্শ্ববর্তী স্টেট থেকেও অনেকে থ্যাংকস গিভিং টার্কি নিতে এসেছেন। সকলকে হালাল টার্কি সরবরাহ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সুত্র ইউএসএনিউজ

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ বন্দুকের মালিক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহে রাখার ঝোঁক বাড়ছে। মার্কিন সংবাদমাধম এনবিসি পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপ পর্যালোচনা করে জানা গেছে, দেশটির মোট জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ অন্তত একটি বা একাধিক পিস্তল-রিভলবার কিংবা বন্দুকের মালিক। শতকরা হিসেবে সাধারণ জনগণের মধ্যে বন্দুকধারী বা মালিকদের এই হার দেশটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। দিন দিন আগ্নেয়াস্ত্রের মালিকের সংখ্যা আরও বাড়ছে।

সাধারণ মার্কিনিদের মধ্যে বন্দুকধারীদের হার বৃদ্ধির উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে গত এক দশক ধরে। ২০১৩ সালের এক সরকারি জরিপে দেখা গিয়েছিল, মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ একটি বা একাধিক আগ্নেয়াস্ত্রের মালিক। কিন্তু তার ৬ বছর পর ২০১৯ সালের জরিপে দেখা যায়, সাধারণ মার্কিনিদের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের মালিকের হার পৌঁছেছে ৪৯ শতাংশে। বর্তমানে দেশটিতে আগ্নেয়াস্ত্রের মালিকের যে হার, তা দেশটির এযাবৎকালের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং রিপাবলিকান পার্টি। রিপাবলিকান পার্টির সমর্থকদের মধ্যে অস্ত্র রাখার প্রবণতা বেশি। এনবিসির জরিপে যারা নিজেদের কাছে বা নিজেদের বাসাবাড়িতে অন্তত একটি বন্দুক রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন, তাদের দুই তৃতীংশই রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক।

জরিপে আরো জানা গেছে, তুলনামূলকভাবে শ্বেতাঙ্গদের বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

৩০ বছর আগে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের নামে মামলা

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির মেয়র অ্যারিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ করেছেন এক নারী। গত বুধবার (২২ নভেম্বর) আদালতে বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

বেশি আশাবাদী মানুষের বুদ্ধি কম বলছে গবেষণা

পরিচয় ডেস্ক: গবেষণা বলছে, টাকা নিয়ে বেশি আশাবাদী মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা কম হয়। আশাবাদী হতে অনেকেই মানুষকে উৎসাহিত করেন। আশাবাদী ব্যক্তিকে হয়তো তাঁর আশপাশের মানুষজন বেশ পছন্দও করে, কিন্তু খুব বেশি আশাবাদী হওয়া বোধ হয় বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

পুরুষ আধিপত্যের শুরু ১২ হাজার বছর আগে, কেমন ছিল পূর্ববর্তী সমাজ

জাহাঙ্গীর আলম :বর্তমান বিশ্বের বেশির ভাগ সংস্কৃতিতেই পিতৃতান্ত্রিকতার দাপট। এসব সংস্কৃতিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

কংগ্রেস সদস্য রাশিদা তালাইবের বিরুদ্ধে প্রাইমারীতে লড়ার জন্য সিনেট প্রার্থীকে ২০ মিলিয়ন ডলার অনুদানের প্রস্তাব

পরিচয় ডেস্ক: এক বিশিষ্ট অভিনেতা যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যের রাজনীতিবিদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রাশিদা তালাইবের বিরুদ্ধে প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ (প্রাইমারী) মোকাবেলার জন্য ২০ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। ফিলিস্তিনি-মার্কিন আইনপ্রণেতা ইসরাইলের বিষয়ে তার অবস্থানের বিরুদ্ধে যে ভয়াবহ আঘাতের সম্মুখীন হচ্ছেন তার ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন।

মার্কিন ডেমোক্র্যাটিক সিনেটের প্রার্থী হিল হার্পার যোগাযোগমাধ্যমে এক্সে (সাবেক টুইটার) বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

ফ্লয়েড হত্যায় দোষী সাব্যস্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে কারাগারে ছুরিকাঘাত

পরিচয় ডেস্ক: মিনিয়াপোলিসে কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক চৌভিনকে কারাগারে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। গত শুক্রবার বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক ভাড়া দিয়ে আয় ৩ লাখ ডলার

পরিচয় ডেস্ক: প্রথমবারের মতো মুনাফার দেখা পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে ভাড়ায় পোশাক পরিষেবাদাতা কোম্পানি নুলি। নুলি পেনসিলভানিয়াভিত্তিক আরবান আউটফিটারের সাবসিডিয়ারি। প্রতিযোগী রেন্ট দ্য রানওয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সর্বশেষ প্রান্তিকে ৩ লাখ ডলার আয় করেছে কোম্পানিটি।

নুলির এ আয়ের পেছনে ভূমিকা রেখেছে গ্রাহকের অতিরিক্ত চাহিদা এবং রাজস্বের দীর্ঘ উল্লম্ফন। প্রথমবারের মতো মুনাফা অর্জন করতে গিয়ে বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

স্মৃতিতে ম্যারাডোনা

পরিচয় ডেস্ক: গত কাতার বিশ্বকাপে ৩৬ বছরের আক্ষেপ ঘুচিয়ে তৃতীয় শিরোপা ঘরে তুলেছিল লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। তিন যুগ আগে পরম আরাধ্যের এ ট্রফিটি আলবিসেলেস্তেদের এনে দিয়েছিলেন ডিয়েগো ম্যারাডোনা। মেসি ও আর্জেন্টিনাকে নিয়ে বিশ্ব ফুটবলে আজ যে উন্মাদনা, উচ্ছ্বাস, মাতামাতি; তার শুরুটা করেছিলেন ম্যারাডোনা। তিনি ফুটবলের ঈশ্বর হিসেবে পরিচিত। আর্জেন্টাইন এ মহাতারকার তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী শনিবার, ২৫ নভেম্বর।

১৯৬০ বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

কেউ খোঁজ নেয় না মিয়া আরেফির, নিউ ইয়র্কে আছেন ভাইবোনেরা

পরিচয় ডেস্ক: তিনি ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টা পরিচয় দিয়ে। বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

তরুণের হাতে প্রযুক্তি: ভুল, মিথ্যা তথ্য ও বিদ্বেষ ছড়ানো রুখবো কিভাবে?

শাহানা হুদা রঞ্জনা: যুব ও তরুণ সমাজ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, ভোটের পরিবেশ এবং ভোটাধিকার, সুশাসন ইত্যাদি প্রসঙ্গে খুব একটা উৎসাহী নয়। তারা কোনো গুরুতর বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

অ্যাপল-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবসের মতে যে ৪ কৌশল নিলে সব নেতাই সাফল্য পাবেন

পরিচয় ডেস্কঃএ কয় বছরে আমি এটা জেনেছি যে, যখন আপনার লোকেরা তাদের কাজে আদতেই ভালো হন, তখন আপনাকে আর তাদেরকে বাচ্চার মতো ধরে বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯